অভয় মাষ্টার।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ॥৵০ আনা।

উৎসর্গ।

আন্দুলমাতৃক বিচক্ষণ বহুদর্শী চিকিৎসক, বাণীর শ্রেষ্ঠ পুত্র, দয়া ধর্ম্মের অবতার, শ্রীযুক্ত বাবু অমরচাঁদ মুখোপাধ্যায় এম, বি, মহাশয়ের শ্রীচরণসমীপেষু—

ডাক্তারবাবু!

"অভয় মাষ্টারের" পাণ্ডুলিপি পড়িয়া, আপনি আপনার মহামূল্য সময়ের অনেকটা অপব্যয় করিয়াছেন, এবং এই অকৃতিকে অনেক উৎসাহ দিয়াছেন, সেইজন্য "অভয়মাষ্টারকে" আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। ইতি—

সেবক—

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিনীত প্রার্থনা—

"অভয় মাষ্টার" কাল্পনিক নাটক নহে ইহা প্রকৃত সামাজিক ঘটনা। "অভয় মাষ্টারের" চরিত্র সাধারণের নিকট অস্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু, যিনি আমার প্রিয় অগ্রজাধিক শ্রীযুক্ত সুধীশচন্দ্র দত্ত বি, এল, মহাশয়ের সহিত পরিচিত, তিনি কখন "অভয় মাষ্টারের" চরিত্র বিসদৃশ দেখিবেন না,—

শ্রদ্ধেয় ঋষিকল্প পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর গঙ্গোপাধ্যায় ও মদীয় শ্রদ্ধাস্পদ মাতুল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার মহাশয় দিগের নিকট আমি চিরদিনের জন্য ঋণী হইয়া রহিলাম, কেননা ইহাঁরা যত্নপূর্ব্বক আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধন কার্য্যে সহায়তা না করিলে আমার গ্রন্থকার হইবার আশা থাকিত কি না সন্দেহ—

বিশেষ পরিশ্রম করিয়াও মুদ্রাকরের হস্ত এড়াইতে পারা যায় নাই—মাঝে মাঝে তাহাদের বিলক্ষণ চিহ্ন রহিয়া গেল, অনুগ্রহ করিয়া পাঠকগণ তাহার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। যিনি প্রেসের সহিত পরিচিত তাঁহাকেই বিজ্ঞান গুরু হক্সলি সাহেবের মত বলিতে হইবে—

"Seeing a book through the press is a laborious and time wasting affair.

নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিধুভূষণ ঘোষ	তারকপুরের জমিদার।
বিমলেন্দু	বিধুভূষণের পুত্র।
শশীভূষণ ঘোষ	ঐ ভ্রাতা।
তারাচাঁদ শ্যামচাঁদ	শশীভূষণের পুত্রদ্বয়।
অভয় মাষ্টার	বিমলেন্দুর প্রৌঢ়বন্ধু।
নিতাই ঘোষ কালীচরণ দাস সনাতন ভট্টো	শশীভূষণের পুত্র দ্বয়ের মোসাহেবগণ।
হরিধন বিশ্বাস	শশীভূষণের কর্ম্মচারি।
তিনকড়ি দে	বিধুভূষণের লুনা গ্রামের নায়েব।
তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেমচন্দ্র ঘোষ নুট বিহারী মুখোপাধ্যায়	বিধুভূষণের সদর কর্ম্মচারিগণ।
চারুচন্দ্র বসু (উকীল)	বিমলার জ্যেষ্ঠতাত।
অবিনাশ বসু	চারুচন্দ্রের পুত্র।
কার্ত্তিক চন্দ্র কর	রমাবতীর খুল্লতাত।
গোপাল	বিধুভূষণের পুরাতন চাকর।
নেপু	শশীভূষণের পিয়ারের খানসামা।

কবিরাজ ডাক্তার, প্রাতবেশীগণ, যেদো, গুণ্ডাগণ,
নাগরিক।

স্ত্রীলোক।

রমাবতী	... ...	বিধুভূষণের স্ত্রী।
বিমলা	... ...	বিমলের স্ত্রী।
লক্ষ্মী	... ...	শশীভূষণের স্ত্রী।
নলিনী চপলা	}	ঐ পুত্রবধূদ্বয়।
হরিপ্রিয়া	... ...	চারু বাবুর স্ত্রী।
নিহার বালা	... ...	কার্ত্তিক চন্দ্রের স্ত্রী।
প্রফুল্ল	... ...	অভয় মাষ্টারের স্ত্রী।
ক্ষ্যান্ত	... ...	পরিচারিকা।

প্রতিবেশীনিগণ, নাগরিকপত্নী, নর্ত্তকীগণ, আহম্মদের স্ত্রী।
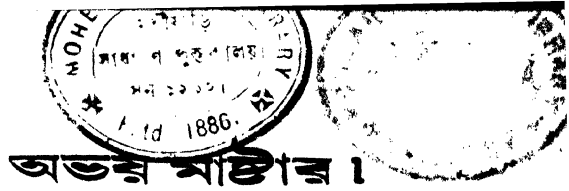
অভয় মাষ্টার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বিধুভূষণের অন্তঃপুরস্থ শয়ন কক্ষ।

কাল ঊষা।

(মৃত্যু শয্যায় বিধুভূষণ, পদতলে তাহার স্ত্রী এবং চতুষ্পার্শ্বে পুত্র, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূগণ, গোপাল, সদর কর্ম্মচারীগণ এবং অভয় মাষ্টার।)

রমা। বাবা বিমল, তুমি একবার যাও, কবিরাজ মশায় বড্ড যে দেরী কচ্চেন ;—

বিধু। (কষ্টে) থাক্ রমা, ওকে আর যেতে বলোনা ; আমার কাছে থাক্। হয়ত এখনি দীপ নিভে যাবে, থাক্ যতক্ষণ দেখ্‌তে পাই ততক্ষণই সুখ, দু'দিন আগে এমন তরা ত দেখিনি, ওঃ আরতো দেখ্‌তে পাবোনা, তাই ;—

শশী। দাদা! দাদা! অমন কথা বলবেন না, ভয় কি, শীগ্‌গীর সেরে উঠবেন। ঐ দেখুন ছেলে মেয়েরা সব কাঁদ্‌ছে, গোপাল তুমি একবার যাওনা ;—

(গোপালের প্রস্থানের উপক্রম)

বিধু। (কষ্টে) গোপাল বস, আমার শেষ কথা গুলো শোন। শশী আমি বুঝতে পাচ্ছি, আর আমি বাঁচবো না। আমার কিছুরই অভাব ছিল না ; একটা অভাব, পৌত্র দেখে মর্‌তে পাল্লুম না।

রমা। কেন তুমি ওসব ভুল ভাবনা ভাবছো। শোও, একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর, বিমল, পাখা নিয়ে একটু বাতাস কর,

বৌমা পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও; (পরে শশীকে) ঠাকুর পো তুমি একবার যাও, দেখে এস কবিরাজ এলেন কি না।

(শশীর প্রস্থান উপক্রম ও বিধুভূষণ ঈঙ্গিতের দ্বারা নিষেধ করিলেন)

বিধু। বড় বৌ, একেবারেই ঘুমুবো। সে ঘুম আর ভাঙ্গবে না। (সকলের চক্ষে অঞ্চল দেওন) কেঁদনা তোমরা, জগতের নিয়মই এই। রমা একটু জল দাও ত। (রমার গঙ্গাজল প্রদান) শোন রমা, এ সংসারে তুমিই এখন জেষ্ঠ্যা, এতদিন তোমার কোন ভাবনা ছিলনা, কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে তোমার উপর গুরুতর ভার পড়্‌বে। কেননা, তোমায় পিতা মাতা দুইয়েরি অভাব পূর্ণ কর্ত্তে হবে, বিমল যেন মনে না করে সে পিতৃহীন :—

রমা। (কাঁদিয়া) ওগো তোমার পায়ে পড়ি তুমি একটু ঘুমোও।

বিধু। রমা আমি কি বুঝতে পারছিনা; এযাত্রা কিছুতেই নয়, রক্ষা পাবার কোন উপায়ই নাই। রমা আমার কি সাধ এই সাজান সংসার ছেড়ে যাই। (কাঁদিয়া ফেলিলেন, সকলের ক্রন্দন ও বিধু ভূষণ চক্ষু মুছিয়া) বাবা বিমল, একটু জল দাও বাবা। (বিমলের জল প্রদান) হাঁ, তারপর, তারকপুরের প্রজারা যেন মনে না করে, তা'দের জমিদার নাই। একদিকে মাতৃ স্নেহ দিয়ে তাদের কোলে তুলে নেবে। অন্যদিকে পিতৃ স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে তাদের শাসন ও রঞ্জন কর্ত্তে হবে। (পরে আবেগ কম্পিত স্বরে) আমার বড় সাধের জমিদারী! বন কেটে নগর করেছি। (পরে উর্দ্ধে চাহিয়া) মা, এরই মধ্যে শেষ কল্লি? যখন মাটী কেটে হাঁড়ী গড়্‌লুম, ধান বুনে চাল পেলুম, চারা পুঁতে আনাজ করলুম, খেতে যাচ্ছি, তুই মুখের গ্রাস কেড়ে নিলি! আচ্ছা মা, আর দুটী বৎসর ভোগ করতে দে,

বেশী চাচ্ছিনা মা, দুটী বৎসর, (পরে কাঁদিয়া) সে কি দিবি মা ! বৌমা একটু জল দাও মা। (বিমলার জল প্রদান) রমা, বিমলকে দেখো, কর্ম্মচারীদের দেখো ; আর আমার সাধের জমিদারী দেখো। (রমা কাঁদিতে লাগিলেন) কেঁদনা, এর পরে ঢের কাঁদবার সময় পাবে। এখন সমস্ত ভারই তোমার ঘাড়ে পড়বে ; বুঝতে পাচ্ছো তো।

শশী। দাদা, আপনি একটু স্থির হন : দুর্ব্বল শরীর, বেশী কথা বার্ত্তা কইবেন না, কষ্ট হচ্ছে তো ?

বিধু। কষ্ট হচ্ছে বৈকি ভাই। কিন্তু একথা গুলো কইতেই হবে। অন্তিমের ইচ্ছা গুলি প্রকাশ করতেই হবে। শশী কাছে এস (শশী নিকটে যাইলেন, বিধুভূষণ তাহার হাত দুটী ধরিয়া) ভাই, যদি রাগের বশে কখনও কিছু বলে থাকি, ভুলে যাও ; বড় ভাইয়ের কথা মনে করোনা। বিমল এদিকে এসোতো বাবা। (বিমল উঠিয়া গেলেন, তাহার হাত দুটী ধরিয়া, শশী ভূষণের হাতের সহিত মিলাইয়া দিয়া) শশী, তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। দেখো ভাই, আমার সর্ব্বেশ্বরের যেন অযত্ন না হয়। ওকে যেন এক মুঠো ভাতের জন্য, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে না হয়। দেখো দাদা। (কাঁদিতে লাগিলেন ও সকলের ক্রন্দন)

শশী। দাদা, সেজন্য ভাববেন না। যতদিন আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকবে, ততদিন বিমলের অযত্ন হবেনা ; দাদা আপনি নির্ভয়ে থাকুন।

বিধু। সুখী হলুম ভাই, আশীর্ব্বাদ করি চিরসুখী হও। শুধু ওর ভার নয়, সকল ভারই তোমার। তোমার বৌদিদি রইলো, বৌমা রইলো : এদের দেখো। (পরে বিমলার প্রতি) বৌমা, যাবার সময় গোটা কতক কথা বলে যাই, মনে রেখো। তোমার শাশুড়ীর সেবা করো, তার বড় কষ্ট হবে ; চক্ষের জল মুছিয়ে, তোমরা স্বামী স্ত্রীতে তাকে

ঘিরে থেকো। অভাগিনী যখন শোকের বেগ সহ্য করতে পারবেনা তখন বুঝিয়ো। আর মা, সতী সাবিত্রীর মত স্বামীকে মেনে, তার আজ্ঞাবহ হয়ে সুখে থেকো। আমার মা কোথায় (লক্ষ্মী ঘোমটা দিয়া নিকটে যাইলেন) মা দেখো। সব ভার তোমার উপরও দিয়ে গেলুম। চির আয়ুষ্মতী হও। (লক্ষ্মী পদধূলী লইলেন) শ্যাম, তারা, বৌমারা, তোমরাও সব দেখো, বিমল আমার ছেলে মানুষ। ওর উপর অভিমান করে ত্যাগ করোনা। তোমাদের ছোট ভাই, বড় আবদারে, দেখ বাবারা। আশীর্ব্বাদ করি সকলে ধর্ম্মে মতি রেখে পূর্ব্ব পুরুষদের নাম রেখো (সকলে পদধূলি লইলেন) তারকবাবু, হেম, নুটু, তোমাদের উপর এদের সঁপে দিলুম, তোমরা নিজ পুত্রের মত, মায়ের মত, এই অনাথ সংসারটীকে নিজের সংসারের মত দেখো ; অভয়, তোমায় বেশী বল্‌তে হবেনা, ও তোমার ছোট ভাই, দেখো।

হেম, তারক, নুটু। আপনার পবিত্র শয্যা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলুম, আমরা প্রাণ দিয়ে আমাদের প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করবো।

বিধু। নিশ্চিন্ত, সুখে মরতে পারবো (পরে উর্দ্ধে চাহিয়া) মা এইবার আমার শিওরে এসে বস। আমি তোর ঐ মাতৃমূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চক্ষু বুজি। (হিক্কা তুলিলেন)

রমা। কি হলো গো !

(ক্রন্দন ও সকলের ক্রন্দন)

বিধু। মা, এলি বুঝি, আয় মা তোর রাঙ্গা পা দুটী মাথার উপর রাখ্। রমা দেখ, মায়ের আমার কি মূর্ত্তি ; সোণার বরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত করে ঐ দেখ মা আমায় নিতে এসে-ছেন। রমা, বিমল, বৌমা, প্রণাম করো। (সকলে প্রণাম করিলেন)

(কবিরাজের প্রবেশ)

শশী। (ব্যাকুল ভাবে) দেখুন ত মশায়, দাদা কি রকম কচ্ছেন।

কবিরাজ। (হস্ত পরীক্ষা করিয়া অন্য দিকে ফিরিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন)

(সকলের ক্রন্দন)

বিধু। (ঈঙ্গিতে নিষেধ করিয়া) একটু চুপ কর, (হিক্কা তুলিলেন)

শশী। বিমল, নাম শোনাও।

বিমল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ॥

বিধু। আঃ—তা—রা—(হিক্কা তুলিলেন)—মৃত্যু।

বিমল। বাবা, বাবা, কোথায় গেলে—

(মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

(রমা মূর্চ্ছিতা হইলেন ও সকলে কাঁদিতে লাগিলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চারু উকীলের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(অবিনাশ জামা সেলাই করিতেছিল)

অবিনাশ। তালি দিয়ে ক'দিন চলে। তিন বৎসর হলো জামাটা দিয়েচেন। গলায় ছোট হয়, লম্বায় খাটো হয়, একটু নড়লেই ফেটে যায়। জামার অপরাধ কি, এখনও যে টিকে আছে এই বাহাদুরী। বাবাকে বল্‌লেই বলেন, "নাইট ডিউটী কোরে জামা জুতা কেন।" ভোর পাঁচটার সময় অফিস বেরোই, রাত্রি আটটার পর বাড়ী ফিরি। সমস্ত দিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম। এর উপর নাইট ডিউটী নিলে, তার পর দিন আর অফিসে বেরুতে হবেনা, একেবারে চিত্রগুপ্তের অফিসে গিয়ে ঘুমুতে হবে। বাবাকে বেশীত বল্‌তে পারি না। তিনি তাঁর ঠাকুর দাদার আমলের

আলপাকার চাপকান, আর জিনের পেন্‌টুলেন, ওয়ারিশান সূত্রে পেয়ে এসেচেন। মায়ের মুখে শুনি দাদামশায় সেটী তাঁর বাবার মৃত্যুর পর পেয়েছিলেন, সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। (হাসিলেন)

(হরি প্রিয়ার প্রবেশ)

মা, বাবার ও চাপকানটা কত দিনের ?

হরি। নে বাছা তোর তামাসা রাখ্। তা হ্যারা অবিনাশ, তোর মাইনে টাইনে বাড়বে না ? বুড়ো বয়সে আর কদ্দিন হাঁড়ী ঠেলবো ! তার উপর তেল থাক্‌তে নুন থাকেনা, নুন থাক্‌তে তেল থাকেনা।

অবি। শীগ্‌গীর বাড়্‌বে, আর দুদিন পরে হাড় কখানাও দেখ্‌তে পাবেনা। এত পরিশ্রম করে, মনিবের মন পাইনা ; আবার উল্‌টে বলেন, মাইনে কমিয়ে দেবো।

হরি। চোখ খেকোরা দেখ্‌তে পায়না, বাছা আমার কোন্ সকালে যায় ; খেটে খেটে বাছার আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে।

(চারু বাবুর প্রবেশ)

চারু। (সোল্লাসে) গিন্নি আর খাট্‌তে হবেনা। অবিনাশের আর চাকরী কর্‌তে হবেনা, বড় সুখবর , বুঝলি অবিনাশ, বড় সুখবর।

হরি। মিন্‌ষে খেপ্‌লো নাকি, ও অবিনাশ বসে আছিস ! ধর্‌না, হাত পা ছোড়ে যে।

চারু। না গিন্নি খেপিনি, এই দেখ। (পত্র দেখাইলেন, পরে পত্র দিয়া) পড়, পড়লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

হরি। ভীমরতি হয়েছে নাকি ! আমি লেখা পড়া জানি ? পড়ত বাবা। (অবিনাশকে পত্র দিলেন)

অবি। (পাঠ করিতে লাগিলেন)

মাননীয় মহাশয়,

গত ২রা অগ্রহায়ণ আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺গঙ্গালাভ

করিয়াছেন। আমি বালক, জমিদারী বা সংসারের কিছুই জানিনা; এক্ষেত্রে যদি মহাশয় আমার সংসারের ও জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি ও মাতাঠাকুরাণী বড়ই সুখী হই; অবিনাশ দাদা ও খুড়ী মাকে লইয়া আসিবেন।

বিনয়াবনত,—সেবক—

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ।

মা শুনলেত ? কিন্তু বাবা, তাহলে তোমার চাপকান্‌টী আর ঐ জীনের পেনটুলেনটী আমায় দিতে হবে।

চারু। তা দেওয়া যাবে। বাবা মরবার সময় বলে গিছ্‌লেন, ওটী না ছেঁড়ে, পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল কর্‌তে। যাক বাজে কথা; গিন্নি, একখানা ভাল কাপড় চোপড় দেখ, অবিনাশ তুইও চান টান করেনে।

হরি। ভাল কাপড় চোপড়ের মধ্যে অবিনাশের একখানা লাল-পেড়ে ধুতি আছে, দেখি, তা আবার ইঁদুরে কেটেছে কিনা।

(প্রস্থান)

চারু। (প্রফুল্লিত হইয়া) অবিনাশ, এতদিনের পর দুঃখ ঘুচলো। বুঝ্‌লি বাবা, যে রকমটী শিখিয়ে দেবো ঠিক সেই রকমে চলবি। এখন শিগ্‌গীর চান করে এক মুটো খেয়ে নিগে যা।

(অবিনাশের প্রস্থান)

এইবার চারু উকীল চৌঘুড়ী চড়্‌বে। তাইতো, আনন্দের উচ্ছাসে, পিয়ন বেটাকে একটা সিকি দিয়ে ফেল্‌লুম। এক মাসের বাজার খরচ হতো; তা যাক্‌, এখন কত শত টাকাই বক্‌সিস্ দিয়ে দেবো; সিকিটা না দিয়ে, গোটা দুই পয়সা দিলেই হতো। মরুক্‌গে, মিছে ভাবনা; কত টাকার মালিক হবো, আর একটা সিকির মায়া ভুল্‌তে পার্‌ছিনা ? দিন কতক পেট পুরে খেয়ে বাঁচ্‌বো। ছোঁড়াটা অনেক

টাকার মালিক হয়েছে, রয়ে বসে হাত বুলিয়ে কাজ শেষ করতে হবে।

(হরি প্রিয়ার কাপড় লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

হরি। এই একখানা আছে।

চারু। (দেখিয়া) তাইতো এ যে শত ছিদ্র, এ পরে যাই কি করে ?

হরি। কেন চাপকান রয়েছে। এই বারতো মিষ্টি লাগ্‌লো। কত দিন ধরে বল্‌ছি, একখানা কাপড় কেনো, পাঁচ জনের কাছে পরে যাবার মত একখানা কেনো ; বল্‌তে না আমার চাপকান রয়েছে ; এখন যাও, চাপকান পরে যাও।

চারু। গিন্নি ! কি কষ্টে সংসার চালিয়ে আস্‌ছিলুম তা তুমি কি করে জান্‌বে। ধার করে, চুরি করে, জুচ্চুরি করে, সংসার প্রতিপালন করে আস্‌ছিলুম। নিজের বিলাসের জন্যে, নিজের সুখের জন্যে, এক পয়সাও ব্যয় করিনি। ছেলে তো মোটে ১৫৲ পোনের টাকা পায়। আর আমি মাসে ৭।৮ আট টাকা। এর বেশী ত নয় ! এই টাকা কটা নিয়ে সংসার চালান যে কতদূর কষ্টকর, যদি নিজে করতে, বুঝ্‌তে। যাক, বেলা হয়ে যাচ্চে। আমি একখানা কাপড় নিয়ে আসি, তুমি ততক্ষণ গুছিয়ে নাও।

(হরি প্রিয়ার প্রস্থান)

(কার্ত্তিক বাবুর প্রবেশ)

চারু। Good morning Kartic Babu ! How are you ?

কার্ত্তিক। ভাল আর কৈ দাদা। কোন রকমে টাল কাটিয়ে চলেছে। বিধু ভূষণের ওখানে যাচ্ছি ; এই পথ দিয়েই যখন যাচ্ছি, তখন একবার দেখা করে যাওয়া। বুঝ্‌লে চারু, অনেক দিন দেখা শোনা নেই।

চারু। (সবিস্ময়ে) ওখানে কেন ? শুন্‌লুম বিধু বাবু নাকি মারা গেছেন।

কার্ত্তিক। হাঁ তা জানি। তবে তার ছেলে লিখেছে, তার সম্পর্কে মাতামহ হই কিনা? শ্রাদ্ধ শান্তি গুলো ত করাতে হবে।

চারু। শ্রাদ্ধ ত অনেক দিন হয়ে গেছে, আজ দেড় মাসের উপর যে তিনি মারা গেছেন।

কার্ত্তিক। হাঁ—না তবে—"

চারু। বাবা, ভেতরে কিছু আছে, অমন কচ্ছ কেন? কার্ত্তিক, নিশ্চয় কিছু আছে; বলে ফেল বাবা, কি ব্যাপার বল দেখি?

কার্ত্তিক। না, না, ব্যাপার এমন কিছু নয়; এমন কিছু নয়; যাচ্ছি একটা চাকরির চেষ্টায়; যদি হয় এই —

চারু। মিথ্যা কথা। এই বল্‌লে সে লিখেছে!

কার্ত্তিক। হাঁ লিখেছে বটে, সে একটু দেখ্‌তে শুন্‌তে;—

চারু। উকীল আমি, কার্ত্তিক, উকীল আমি: জেরায় মেরে দিয়েছি। এখন এস দেখি কোলাকুলি করি।

কার্ত্তিক। কোলাকুলির বিষয় কি হলো চারু বাবু?

চারু। এখনও প্রতারণা। (পরে পকেট হইতে পত্র লইয়া কার্ত্তিক বাবুর হাতে দিয়া) পড় দাদা, পড়লেই বুঝ্‌বে।

কার্ত্তিক। (পাঠ করিয়া) হয়েছে ভাই, এস এবার কোলাকুলি করি। কি জান দাদা, তোমাতে আমাতে প্রাণের বন্ধুতা, সেই জন্য একটু ঠাট্টা করছিলেম। কিছু মনে করোনা চারু বাবু।

চারু। চূড়ান্ত রসিকতা! তা'হলে এখন দুজনেরই এক উদ্দেশ্য। তুমি দাদা, আর আমি জ্যাঠা; এইবার বুঝে সুঝে কার্য্য আরম্ভ করতে হবে, কি বল কার্ত্তিক বাবু!

কার্ত্তিক। তাতে আর সন্দেহ আছে? আমি এগিয়ে যাই; তার পর তুমি যাবে। মনে থাকে যেন পরিচয়টা সেখানে গিয়েই প্রথম হয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

শশীভূষণের দ্বিতলস্থ শয়ন কক্ষের দরদালান।

(লক্ষ্মী ও প্রতিবেশিনীগণ)

১ম প্র, বে। সহ্য কর মা ; আগা গোড়াই ত সহ্য করছো।

লক্ষ্মী। আর কি সহ্য হয় ? দিবা রাত্রি চিৎকার, স্বামী খেয়েচেন, এবার আমার বাছাদের না খেয়ে থাম্‌বেন না। স্বামী কি কারও মরে না ? এ যে সব বাড়া বাড়ি।

৪র্থ প্র, বে। বাড়াবাড়ি বই কি দিদি। তুমি ভাই কি করে সহ্য করে আছো ! আমরা হলে এতদিন কাটাকাটী না করে ছাড়্‌তুম না। তবু আমরা গরীব।

লক্ষ্মী। কর্ত্তা যে ভাইপো ভাইপো করে অস্থির। তা না হলে বুঝে নিতুম। আবার কুমিরের মায়া দেখাতে আসেন ; আমি কি আর বুঝিনি ?

৩য় প্র, বে। বৌদি, তুমি আছ বলে এখনও লক্ষ্মী আছেন। তাও বোধ হয় বেশী দিন থাক্‌বেন না। কি করবে ভাই তুমি, এত-দিনের পর ঘোষ বংশে কালী পড়লো।

লক্ষ্মী। কি হয়েছে ঠাকুরঝি ?

৩য় প্র, বে। ওমা শোননি বুঝি ? তোমার ভাসুরপোর কীর্ত্তি ? না, না, ভাই, কাজ কি বড় লোকের কথায়, তবে 'অসৈরন সইতে নারি,' তাই বল্‌ছিলুম আর কি।

লক্ষ্মী। বলনা ভাই। ভয় কি ? ভাসুর পো মাথা কেটে নেবে আর কি ? তুমি বল ভাই।

৩য়। দেখো ভাই, কথাটা যেন পাঁচ কান না হয়।

১ম। পাঁচ কান হবে কেন ? তোমার মত আমরা ত বরের 'ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি নই।'

২য়। তা সত্যিই তো, আমরা সব লাগানি কিনা, যত বড় মুখ তত বড় কথা।

৩য়। তোদের তো বলি নাই। তোদের লাগলো কেন? বলে 'পড়লো কথা সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।' আচ্ছা বলত দিদি, ওদের অত গায়ে লাগ্‌লো কেন!

লক্ষ্মী। ওদের কথা ছেড়ে দাও ঠাকুরঝি। এখন ব্যাপারটা কি বল দেখি?

৩য়। না ভাই; এই সব লাগানিরা রয়েছে।

১ম। দেখ্‌লে মা, একবার আক্কেল দেখ্‌লে?

২য়। মারনা একটা মেয়ে নাতি।

৩য়। (উঠিয়া গিয়া ১ম ও ২য়ের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) আমার বুঝি পা নেই, কি বল্‌বো, বৌদি রয়েছে।

লক্ষ্মী। (ধরিয়া) থাক্ দিদি। ঝগড়া ঝাটী কেন। বস। (বসাইয়া দিল) (পরে অন্য সকলকে) আমি যোড় হাত কচ্ছি।

সকলে। ছিঃ ছিঃ (৩য় প্রতি) মাপ কর দিদি।

৩য়। আমি কি ভাই কিছু মনে করি, তোদের যে ছোট বোনের মত দেখি। শোন তবে; কাল চণ্ডী ধাড়ার বাড়ী বৌভাত ছিল কিনা। গিন্নি এসে পা দুটো জড়িয়ে ধর্‌লে; বল্‌লে "বামুন মা, তুমি না দেখ্‌লে শুন্‌লে সব সাত-ছড়কোট হয়ে যাবে; কি করি, আমার ঐ স্বভাব কিনা, পরের দুঃখের কথা শুন্‌লে আর থাক্‌তে পারি না। অনেক সাধাসাধনার পর গেলুম তো; সেখানে পাঁচি বৌয়ের মুখে শুন্‌লুম, মাগো কি ঘেন্না! কি নজ্জা। (মুখ সিঁটকাইলেন)।

লক্ষ্মী। কি শুন্‌লে দিদি?

৩য়। সেত দিদি, কিছুতে বলবে না; অনেক জেদা জেদির পর, তবে বল্‌লে, মাগো কি ঘেন্না! বলে বিমল বাবু বেশ্যা পাড়ায় মদ খেয়ে দিবারাত্রি অত্যাচার করে।

(নলিনার প্রবেশ)

নলিনী। (সক্রোধে) তোমার মুখে একটু আটকালো না? জিবটা

একবার কাঁপলো না? বরং যদি বল্‌তে সূর্য্য অন্ধকার কিরণ দিচ্ছে, ধার্ম্মিক নরকে যাচ্ছে, মেঘ বাতাস বৃষ্টি কচ্ছে, পুষ্করিণী সমুদ্রের মত ঢেউ তুলছে, তাহলে কতকটা বিশ্বাস করতুম! কিন্তু বিমল যে দেব-চরিত্র, তা'র সম্বন্ধে এ মিথ্যা কথা যারা বলে, তা'দের মাথায় বাজ পড়েনা? আশ্চর্য্য!

লক্ষ্মী। তা ওর অপরাধ কি; যেমন শুনেছে।

নলি। মা, তুমি ওসব কথার প্রশ্রয় দিচ্ছ? উচিত ছিল, যখন একথা শুন্‌লে, তখনই ওদের বহিষ্কৃত করে দেওয়া। তা না করে সচ্ছন্দে এই সব কথা শুনে আনন্দিত হয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছো?

৩য়। আমার দোষ কি মা, যা শুন্‌লুম।

নলি। দোষ? তোমাদের দোষ? একটা আদর্শ চরিত্রে কলঙ্ক দিচ্ছো, একটা সংসারকে মজাবার চেষ্টায় ফির্‌ছো, (পরে আপন মনে) আসুন বাবা, দেখি এর প্রতিকার হয় কিনা।

লক্ষ্মী। (বিদ্রূপ স্বরে) আমার ভাসুরপো, আমার দরদ নেই বুঝি? তুইতো কাল এসেছিস্। কলির বৌ কিনা? তাই শাশুড়ীর মুখের উপর কথা, তার চেয়ে ভাল মন্দ বিচার করা; এখনকার মত শাশুড়ী পেলে, বুঝতে পারতিস্।

নলি। বুঝ্‌তে পাচ্ছি বৈকি মা। এই সমস্ত অসার প্রাণ-হীনাদের নিয়ে, একটা বালকের প্রতি ভীষণ কলঙ্কারোপ কচ্ছো, যা'দের ব্যবসা মনস্তুষ্টী; সে কুই হউক, আর সুই হউক। আসুন বাবা।

(নলিনীর প্রস্থান)

লক্ষ্মী। দেখ্‌লে ত বৌয়ের আক্কেল? দেখ্‌লে তো? আসুক মিনসে, হয় আমি বেরোব, নয় বৌকে বের করবো—

৩য়। ওই ভয়েই ভাই বল্‌তে চাইনি। গোড়ায়ই ত বলে ছিলুম ও সব বড় লোকের কথায় থাক্‌তে নেই? তুমি জেদ করলে তোমার কথাতো ঠেল্‌তে পারিনি? ছোট বোনের মত দেখি,

তোমাদের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের মত মনে করি, তোমাদের কেলেঙ্কারীর একটা কথা শুনলুম, প্রাণে বাজলো, তাই বলে ছিলুম। এইত অপরাধ! গরীব দুঃখী লোক আমরা; আমাদের গাল দিলে আর কি হবে (চক্ষে অঞ্চল দিলেন)

লক্ষ্মী। লক্ষ্মী ভাই কেঁদনা। ওর কি দুর্দ্দশা করি, দেখনা (চক্ষু মুছাইয়া দিলেন)

১ম। তা মা বেলা হয়ে এলো, আসি; একটা কথা মা, আমার মেয়েটা আজ এসেছে, তার বড্ড অম্বলের ব্যায়রাম, রাত্রে কিছু খায়না। দু একখানা রুটী খাবে, কোথা থেকে পাব মা? যদি দুটী ময়দা, অনুগ্রহ কর। আর তোমাদের খেয়েই ত মানুষ।

লক্ষ্মী। নেপুর কাছে যাও, দেবে এখন।

(১ম প্রতিবেশিণীর প্রস্থান)

২য়, ৪র্থ। আসি ভাই, তা হ'লে।

লক্ষ্মী। এসো

(২য় ও ৪র্থ প্রতিবেশিণীর প্রস্থান)

লক্ষ্মী। ঠাকুরঝি, কিছু মনে করিস্‌নে বোন। ও বড় বাড় বেড়েছে, শীগ্‌গীর পড়্‌বেন।

৩য়। মনে কিছু কি করতে পারি? তবে কষ্ট হলো তাই। ভাই সে টাকাটা দেবে বলেছিলে—

লক্ষ্মী। হ্যাঁ আমি আন্‌ছি, তুমি বসো— (লক্ষ্মীর প্রস্থান)

৩য়। ভাগ্যিস বৌমা এসে ছিলো? বৌমা যদি গালাগালি না দিত, তা হলে কি আর গিন্নি টাকা দিত? ও আবার আমার চেয়ে বাড়া। ক'দিন চেয়েছি, দেবো দেবো করে কাটিয়ে এসে ছিলেন, আজ বোধ হয় বৌমার পয়ে বেরুলো—

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (টাকা দিয়া) এসো তা হলে দিদি—

৩য় প্র। আসি ভাই—

(প্রস্থান)

লক্ষ্মী। না, এক সঙ্গে আর থাক্‌বো না; দিদি যে পাঁচ জনের এক জন হয়ে থাক্‌বে, তার ছেলে যে দশের কাছে আদর সুখ্যাতি পাবে, এ আমার চক্ষুশূল। বড় বৌ বল্‌তে সকলে যেন অজ্ঞান! কেন? বড় বৌয়ের কি পাঁচটা হাত আছে, না কি? মিন্‌সে যে বোকা; আর আমার ছেলেগুলো কি ভাল হ'লো? সবাই এক এক রকমের; আর ওর ছেলে দেখ দেখিন, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। না, যতই মনে হয়, ইচ্ছে হয় মাথা খুঁড়ে মরি।

(শশী বাবুর প্রবেশ)

শশী। বালাই, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, আমার গোঁফের (কেন না মাথায় টাক পড়িয়াছিল) মত প্রমাই নিয়ে; পাকা চুলে সিন্দূর প'রে আমার বুক আলো করে থাকো, (লক্ষ্মী মুখ ভার করিল) ওকি? রাগ হয়েছে নাকি? তা'হলে আমায় গীত গোবিন্দের শ্রাদ্ধ করতে হবে?

লক্ষ্মী। যাও বিরক্ত করোনা (আপন মনে) কাল সকালে উঠে বাছাদের হাত ধরে ভিটে থেকে বেরিয়ে যাব। কি কর্‌বো, যার থাক্‌তে নেই, তার ভিক্ষে করতেই হবে।

শশী। বাবা! বিষয়টী বড় কঠিন, যখন ভিক্ষের আক্ষেপ, তখন মস্তকাণ্ড; লক্ষ্মী, এখন লক্ষ্মী হয়ে বল দেখি মনের ভাবটা, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি—

লক্ষ্মী। (আপন মনে) বিনা অপরাধে মর্ম্ম ভেদি তিরস্কার! ছেলের মাথা খাওয়া! যা'দের ভাল লাগে তারা থাকুক, আমার বাছাদের ত কল্যাণ করতে হবে? উনি প্রাণপণে খাটছেন; বাপের চেয়ে যত্ন করছেন, তাঁকে বলা হলো ফাঁকি দিয়ে বিষয় নেবার মতলব! তোর সোয়ামি বলে গেছলো, তাই

দেখ্‌ছে। তার ভাইপো, রক্তের সম্বন্ধ, তা সে ত দেখ্‌বেই। আমি সকলের বিষ, ঘর ভাঙ্গানি, আমি বিদেয় হলেই বাঁচি —

শশী। কেন ? তুমি যাবে কেন ?

লক্ষ্মী। (ঝঙ্কার দিয়া) তুমি থাক, আমি অষ্ট প্রহর বাক্য বাণ সহ্য কর্‌তে পারবোনা—

শশী। কেন ? কে তোমায় বাক্যবাণ মেরেছে ?

লক্ষ্মী। তোমার বৌ দিদি, আর তাঁর গুণধর পুত্র—

শশী। (হাসিয়া) বৌ ঠাক্‌রুণের শোক তাপের শরীর ! আর ও বালক, ওদের উপর রাগ কর্‌তে হয় ?

লক্ষ্মী। তাইতো বল্‌ছিগো, ওদের শোক তাপের শরীর ; আমি থাক্‌লে কষ্ট হবে, আমি ত কালই বিদেয় হচ্ছি। তা না হলে স্ত্রী পুত্র পর হয়—

শশী। কি বক্‌ছো ছোট বৌ ? কি হয়েছে—

লক্ষ্মী। হবে আর কি ? কাল শ্যামা নাকি আবদার করে বড়ঠাক্‌রুণের কাছে কি চেয়ে ছিল তাতে তিনি বল্‌লেন, যা না তোদের ত আছে তাই নিগে যা; শ্যামা অপরাধের মধ্যে বলে ছিলো আপনি আর মা কি তফাৎ ? এই না শুনে, দিদি রেগে তো যা মুখে এলো তাই বলে গাল দিতে লাগ্‌লো, শেষে বললে, ওই জন্য বুঝি তোর বাপ এত মায়া দেখাচ্ছে ? ছোড়াটাকে পথের ভিকিরী করবার মতলব করেছে বুঝি—

শশী। (বাধা দিয়া) থাক যথেষ্ট হয়েছে, এতদূর ? আমি ওর ছেলের মাথায় হাত বুলোবো ? আচ্ছা, এইবার দেখি কে রক্ষা করে ? (লক্ষ্মীর মাথায় হাত দিয়া) লক্ষ্মী, তোমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌ছি ও মাগীর তেজ, দর্প ভাংবো, তবে ছাড়বো।

লক্ষ্মী। আবার ছোঁড়ার কথা শোন। কি জানি কি মতলব করে আমার কাছে এলো, আস্‌তে বল্‌লুম, কেন বাবা ? বল্লে, একটু জল দাও। শুধু জলটা দিই কি করে ! একটা মিষ্টি দিয়ে জল দিলুম। ছোঁড়া সন্দেশটা ফেলে দিলে, জলের ঘটীটি

উপুড় করে দিয়ে বল্‌লে, আমি বুঝ্‌তে পারিনি, তোমরা বিষ মিশিয়ে দিচ্ছো। বলেই চলে গেল, আমি ত কেঁদে সারা—

শশী। বিমল, তোমায় ভাল বলে জান্‌তুম। ওঃ! একরত্তি ছেলে, তার অন্তরে বিষের ছুরি লুকোনো? লক্ষ্মী, তুমি ঠিক সময়ে আমার চক্ষু খুলে দিয়েছো, হরিও কদিন থেকে বল্‌ছে, আমি অতটা খেয়াল করিনি। (নলিনীর প্রবেশ)

কেন বৌমা?

(লক্ষ্মী শশীর কর্ণে চুপি চুপি প্রতিবেশিনীদের কথা ও তাহাদের সহিত নলিনীর বিবাদ নানা অলঙ্কার দিয়া বলিয়া গেলেন।)

নলি। বাবা—

শশী। কি মা—

নলি। আট বছরের বেলা থেকে তুমি আমায় বাপের মত প্রতিপালন করচো, আমি তোমার মেয়ের মত আছি, বৌয়েদের যে লজ্জা থাকে আমার তা নেই; কারণ তোমাকেই বাবা বলে জানি, তাই মেয়ের মত আবদার করি; যদি সাহস দাও, তা'হলে বলি বাবা

শশী। বল মা, তুমি আমার মেয়েরও বাড়া।

নলি। বাবা, বাড়ীতে ঐ মাগীদের আস্‌তে দিওনা, ওরা সর্ব্বনাশ করবে, সোণার সংসারে আগুণ লাগাবে, তা না হ'লে এত বড় সাহস তাদের, ঠাকুর পোর নামে কুকথা রটায়—

লক্ষ্মী। 'মার চেয়ে দরদ যার তারে বলে ডাইনি', তা তোর অত দরদ কেন!

নলি। শুন্‌বে মা, শুন্‌বে? মা যখন মারা গেলেন, তখন আমি পাঁচ বছরের মেয়ে, আমায় ছ' মাসের একটা শিশু দিয়ে তিনি চলে গেলেন। সেই পাঁচবছরের মেয়ে আমি, তাকে বুকে পিঠে নিয়ে দু বছরের করলুম; তিন দিনের জ্বরে বাছা একদিন স্বর্গে চলে গেল (কাঁদিতে লাগিলেন পরে চক্ষু মুছিয়া) তার পর তোমরা এখানে নিয়ে এলে। ভায়ের

বদলে বিমলকে পেলুম, তাকে ছোট ভাইটার মত লালন পালন করতে লাগ্‌লুম ; এখন যে তার মার চেয়ে আমার বেশী দরদ।

(লক্ষ্মী শশীর কাণে কাণে কি বলিলেন)

শশী। তোমার মার মুখে শুনলুম তুমি তাঁকে প্রতিবেশিনীদের সাম্‌নে অপমান করেছো। অতিরিক্ত আদর পেয়ে তুমি ক্রমশঃ মাথায় উঠেছো ; আরও বল্‌ছি বৌমা, ওদের ত্রিসীমায় যেওনা, বিমলের ছায়াও মাড়িও না। এস ছোট বৌ—

(উভয়ের প্রস্থান)

নলি। বালক, তোর অদৃষ্ট আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠেছে, তার সঙ্গে ভীষণ ঝড় এলো বলে। মেঘের গর্জ্জন আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। সামলা বালক (পরে উত্তেজিত হইয়া) ভয় কি বাছা, যদি তোর বুড়ি মায়ের শক্তি না থাকে, আমি তোর মা রয়েছি ; কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

(সদর্পে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(বিমল বাবুর কক্ষ)

বিমল বাবু চিন্তামগ্ন ভাবে উপবিষ্ট।

বিমল। কাকা বাবু কি অপরাধে ত্যাগ করলেন ? আমি ত তাঁকে কখন কিছু বলি নাই, কখনও ত উঁচু কথা কই নাই, তবে কেন ত্যাগ করলেন ? শুধু ত্যাগ করা নয় অত্যাচারও করচেন ! কি হ'বে ? আমি কি করবো ? বাবা হাতে হাতে সঁপে দিয়ে ছিলেন যে।

(কাঁদিতে লাগিলেন)

(অভয় মাষ্টারের প্রবেশ)

অভয়। বিমল, কাঁদ্‌ছো কেন ? ও সব সৈতে হয় ; কাঁদলে আর

কি হবে? যদি মনোকষ্টে কাঁদ, তাহলে এত কাঁদ্‌তে হবে যে তোমার চক্ষুতে জল থাক্‌বে না, তুমি অন্ধ হয়ে যাবে। সোয়ে যাও, দাদা, সোয়ে যাও। দু'দিনের জন্যে আসা বৈত নয়? এস বিমল একটু আনন্দ করি—

বিমল। সে দিন গিয়েছে, ভাই, আনন্দ করবার দিন গিয়েছে—

মাস্টার। আনন্দ করবার দিন কখন যায় না। বিমল, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার এই ত অবস্থা, মাইনে পাই পঁচিশ টাকা, পাত পড়ে চোদ্দখানা। কোন দিন উপোষ, কোন দিন আধ পেটা খেয়ে অফিসের গুরুতর পরিশ্রমের পর একটু আনন্দ মনে আনন্দময়ীর চিন্তা করি। শোন, যখন শীতের হিম সেই কুঁড়ে ঘরের ভিতর ঢোকে, তখন ছেলেদের বুকের ভিতর চেপে রেখে স্বামী স্ত্রীতে জেগে থেকে গান গাই; যখন শত ছিদ্র চালের ভিতর দিয়ে সহস্র ধারায় বর্ষার জল ঘরের ভিতর পড়ে, তাদের বুকের মধ্যে নিয়ে সমস্ত রাত ভিজি, আর গান গাই।

বিমল। মাস্টার, তোমার প্রকৃতি ভগবান অন্যরূপে গড়েছেন। মাস্টার, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে—

মাস্টার। আচ্ছা একখানা গান শোন দেখি; প্রাণটায় একটু আনন্দ পাবে।

গীত—

কেঁও নেহি আয়া—
দিলভর মেরা বাগিয়ানা—
দিলবিচ কওয়ালা—
কওয়ালা বিচ কলিঁয়া—
তা পর ভ্রমর লোভানা—

বিমল। চমৎকার মাষ্টার। (অভয়ের হাত ধরিয়া) মাষ্টার, আমার বাপ নেই, বন্ধু নেই, ভাই নেই, তুমি যদি আমার কাছে থাক মাষ্টার, আমি তাহলে মনের সুখে বেড়াই—

(কার্ত্তিক বাবুর প্রবেশ)

(উঠিয়া পদধূলি লইয়া) দাদা মশায়, বাবা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন—

(কাঁদিতে লাগিলেন)

কার্ত্তিক। (নিজ চক্ষু মুছিয়া ও বিমলের চক্ষু মুছাইয়া) তুমি বিদ্বান, তোমাকে বেশী কি বোঝাব ভাই; পিতা মাতা কারও চিরদিন থাকেনা, তবে বড়ই অল্প বয়সে গেলেন এই যা দুঃখ। আমায় বড় স্নেহ করতেন (চক্ষু মুছিলেন)

বিমল। যা হবার তা তো হয়েছে দাদা মশায়, এখন আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করুন, আমি যেন পিতার অভাব অনুভব করতে না পারি —

(চারু বাবু ও অবিনাশের প্রবেশ)

(উভয়ের পদধূলি লইয়া) এই যে আপনারা অনুগ্রহ করে এসেছেন। জ্যাটা মশায়, অবিনাশ দাদা, আপনারা আমায় দেখুন, আমার বিষয় দেখুন; বাড়ীটা যেন শ্মশান হয়ে ছিলো। জ্যাঠাই মা এলেন না?

চারু। হাঁ বাবা, সে ভিতরে গেছে। তাই তো বাবা, অল্প বয়সে তোমার ঘাড়ে এ সব ভার পড়্‌লো, এখন তোমার নেচে খেলে বেড়াবার সময়—

বিমল। আপনারা যখন এসেছেন তখন আমার কোন ভয়ই রইলো না। আপনাদের ভার আপনারা নিলেন, আমি এখন নেচে খেলেই বেড়াবো—(কার্ত্তিক বাবুকে দেখাইয়া) জ্যাঠা মশায় এঁকে চেনেন না বোধ হয়? ইনি আমার মাতামহ হন; আর দাদা মশায়, ইনি আমার জ্যাস্‌শ্বশুর হন।

চারু। (নমস্কারান্তে) বড়ই সুখী হলুম। এখন আমাদের উভয়ে মিলে প্রাণ দিয়ে বিমলকে দেখ্‌তে হবে—

কার্ত্তিক। নিশ্চয়ই। (চারু বাবুর প্রতি) মশায়ের বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়?

চারু। এই একটু আইন ব্যবসা।

কার্ত্তিক। ও? তা' হ'লে আপনি উকীল? তা' হ'লে সর্ব্ব বিষয়েই আপনার দখল আছে? বেশ। বিমল, আসবার সময় তোমার ঘর থেকে গান শুন্তে পাচ্ছিলুম্, এখন দাদা ও গানটান নিয়ে থাক্‌লে হবে না।

অভয়। হুঁ!!

বিমল। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) আমার এই বন্ধুটী গাইছিলেন, বড় মিঠে গলা; শোক তাপ ভুলিয়ে দেয়। গাওতো মাষ্টার একটা—

মাষ্টার। শ্রোতাটা কে বিমল! ওঁরা গানটান পছন্দ করেন না; বিশেষতঃ তোমার গুরুজনের সাম্‌নে গানটান গাওয়া ঠিক নয়।

বিমল। এতে দোষ কি মাষ্টার? গান বাজনা যে পিতা পুত্রে চলে? তুমি গাও লক্ষ্মী ভাই, তোমার পায়ে পড়ি—

মাষ্টার। এখনও ছেলে মানুষি গেলনা? আচ্ছা শোন।

গীত।

আগুণ নিয়ে এবার খেলা—
সাম্‌লে খেল্‌তে হবে ভাই—
ধরে যদি অসাবধানে
তুই জ্বোলে পুড়ে হবি ছাই—
হুসিয়ার হয়ে খেল্‌তে হবে, সদা মনে রাখ্‌তে হবে,
ও সর্ব্বগ্রাসি অগ্নিদেব
(ওর) দয়া মায়া মোটেই নাই।

শুন্‌লে তো? এখন ওঁদের ভিতরে নিয়ে যাও, জলটল খাওয়াও গে।

বিমল। হাঁ, ভুলেই গেছলুম। আসুন দাদা, আসুন জ্যাটা মশায়, অবিনাশ দাদা এসো।

(মাষ্টার ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মাষ্টার। প্রাণে খট্‌কা লাগ্‌লো। এর ভিতর উকীলও আছেন! আচ্ছা, ঐ দাদা মশায়কে কোথায় দেখিছি? কোথায়? ঠিক মনে কর্‌তে পাচ্ছি না। তবে ভাল বোধ হচ্ছে না। সঙ্গে ত রইলুম, তারপর বুঝে নেবো। ওঃ, হাঁ মনে পড়েছে, উনিই দাদা মশায়? ছোঁড়ার অদৃস্টে দেখ্‌ছি অনেক কষ্ট ভোগ—এখন বাকি জ্যাটা মশায়। আবার জালিও আছেন! একবারে ত্র্যহস্পর্শ! এবার যথার্থ খেলে সুখ হবে; পাকা খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলা। যাই, বাজারটা করে দিয়ে আসি। (প্রস্থান)

(বিমল বাবুর প্রবেশ)

বিমল। যাক্‌, এইবার কতকটা ভাবনা গেলো। ওঁরা এসেছেন, সব ভার ওঁদের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। একা টিক্‌তে পারা যেতনা, এখন তবু অনেকটা সরগরমে থাক্‌তে পারবো। মার কাছে জ্যাঠাই মা রইলেন, অনেকটা তাঁকে ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পার্‌বেন। আহা, মাষ্টার বড় গরীব, বাবা ওকে আমার চেয়ে ভাল বাস্‌তেন; সামান্য মাইনে পায়, কিন্তু দিব্বি মনের সুখে, মনের আনন্দে কাটিয়ে দিচ্ছে। ওকে কাছে রাখ্‌তেই হবে। কিছুতেই ছাড়্‌বোনা। মাষ্টার আমায় বড় ভালবাসে, নিজের ভায়ের মত দেখে। (তারক, হেম, নুটুর প্রবেশ) আসুন, বসুন।

তারক। আপনাকে না জানিয়ে এলুম, কিছু মনে কর্‌বেন না। একটা দরকারী কথা আছে, যদি আপনার সময় থাকে—

বিমল। সেকি, সময় যথেস্ট আছে। আর আপনারা আস্‌বেন, তা আবার আমায় বলে আস্‌তে হবে? বলুন আপনারা কি বল্‌বেন।

হেম। এমন কিছু নয়, তবে এই, শরীরটার প্রতি যত্ন রাখ্‌বেন। স্বর্গীয় কর্ত্তা সঁপে দিয়ে গিয়েছেন, আপনার শরীর থাক্‌লে তবে ত সব—

নুটু। তা বৈকি, উনি বুদ্ধিমান, ওঁকে বোঝাবার কিছুই নেই—

তারক। সে তো ঠিক ; কি বল হেম ? এত বড় জমিদারী, দু'দিনেই বুঝে নিয়েছেন। আমরা চুল পাকিয়ে ফেল্লুম এই বাড়ীতে, আমরা এখনও ঠিক বুঝ্তে পারি নি, কিন্তু উনি দু'দিনেই বুঝে নিয়েছেন। তা বাবা টাকা কড়ি সব কোথায় থাকে—

বিমল। মার কাছেই সব থাকে —

তারক। হ্যাঁ, তা, না, হ্যাঁ, তা ভালোই—

বিমল। ইতস্ততঃ কচ্চেন কেন—

তারক। আমি বলি বাবা, ও সব নিজের কাছে রাখাই ভাল। তিনি স্ত্রীলোক, ও সব ঝঞ্ঝাট তাঁর কাছে কেন—

বিমল। কিন্তু এতদিন তো তাঁর কাছে রয়েছে—

হেম। আছে, তবে ও সব নিজের কাছে রাখাই ভাল—

নুটু। কি জানেন "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য" কি বল তারক বাবু—

তারক। হ্যাঁ তবে—

বিমল। কি বল্চেন আপানারা স্পষ্ট করে বলুন —

তারক। বল্চি কি বাবা টাকা কড়ি, কাকেও বিশ্বাস নেই—

বিমল। (সক্রোধে) চুলোয় যাক্ আমার টাকা কড়ি, যে টাকার জন্য মায়ের উপর বিশ্বাস হারাতে হবে, সে টাকা কড়ি আমি বিষ্ঠার মত দেখি। আপনারা বৃদ্ধ হয়েচেন, আপনাদের মুখে এই হীন কথা শুনতে হল ? কি বুঝ্বে ব্রাহ্মণ মাতৃস্নেহ : পৃথিবীতে জন্মে অবধি অসার ধনের জন্য ঘুরে মর্চো : খুব গেরো দাও, যাবার সময় সব নিয়ে যাবে ত ? ঈশ্বর তোমাদের তাঁর বিস্তীর্ণ রাজ্যে স্থান দিলেন না, কিন্তু মা সচ্ছন্দে তাঁর উদরে স্থান দিলেন, নিজের রক্ত দিয়ে লালন পালন কর্লেন, তাঁরই দয়ায় পৃথিবী দেখ্লে, স্ত্রী পুত্র দেখ্লে, অর্থ চিন্লে : সেই মায়ের উপর অবিশ্বাস ? আমি জমিদারী চাই না, টাকা কড়ি চাই না, মা, তোমার উপর বিশ্বাস রেখে পর্ণ কুটিরে বাস করতে

চাই। (পরে কর্ম্মচারীদের প্রতি) যান, আপনারা বামুন, তাই ক্ষমা করলুম, নচেৎ যে উপদেশ দিতে এসেছিলেন, তার সমুচিত দণ্ড দিতুম। বাবা যে হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন! এই সমস্ত ভণ্ড পাজীদের কুহক তিনি ধরতে পারেন্ নি, বুঝ্‌তে পারেন নি, তাই এই সমস্ত কুচক্রীদের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। যান, আপনাদের মুখ দেখ্‌তে চাইনে, যান।

(সকলের প্রস্থান)

এরাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী? (পরে কাঁদিয়া) বাবা, স্বর্গ থেকে দেখুন, যাঁদের হাতে ধরে আপনার অভিমানি পুত্রকে দিয়ে গিয়ে ছিলেন, তাঁদের ব্যবহার দেখুন। মা, এরা কেড়ে নিতে এসেছে তোর মন থেকে, এরা আমায় কেড়ে নেবে। তারা বিশ্বাস হারাক, যারা মায়ের মর্য্যাদা না বুঝে। ঈশ্বর, তোমার স্বর্গের বিনিময়েও আমি আমার মার উপর বিশ্বাস হারাতে পার্‌বো না।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

শশীবাবুর বহির্বাটী।

(তারাচাঁদ, নিতাই, কালী ও সনাতন)

সনা। বরাবরই জানি, বল্‌তে সাহস করি না; দুঃখী আমরা, এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছেন তারা বাবু—

নিতাই। তাই তো কালী, এর একটা প্রতিকার করতে হবে।

তারা। বাবা ধর্‌লে, তা না হলেও ছোঁড়াটাকে সেই দিনেই শেষ করে দিতুম্।

কালী। সেইটাই উচিৎ ছিল। হোকনা ভাই, এত বড় কথা বলে! বলে,—ভায়ের চেয়ে শত্রু নেই—আমি একটা উপায় স্থির করিছি।

সনা। কি রকম ?

কালা। বড় বাবু কি শুন্‌বেন ?

তারা। নিশ্চয়ই। আর একটা কথা, সঙ্গে সঙ্গে বিমলকেও— বুঝ্‌তে পেরেছো ? আমাকে উপদেশ দিতে আসেন— বলে চরিত্র শোধরাও। ওর চরিত্রের নাড়া দেওয়াটা আমি দু চক্ষে দেখ্‌তে পারি না। ওকে একেবারে পূরো মাতাল করে ছাড়তে হবে।

সনা। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) এর জন্যে চিন্তা ? দুদিন সময় দিন, দেখে নেবেন ; মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাক্‌বেন। কি বল কালা—

কালা। ওঁকে উপদেশ দিতে আসেন, ওঁর মত স্বভাব কজনের ? ও রকম অগাধ বিষয় আমাদের থাক্‌লে মদে বেশ্যায় ডুবে থাক্‌তুম।

নিতাই। আপনি চিন্তা করবেন না। দুজনকেই ঠিক করে দিচ্ছি ; তবে একটা কথা—বড় লোকের পেছোনে লাগা—আট ঘাট বন্ধ কর্‌তে হবে। কিছু টাকা না পেলে—

তারা। বেশ, এখন দুশো টাকা দিচ্ছি, পরে দরকার মত নিয়ে যেও। খাতাঞ্চীর কাছে যাও, টাকা দিয়ে দেবে ; আচ্ছা তোমরা বসো আমিই আন্‌ছি— (প্রস্থান)

সনা। ব্যাটারা চাকরী করে ! সেই নাকে মুখে গুঁজে সাড়ে দশটায় হাজির দিতে হবে, আর পাঁচটায় কলম ছেড়ে বাড়ী আস্‌তে হবে, তার উপর যদি সাহেব বা বড় বাবু ভাল বাস্‌লেন, তা হলে রাত্রি এগারটা, এর ভিতর দাঁত খিচুনি, সবুট প্রহারও আছে। তোর চাকরির মুখে মারি ঝাড়ু ! দিব্বি খাচ্ছি, আরামে থাকি, যখন ইচ্ছা আসি, কর্ম্মের মধ্যে বাবুর মন যোগান দুটো বলা। আর এই সব লক্ষ্মীর বর পুত্রদের ত মা স্বরস্বতী কৃপা করেন না, তাই আমাদের মত স্বাধীন লোকদের চলে। কেমন হে নিতাই—

কালী। (ব্যস্ত সমস্তে) ছোট বাবু আস্‌ছেন

(সকলে স্থির হইয়া বসিল)

(শ্যাম বাবুর প্রবেশ)

সকলে। আসুন ছোট বাবু।

শ্যাম। (বসিয়া) দাদা এখানে ছিল ?

নিতাই। আজ্ঞে এই মাত্র উঠে গেলেন।

শ্যাম। আমার কথা হচ্ছিলো ?

সনা। হচ্ছিলো বৈকি ? গোড়া থেকে বল্‌চি তাতো শুন্‌বেন না ? এইতো এতক্ষণ মুখে আসে না এমন সব গালাগালি কচ্ছিলেন, কেমন কালী ?

কালী। কাজ নেই ভাই ও সব কথায়, যেমন অবস্থা আমাদের সেই রকম থাকাই উচিত; ওঁরা মনে করেন আমরাই ঘর ভাঙ্গাই, ভায়ে ভায়ে বিরোধ বাধাই ; ছোট বাবুর অনেক নুন খেয়েছি, সময়ে সময়ে দু একটা বুঝুই। বড় ভাইতো বটে, যদিই ছোট ভাই কিছু বলে, বড় ভাইয়ের উচিত বোঝানো, তা না করে দশ জনের সাম্‌নে ইতর ভাষায় গালাগালি ! এদিকে আমাদের ছোট বাবু দাদা বল্‌তে অজ্ঞান ?

শ্যাম। মনে করে ছিলুম কালী বাবু, চুপ করে যাবো কিন্তু না, দাদার একটু বাড় কমাতে হবে। মনে করেন, উনি বড়, যা মনে করেন তাই করবেন্ ; আর আমি তা নিরবে সয়ে থাক্‌বো ; কেন আমার কি বিষয় নয় ? আমি ভেসে এসেছি ? এ ভ্রম শীগগীর ভেঙ্গে দিতে হবে।

সনা। শাস্ত্রে বলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। তাঁরা কি মূর্খ ছিলেন ? তাঁরা অনেক দেখে তবে লিখে গেছেন।

শ্যাম। তোমরা আমায় সাহায্য করবে তো ?

সকলে। নিশ্চয়ই।

কালী। আপনার খেয়ে মানুষ, আপনার উপকারের জন্য জীবন দিতে পারি।

নিতাই। বিমল বাবুর কথাটা শোনেন নি বুঝি ?

শ্যাম। কৈ, কিসের কথা ?

নিতাই। ভুলেই গেছলুম। কাল ওই জন্যেই ত রাত হয়ে ছিলো, কাল আপনি বলে দিয়ে ছিলেন সকাল করে আস্‌তে; তাড়াতাড়ী চলে আস্‌ছি, সাম্‌নের রকে উনি দাঁড়ায়ে আছেন, আমি নমস্কার করলুম, উনি আমায় ডাক্‌লেন, বৈঠক খানায় বসিয়ে বড় বাবুর আর আপনার নিন্দে। সে আর কটা বল্‌বো, শেষে থাক্‌তে পাল্লুম না। বল্লুম হাজার হউক আপনার বড় ভাই—এই যাই বলিছি, আমাকেই মাত্তে এলেন, অপমানিত যত দূর হবার হলুম, তার উপর আপনা-দের কুৎসা! সে আর কি বলবো।

সনা। আগে বলতুম না নিতাই ? তুমি বিশ্বাস করতে না, এবার নিজ কর্ণে শুন্‌লে এখন তো বিশ্বাস হয়েছে ?

শ্যাম। বাবাকে দোষ দিতুম, বলতুম—বাবা ওদের কেউ নেই, ওদের দেখো। ও ছোঁড়া! তোর পেটে পেটে এতদুর বুদ্ধি ? রোস দেখ্‌ছি ?

কালী। দেখা দেখি কি ছোট বাবু। ওর জন্যে আপনাকে চিন্তা কর্‌তে হবে না। আমি বলি, দিন কতক আমাদের ছেড়ে দিন, ওঁর সঙ্গে গিয়ে মিশি, তারপর ধীরে ধীরে কার্য্যোদ্ধার।

সনা। ঠিক কালী। তুমি উকীল হলে না কেন ?

শ্যাম। কেমন, ঠিক রইল ? তা হলে কাল থেকেই শুরু কর্‌বেত ?

নিতাই। যখনি বল্‌বেন (পরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) একটা কথা, ওঁর সঙ্গে মিশলে আপনার এ দিকে ত আস্‌তে পারবোনা ? যদি ঘুনাক্ষরে জান্‌তে পারে বা দেখে, তা হলে সন্দেহ করবে। ওই শালা মাষ্টারও আছে, তাই বলছি কিছু যদি দেন।

শ্যাম। এই কথা, এস আমার সঙ্গে।

(সকলের প্রস্থান)

(শশী বাবু ও হরি ধনের প্রবেশ)

শশী। (সোল্লাসে) বেশ খোষ খপর হরি। এইবার অনেকটা কাজ এগুবে। বিশেষ করে বলে এসেছো ত ?

হরি। এলো বলে ; বলিচি, ডবল মাইনে পাবেন, আর এই কাজটা কর্‌লে এক হাজার করে নগদ পাবেন। পয়সার লোভ ছোট বাবু, ও আস্‌তেই হবে ?

শশী। সাঁপে বর হয়ে গেল। ছোঁড়ার দুষ্ট বুদ্ধি ঘাড়ে চেপেছে। চারু উকীল কি বল্‌লে ?

হরি। ও আবার বল্‌বে কি ? যা বললুম তাতেই রাজি। আবার কার্ত্তিক ওর এক গেলাসের ইয়ার। বড় মজা হয়েছে ছোট বাবু।

শশী। ওই পেটভাতার মত দেবো, তারপর সমুদয় নিজস্ব করে নেবো। হরি, তোমার উদ্যোগ না থাক্‌লে এসব কাজ কি হতো ?

হরি। বরাবরই স্নেহ করেন, আমার আর উদ্যোগ কি ? তবে এটা জানি—যার খাচ্ছি তার মঙ্গলের জন্য সব করতে হবে। এই যে তারক বাবু।

(তারক, হেম, নুটুর প্রবেশ)

শশী। আসুন, বসুন (সকলে উপবেশন করিলেন)

তারক। আর ছোট বাবু, যে রকম অপমানিত হয়েছি !

শশী। শুনলুম তো। মনে করতুম ছোঁড়াটা মানুষ হলো, ঘোষ বংশের নাম রাখ্‌বে, কিন্তু দেখে শুনে অবাক হয়ে গেছি ! অন্তরে অন্তরে এই সব মতলব খেলছে ? দাদাকে বলে ছিলুম, সহরে পড়াবার দরকার নেই, দাদা শুন্‌লেন না। বেশ জানি আজ কালের ছোঁড়ারা দুপাত ইংরেজি পড়ে, মনে করে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ। দাদা আপনাদের কথা শুনে কাজ কর্ত্তেন, মান্য কর্ত্তেন, আর ছোঁড়া স্বচ্ছন্দে অপমান কর্ত্তে সাহস করলে !

নুটু। শুধু অপমান ? যদি ব্রাহ্মণ না হতুম তা হলে বোধ হয় মা'র

পর্য্যন্ত খেতে হতো। উচ্ছন্ন যাবে, উচ্ছন্ন যাবে, যদি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রি করে থাকি—

হেম। ছোট বাবু, হরির কাছে সব শুনিছি। আমরা প্রস্তুত। এ উচিৎ কাজ। আপনার কাছে জমিদারী থাকলে কিছুদিন থাক্‌বে; ও ছোঁড়া ত দুদিনেই উড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট কর্‌বে।

শশী। সেই জন্যেই আপনাদের শরনাপন্ন হইছি। আপনাদের জন্যই ঘোষেদের এত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। তা হলে হরি—

(হরিকে ঈঙ্গিত করিলেন)

(হরির প্রস্থান এবং কতক গুলি টাকার তোড়া লইয়া প্রবেশ)

দাও, ওঁদের দাও, বেশ করে গুনেছ ত?

হরি। (প্রত্যেকের সম্মুখে রাখিয়া) গুনিছি বৈকি।

তারক ছোট বাবু, আপনি দিচ্ছেন তা আবার গোনা গুনির দরকার কি। এই বার হ্যাণ্ড নোট খানা আনান, আমরা সই করে দিই।

হরি। (দোয়াত কলম দিয়া) এই হ্যাণ্ড নোট নিন্, দেখুন ঠিক হয়েছে কি না (তারক বাবুর হস্তে হ্যাণ্ড নোট প্রদান)

তারক। (পকেটে হস্ত দিয়া) তাই তো চশমা ভুলে এসেছি, নুটু পড়ত?

নুটু। (পড়িতে লাগিল) আমি শ্রীবিধু ভূষণ ঘোষ আমার লুনা গ্রামের জমিদারী জরিপের জন্য আমার ভ্রাতা শ্রীমান শশী ভূষণ ঘোষের নিকট হইতে ১০০০০ দশ হাজার টাকা মাসিক ৬৲ ছয়টাকা হারে সুদে কর্জ্জ লইতেছি। সন ১২৬৯ সাল তারিখ ৬ই কার্ত্তিক।

শ্রীবিধু ভূষণ ঘোষ।

লেখক শ্রী

তারক। ঠিক হয়েছে। হেম, সইটে কর্ত্তার মত হয়েছে তো?

হেম। অবিকল। কে বল্‌বে যে কর্ত্তার নয়?

তারক। (নুটুর প্রতি) দাও হে সই করে দিই (নুটুর সহি করন

ও তারক বাবুর হস্তে হ্যাণ্ডনোট প্রদান, পরে তারক ও হেম সহি করিলেন) তবে আজ আসি ছোট বাবু, কবে সনন্দ পত্র দিচ্ছেন ?

শশী। যে দিন আদেশ কর্‌বেন। আপনাদের আবার সনন্দ পত্র দিতে হবে ?

হেম। (হাসিয়া) শুন্‌লেন তারক বাবু, ছোট বাবুর কথা ? প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আসি তা' হলে ছোট বাবু—

(শশীবাবু ও হরির প্রণাম করণ, হেম তারক ও ন্যুটুর প্রস্থান)

হরি। মিটে গেলো। আর একটা কথা বলছিলুম (চারিদিক দেখিয়া নিম্ন কণ্ঠে) ও সনন্দ পত্রে আর কাজ নেই। কাজ ত হয়ে গেছে, আর মিছি মিছি কেন অর্থ ব্যয় করা।

শশী। সেত উচিং কথা, কিন্তু ব্যাটারা যদি প্রকাশ করে।

হরি। (হাসিয়া) চৌদ্দ বৎসর তা হলে জেলে বাস করতে হবে। সে দিকে নিশ্চিন্ত থাকুন। ওরা এলে কথাই কইবেন না, যেন ওরা অপরিচিত ; বুঝলেন তো—

শশী। সে সব ঠিক করে নেবো। এইবার নালিশটা জুড়ে দিলেই হাঁপ ছাড়ি। (বিমল বাবুর উদ্দেশ্যে) কেমন, এইবার সাম্‌লাও ? এই যে তিন কড়ি—

(তিন কড়ির প্রবেশ)

তিন। (নমস্কার করিয়া) কেমন আছেন ছোট বাবু—

শশী। ভাল আছি বটে, কিন্তু সব শুনেছো তো—

তিন। হ্যাঁ, রাস্তায় তারক বাবুর মুখে সব শুন্‌লুম। কিন্তু ছোট বাবু, আমার উপর অনুগ্রহ রাখ্‌বেন—

হরি। অনুগ্রহ রাখ্‌তে পারেন, যদি ওঁর উপর তুমি অনুগ্রহ করো।

তিন। ছিঃ ছিঃ ওকি কথা হরি বাবু ? ওঁর দয়াতেই আছি—

হরি। শোন তিনকড়ি বাবু, একটা কথা বলি। বিমল বাবুর মস্তকটী চর্ব্বন কর্‌তে হবে, পার্‌বেন তো ?

তিন। কেন পারবোনা ? ছোট বাবু যদি হুকুম দেন—

শশী। হ্যাঁ হে তিনকড়ী, বড় অপমান করেছে, তুমি একটু চেষ্টা করলেই পারবে। ও তোমাকে খুব বিশ্বাস করে।

তিন। বেশী বলতে হবে না, দেখুন না কি করি? তবে অনুগ্রহ রাখ্‌বেন। নমস্কার ছোট বাবু—

(প্রস্থান)

শশী। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। চল হরি, স্নান টান করতে হবে।

(প্রস্থান)

হরি। যাদু মনে করেচেন—উনি বাবুকে ধরে নায়েব থাকবেন। লুনা গ্রাম জমিদারী নয়তো? সোনার থাল। ওটীর উপর বরাবর টাঁক করে আছি। ছোট বাবু ত আমার হাতে। এসব নসীবের জোর থাকা চাই, তা না হলে নাম সহি ছাড়া লিখ্‌তে জানি না কিন্তু দোতালা করিছি—নগদ বিশ হাজার টাকা, মাগের গায়ে গহণা বোঝাই। হিংসে করলে কি হবে দাদা ও সব নসিবের আঁচড়, কপালের জোর।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(প্রথম দৃশ্য)

অন্তঃপুর।

(রমা ও হরিপ্রিয়া)

(সম্মুখে জলখাবার)

হরি। কি করবে দিদি, যা গেছে তা ত আর ফিরে পাবে না ? একটু জল খেয়ে নাও ভাই—

রমা। জানি দিদি, কিন্তু বুকের ভেতর যে জ্বলে যাচ্ছে, কি খাবো ! সেরা জিনিষ যে খেয়েছি দিদি। আমার মৃত্যু হলোনা ? (কাঁদিতে লাগিলেন)

হরি। আমার মাথা খাস্ বোন খেয়ে নে (সরবতের বাটী প্রদান)

রমা। (হাতে লইয়া) এই দুঃখ রইলো তাঁর সেবা কর্ত্তে পাল্লুম না ; কত দুঃখ নিয়ে গেছেন, তাঁর এত শীগ্গীর যাবার ইচ্ছা ছিলনা—তাঁকে জোর করে নিয়ে গেছে (ক্রন্দন)

হরি। সব শুনিছি বোন, এখন ছেলেটার মুখ চেয়ে তোর চখের জল মুছ্‌তে হবে।

রমা। রাক্ষসি আমি দিদি, আমার ছেলে বলনি ওকেও খেয়ে ফেল্‌বো—

হরি। বালাই ! বালাই ! বাছা আমার চিরজীবি হয়ে ভোগ করুক। এই টুকু খেয়ে নাও ভাই—

রমা। (পান করিয়া) আর যে কিছু খেতে ইচ্ছা করেনা দিদি।

হরি। না খেয়ে কত দিন থাক্‌বে বোন। ছেলেটার আশা ভরসা তোমায় নিয়ে ত ?

রমা। ঠাকুর পোর আর ছোট বৌয়ের হাতে ধরে দিয়ে গেছ্‌লেন, তারা আমার বাছাকে বিনা অপরাধে ত্যাগ করলে !

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। জগৎ যদি ত্যাগ করে করুক, মা তোমার আশীর্ব্বাদে,

আমি সেই জগৎকে, আবার আপনার করে নেবো; কিন্তু মা তোমার চোখে জল দেখলে, আমি যে অস্থির হয়ে পড়ি। মা! (বক্ষে মুখ লুকাইলেন)

রমা। না, বাবা, আর কাঁদবনা। শুনলুম তুমি নাকি, তোমার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীদের অপমান করেছো।

বিমল। ব্রাহ্মণ! না, তারা ব্রাহ্মণ নয়; তা যদি হতো, তা হলে তারা পুত্রের বক্ষে সর্ব্বনেশে অবিশ্বাসের বীজ বপন করতে আস্‌তো না।

রমা। তা হক বাবা, তবু তাঁরা ব্রাহ্মণ, আমাদের শ্রেষ্ঠ, নারায়ণ যাঁদের পদ চিহ্ন সাদরে বুকে ধরে ছিলেন।

বিমল। দুঃখত সেই জন্যে মা। সেই পবিত্র ব্রাহ্মণের বংশ—ধরেরা এসেছেন মায়ের বিপক্ষে ছেলেকে উত্তেজিত কর্ত্তে।

রমা। তাঁরা ঠিক বলেছেন, বাবা আমার এই শোকা তাপা শরীর, মাথার ঠিক নাই। তারা কি অবিশ্বাস কর্ত্তে বলেছে, তারা সাবধান হতেই বলেছে; তারা ত ভালর জন্যেই বলেছে বাবা। যা হবার হয়ে গ্যাছে তাঁদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রো। তোমার চারি দিকেই শত্রু, জেনে শুনে কেন বাবা শত্রু বৃদ্ধি করছো।

বিমল। মা তুমি যখন বল্‌লে তখন তাই ক'রবো। কিন্তু মা তুমি যে ভাবে ওদের দেখ্‌ছো ওরা ততটা সরল নয়। দ্যাখো মা, লুনা গ্রামে যেতে হবে, তিনকড়ি বাবু বিশেষ করে বলে গেছেন, তাঁর পুত্রের অন্ন প্রাশন, আমি না গেলে বড়ই দুঃখিত হবেন।

রমা। যাবে বৈকি বাবা; যখন তারা তোমার প্রজা তখন যেতেই হবে।

(বিমল বাবুর প্রস্থান)

দিদি আমি একটু শুইগিয়ে, গাটা বড় ঝিম ঝিম কচ্ছে।

(প্রস্থান)

হরি। এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে মন ভাঙ্গাতে অনেক দেরী। যেমন ছেলে তেমনি মা। আমাদের ত ছেলে পুলে রয়েছে, এত দরদ ত জানিনা!

(চারু বাবুর প্রবেশ)

চারু। কতদূর গো?

হরি। মোটেই এগুতে পারিনি। তিনটীই সমান, তবে একেবারে হতাশ হইনি; ধীরে—তাড়াতাড়ী করলে সব ফস্‌কে যাবে।

চারু। তুমি একেবারেই অপদার্থ। এত সময় পাচ্ছো, আর একটা মাগীকে বাগাতে পাল্লে না? হতুম আমি মেয়ে মানুষ, একদিনে উল্‌টে দিতুম—

হরি। বটে—

চারু। না চ'টুনি, তবে এটা যত শীগ্‌গীর পার চেষ্টা করবে। ছোঁড়া টের পেলে, রক্ষে রাখ্‌বেনা।

হরি। তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমও গে; আমার কাজ আমি করবো; সেজন্য মাথা ঘামাবার কোন আবশ্যক নেই। এখন চল, অনেক ক্ষণ হলো; কেউ শুনে ফেল্‌তে পারে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(কাৰ্ত্তিক বাবুর প্রবেশ)

কাৰ্ত্তিক। না, ও উকীলকে বিশ্বাস নেই, ও সব কর্ত্তে পারে; শেষে একটা আইনের প্যাঁচে ফেলবে, আর নিজে বে মালুম সরে পড়্‌বে, জড়িয়ে পড়বো আমি। নীহারকে না নিয়ে এলে সুবিধে হচ্ছেনা, শালা উকীল যখন তখন মাগের সঙ্গে কি পরামর্শ করে। গিন্নি না এলে সঠিক সংবাদ পাবো না—

(রমাবতীর প্রবেশ)

মা একটা কথা বল্‌ছি। তোমার খুড়ী সেখানে একলা রয়েচেন, এখানেত তুমি আমায় আট্‌কালে, তা হলে তাকে কি আন্‌বো—

রমা। বাবা তুমি আবার জিজ্ঞেস কচ্ছো; আমি ত সেই কথা

বল্‌বার জন্যেই আসছিলুম। বিমল ও কাল দুঃখ করে গ্যাছে, বলে দাদা মশায় আমায় পর ভাবেন।

কার্ত্তিক। না মা, তোদের কি পর ভাবতে পারি? তবে আজই শেষ রাত্রে যাব, কাল বৈকাল নাগাত নিয়ে আস্‌বো—

(উভয়ের প্রস্থান)

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল, দিবা রাত্র ফুস ফুস্থনি; ও বাবা! তোদের ভেতর এতো? তোরা না বাবুর আত্মীয়? বাবা, গোপাল বেঁচে থাক্‌তে সুবিধে হবে না; মলে যা ইচ্ছা ক'রো। আমরা ছোট লোক বটে কিন্তু অল্পে সন্তুষ্ট; তোদের মতন ভদ্রলোক হওয়ার চেয়ে, ভগবান যেন চির জন্ম এমনি ছোট ঘরে পাঠান। মাষ্টার মশায়কে বলতে হবে। তিনি ভিন্ন বাবুর আমার কেউ নেই। ও বাবা! ভদ্র চামড়া গায়ে দিয়ে সয়তান এসে বাবুর স্কন্ধে ভর করেছে (পরে যোড় হস্তে) মা মুখ রাখিস্।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(তারা চাঁদের শয়ন কক্ষ)

(তারা চাঁদ)

তারা। কোথায় গো, কি মাথা মুণ্ড যে কচ্ছেন তার ঠিক নাই। (নলিনীর প্রবেশ) এই যে—কখন থেকে ডাক্‌ছি—

নলিনী। ছোট বৌকে ঔষুধ খাওয়াচ্ছিলুম, বড় জ্বর হয়েছে। ডাক্‌লে কেন?

তারা। বসনা, দুটো একটা কথা কই—

নলিনী। একটু খানি অপেক্ষা করো, বৌটার বড় জ্বর দেখে এসেছি।

তারা। তবে এলে কেন? আমার কাছে এলেই যাহোক একটা ছুতো নতা করে পালিয়ে যেতে পাল্লেই বাঁচো—

নলিনী। (হাসিয়া) তোমার ঐ কথা। স্বামীর কাছে থাক্‌বো এর চেয়ে আর আমাদের সুখ কি? তবে যদি দয়া করে অনুমতি দাও ত যাই—

তারা। শোন, তুমি দিন দিন অবাধ্য হচ্ছো; শুনলুম আমার বাপ মায়ের সহস্র অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে, তাঁদের অপমানিত করে, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কর্‌ছো—

নলিনী। কৈ জ্ঞানতঃ কখন পিতা মাতার অপমান ত করিনি? কি করিছি বলনা—

তারা। তাঁরা তোমায় বিমলের ছায়া মাড়াতে নিষেধ করেছিলেন—

নলিনী। তাই ভালো, কিন্তু তাঁরা ত পুত্র কন্যার পিতা মাতা, তাঁরা ত বুঝেন, স্নেহ ভয়ের মাথায় পদাঘাত করে ইপ্সিত স্নেহাস্পাদের মস্তক কোলে তুলে নেয়। এখন ত অনেক কমিয়েছি? কখন দু দশদিন বাদে দেখ্‌তে যাই। প্রাণটার ভেতর কেমন করে ওঠে, থাক্‌তে পারিনা—

তারা। (বিদ্রুপ স্বরে) সে বিদ্বান্‌, রূপবান্‌, আর আমি মূর্খ কুরূপ, না?

নলিনী। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ধর্ম্ম শুনছো? সতী রাণী, নীরবে সহ্য কচ্ছিস? গুরুর গুরু স্বামীর বিদ্রুপ তুই হতভাগিনী নারী সহ্য কচ্ছিস? পৃথিবী নড়ছে না? ভূমিকম্প হচ্ছে না? আকাশ ভেঙ্গে আমার মাথায় পড়ছে না—

(সবেগে প্রস্থান)

তারা। চলে গেলো! আচ্ছা, আগে দান পত্র লিখিয়ে নিই তার পর দেখ্‌তে পাবে, জুতো মেরে বার করে দেবো।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। দেখ্‌লিত বাবা? বড় বাড়িয়েছে। তোকে যখন অমন করে বলে গেলো, আমাদের ত কথাই নেই। যা হোক একটা কর বাবা।

তারা। এই যে মা—বাবাকে ডেকেছি, আসুক, তার পর প্রতিকার কচ্ছি। আমার মুখের উপর কথা—

(শশী বাবুর প্রবেশ)

শশী। তারা ডেকেছিস্ কেন ?

তারা। বাবা সেই দান পত্র খানা লেখা হয়েছে ?

শশী। না হয়নি, শীগ্‌গীর লিখে দেওয়াচ্ছি।

তারা। মা শুনলে ত, কদ্দিন থেকে বলছি। বেশ, যা খুসি কর।

লক্ষ্মী। দাওনা বাবু লিখে, বৌটা বেরোক। ওর জ্বালায় মান সম্ভ্রম যে সব যায়।

শশী। হ্যাঁ লিখে দিচ্ছি। তারা, কাল একবার তোকে সদরে যেতে হবে, বিমলের নামে নালিশ রুজু কর্ত্তে। সঙ্গে হরি যাবে বুঝলি, আর দেরী নয়।

তারা। আমি পারবোনা, তোমার শ্যামকে পাঠাও।

শশী। সেটার দ্বারা হবে না, তুই যা বাবা ; এতো তোদেরি ভালর জন্য করছি।

তারা। আচ্ছা যাব কিন্তু ওটা কালই চাই।

শশী। হবেরে, তাই হবে। এই নে কাগজ পত্র গুলো রেখেদে।

(কাগজ পত্র প্রদান)

(লক্ষ্মী এবং শশীর প্রস্থান)

তারা। (পাঠ করিয়া) বিমল, এইবার তোমার উপদেশের চূড়ান্ত শোধ হবে। ওগো ও ঝি ! বড় বৌকে পাঠিয়ে দেতো। তারপর শ্যামচাঁদকে দেখ্‌তে হবে, সে বিষয় ওরা ভার নিয়েছে, বেশী ভাব্‌তে হবেনা।

(নলিনীর প্রবেশ)

(দেখিয়া) কাল সহরে যাব, কাপড় চোপড় গুলো বার করে রেখো, বুঝ্‌লে, তোমার বিমলের নামে নালিশ কর্ত্তে এই দেখ হ্যাণ্ডনোট।

(হ্যাণ্ডনোট প্রদান)

নলিনী। (পাঠ করিয়া) তবে অতটা ধর্ম্মে সবে না। ক্ষমতা যখন সীমার উপর উঠে যায় তখন সে পড়ে, পড়তেই হবে।

ভাইয়ের উপর ভাই অত্যাচার কর্‌তে পারে, আর আমি তা দাঁড়িয়ে দেখতে পারবো না ? অসহ্য হয় আত্মহত্যা করবো (হ্যাণ্ডনোট ফিরাইয়া দিল)

তারা। তাকে গিয়ে সাবধান করোনা। দেখানই অন্যায় হয়েছে, এখুনি হয়ত বলে দিয়ে আস্‌বে।

নলিনী। নিশ্চয়, শুধু বলা নয়, যাতে রক্ষা পায় তার উপায়ও করবো (পরে আপন মনে) বলবো না ? একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গের উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, একটা খাদ্যের উপর অসংখ্য খাদকের দৃষ্টি পড়েছে, বোলবো না ? প্রাণ-পণশক্তিতে বাঁচাবার চেষ্টা করবো, তারপর মায়ের ইচ্ছা।

তারা। (হাসিয়া) আদালত তা বুঝ্‌বে না। ভাল উকীল দেবো, আর পরশু এমন সময় হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বলবো, ডিক্রী পেয়েছি।

নলিনী। মানুষের আদালতে তাই হবে ; কিন্তু সেরা আদালতের বিচারও একটা আছে, সে বড় ভয়ানক। এর সাজা জেল, কিংবা অর্থ দণ্ড, না হয় দ্বীপান্তর, কিন্তু তার সাজা নিত্য নূতন কঠোর।

তারা। ধর্ম্মত সব করবে ! যাও, ধর্ম্মের নাড়া দিতে হবেনা।

নলিনী। পতঙ্গ জানে, যার রূপ দেখে সে মোহিত হয়ে আলিঙ্গন কর্ত্তে যাচ্ছে, তা থেকে আর ফিরবে না। সেটা সে বেশ বুঝে, কিন্তু তথাপি সে যায়। নষ্টের পথে যখন মানব যায়, সর্ব্বনাশ তখন বন্ধু হয়, সদ্‌যুক্তি, সদুপদেশ কেঁদে ফিরে আসে ; এখনও বোঝ, ও পথে যেওনা —

তারা। না যাবে না ? ওকে ভিক্ষে কর্‌তে দেখে, তোমার পরামর্শ শুন্‌বো।

নলিনী। সে হয় না, তাঁর বিচার বড় কঠিন, নিজের দর্প নিজেই চূর্ণ করেছেন। হয়ত নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌বে,

(পরে পদদ্বয় ধরিয়া) যেওনা প্রভু, দুদিনের জন্যে আসা, বিবাদ করোনা—

তারা। আঃ ছাড় (পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া) যাও নিজের কাজে যাও। (প্রস্থান)

(নলিনী একদৃস্টে চাহিয়া রহিল পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য।

তিনকড়ি বাবুর সজ্জিত বহির্বাটী।

বিমল, অভয় মাস্টার, তিনকড়ি এবং গোপাল।

তিন। (যোড়হস্তে) আমার গৃহ পবিত্র হলো, আপনার পদার্পণে আমি ধন্য হলুম—

বিমল। ধন্য হবার কোন কারণ নেই তিনকড়ী বাবু। মানুষ মানুষের বাড়ীতে এসেছে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি যদি অমন করে বলেন—

তিন। সে কি কথা বড় বাবু! এ আপনার ঘর। অনেক ত্রুটী হবে, অভয় বাবু দেখ্‌বেন। আমি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

মাস্টার। বিমল, ভাল বোধ হচ্ছেনা। ভেতরে যেন কি একটা কাল-ছায়া দেখ্‌ছি। ওই যা ভেবেছি—

(গাহিতে গাহিতে একদল নর্ত্তকীর প্রবেশ)

(বিমল ঘাড় হেঁট করিয়া বসিলেন)

গীত।

তখন নয়নে নয়নে মিলিল
(যখন) প্রেমিকা মরে বিরহ ব্যথায়—
ছট্‌ফট্ করে প্রেমিক সেথায়—
কি জানি ভাই কাহার কৃপায়—
(যবে) মনোমত ধন উভয়ে পাইল।

কয় তারা, কত দুঃখের কথা,
জানায় দোঁহে, দোঁহের ব্যথা --
পরিশেষে দেখি পায়ে ধরাধরি—
যখন পূর্ণিমার চাঁদ গগণে ভাতিল।

মাষ্টার। বাঃ, বেশ, চমৎকার—

বিমল। (নিম্নস্বরে) মাষ্টার, ওদের যেতে বলো, ও কলুষিত মাতৃ-মূর্ত্তি আমি দেখ্‌তে চাইনা—

মাষ্টার। (নর্ত্তকীদের প্রতি) চল, বাবুর বড় মাথা ধরেছে ; উনি একটু বিশ্রাম কর্‌বেন।

১ম। আমরা ত চরণ সেবার জন্য এসেছি—

মাষ্টার। কি জান, উনি একটু নির্জ্জন প্রিয়—

৩য়। বেশত আমরা গোলমাল করবো না ; চুপটী করে সেবা কর্‌বো।

মাষ্টার। হুঁ, ওঁর অসুস্থ শরীর, দেখ্‌ছোনা কি রকম কচ্চেন ? যাও তোমরা—

৪র্থ। বেশ, উনি যদি যেতে বলেন তবে যাব। অনেক আশা করে বহুদূর হতে এসেছি।

মাষ্টার। আচ্ছা তার জন্যে ভয় কি, তোমরা এখন যাও। পুরস্কার পাবে তার জন্যে ভাবনা কি—

১ম। সামান্য অর্থের জন্য আসিনি—

বিমল। মাষ্টার, বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ? মারা এসেছেন ছেলেকে দেখ্‌তে। মা, মা কেন পরীক্ষা কচ্ছিস মা ?

১ম, নঃ। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

(সকলের পলায়ন ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাষ্টারের গমন)

বিমল। তিনকড়ি বাবুর অপরাধ কি ? মনে করে ছিলেন, বড় লোকের ছেলে আমি, এ সব না হ'লে চলেনা। তাই সাধ্যমত মনস্তুষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। অন্নপ্রাশনের মত ত কিছুই দেখ্‌ছি না ? কোন লোক জন নেই। এওত হতে পারে

আমায় বিদেয় করে অপর লোকেদের খাওয়াবেন, কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

(মাষ্টারের প্রবেশ)

মাষ্টার। বিমল, উঠে পড়ো। এখানে বেশীক্ষণ থাকা হবে না।

বিমল। তিনকড়ি বাবু তা হ'লে বড় দুঃখু কর্‌বেন। বেচারী এত আয়োজন করেছে ?

(তিনকড়ির প্রবেশ)

মাষ্টার। (তিনকড়ির প্রতি) তিনকড়ি বাবু, ওঁর শরীর টা তত ভাল নেই বেশীক্ষণ বিলম্ব কর্‌তে পারবেন না—

তিন। তাইতো, এখন ও যে কিছুই হয়নি।

মাষ্টার। যা হয়েছে তাই দিন, নচেৎ উনি বেশী বিলম্ব করতে পারবেন না।

তিন। (যোড়হস্তে) বড় বাবু, যদি কষ্ট করেছেন, দাসের উপর আর একটু দয়া করুন।

বিমল। মাষ্টার, কি করবো ? তাইতো, শরীরটা তত ভাল নেই—

মাষ্টার। না, বেশীক্ষণ নয়, আপনি যান, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

তিন। যা হুকুম করবেন। তবে অভয় বাবু, ঘণ্টা খানেক সময় ভিক্ষা কচ্ছি, এরই ভিতর এক রকম করে নিতে পারবো।

মাষ্টার। ঘণ্টা খানেক সময় ! তবে উঠুন বিমল বাবু—

(উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

তিন। (উভয়ের পদতলে পড়িয়া) বসুন, আমি পাঁচ মিনিটের ভিতরেই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

(প্রস্থান)

বিমল। মাষ্টার, আর কিছু সময় দিলেই হতো, গরীব মানুষ কষ্টে স্বষ্টে জোগাড় করেছে।

মাষ্টার। আর এক মিনিট সময় দিতুম না ; তাইতো, কই এখনও এলোনাতো, পাঁচ মিনিট প্রায় হ'লো—

বিমল। (হাসিয়া) এইতো সে গেলো, আর পাঁচ মিনিট বল্লেই

কি কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে হবে? আমার বোধ হয় আধ ঘণ্টার ত কমে নয়।

মাষ্টার। (গম্ভীর ভাবে) হুঁ (পরে আপন মনে) নিশ্চয় একটা দলের সৃষ্টি হয়েছে। তখনই বলে ছিলুম সঙ্গে অস্ত্র থাকা ভাল, লোক জন থাকা ভাল, এ যেন একটা কি রকম কাণ্ড হবার পূর্ব্ব লক্ষণ।

বিমল। মাষ্টার যে গম্ভীর হয়ে গেলে? ওই নাও, তোমার তিনকড়ি বাবু আস্‌ছেন।

(তিনকড়ির প্রবেশ)

মাষ্টার। তা হ'লে সব প্রস্তুত?

তিন। আজ্ঞে এক রকম করে এলুম।

মাষ্টার। (উঠিয়া) উঠুন বিমল বাবু, চলুন তিনকড়ি বাবু—

(সকলের প্রস্থান)

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। এখানেও সেই চুপি চুপি কথা। আবার বড় বাবুদের ইয়ারদের দেখ্‌ছি, বড় সুবিধে বোধ হচ্ছে না। এখন ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে পোঁছে দিতে পার্‌লে বাঁচি। একটা কথা শুন্‌তে পেলুম, ঠিক বুঝতে পাল্লুম না, যেন একটা অত্যাচার, কি এই রকম। যাক্, তা কি হবে? আর এ গ্রামের প্রজারা স্বর্গীয় কর্ত্তা বাবুর দয়াতেই বাস কর্ত্তে পেরেছে, তার ছেলের উপর অত্যাচার কর্‌তে পারবে? মাষ্টার বাবুকে ঈঙ্গিত করলেই হতো, বড় বউ-দিদি কত ভাবছেন, আসবার সময় বিশেষ করে সাবধান হতে বলে দিয়েছে, ভুল করলুম যে বাবু ওমনি খেতে গেলেন, তাইতো আমি না খেয়ে বাবুকে খেতে দিলুম? মাষ্টার মশায় আছে, কিছু ভাবতে হবে না। দেখি এদের ব্যাপারটা।

(প্রস্থান)

(সনাতন ও তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। যান, চলে যান, দেরী করবেন না সব সেখানে আছে। যাবেন আর তুলে নিয়ে আস্‌বেন। সেই খানেই হেমবাবুকে দেখ্‌তে পাবেন, ইসারা করবেন। বুঝলেন, যান।

(সনাতনের প্রস্থান)

প্রথম মতলব ফসকে গেল, এইবার দ্বিতীয় মতলব। এতে আর রক্ষা পাবার উপায় নেই; মাষ্টার বোধ হয় কিছু বুঝ্‌তে পেরেছে, তাই অত তাড়াতাড়ি কচ্ছে। মনে করেছেন, ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। একবারে যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে ছাড়বো। প্রথম সনাতন বাবুর আহম্মদের পরিবার লইয়া আগমন, দ্বিতীয় হেম বাবুর প্রতিবেশী-বর্গকে আহ্বান, তৃতীয় আমার মুসলমান পাইকের উত্তে-জিত করণ, চতুর্থ তাদের আগমন, পঞ্চম লগুড়াঘাত ক্রোড়ে যবনিকা পতন। মনে করে ছিলুম ওই বেটী-দের দিয়েই কাজ শেষ করবো। বেটীরা পাল্লে না। বল্লেই বা মা, চার কাল ঐ ব্যবসা করে আস্‌ছেন, আজ একেবারে মাতৃস্নেহ উথ্‌লে উঠ্‌লো। ভাগ্যিস্‌ দ্বিতীয় মতলব করেছিলুম, তা না হ'লে ছোট বাবুর কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাক্‌তোনা। মাষ্টার বড় হুঁসিয়ার, পাছে খাদ্যের সঙ্গে কোন কিছু মিসিয়ে দিই এই ভয়ে নিজের খাবার ওকে খাওয়ালে, তা আবার নিজে পরীক্ষা করে, হুঁসিয়ারি বার কচ্ছি। বাবার বাবা আছে, যাদু, বাবার বাবাও আছে—

(প্রস্থান)

(মাষ্টার ও বিমলের প্রবেশ)

মাষ্টার। চল বিমল, আর দেরী করা হবে না।

বিমল। আমিত প্রস্তুত হয়েই আছি। তিনকড়ি বাবুর সঙ্গে দেখা করেই বেরিয়ে পড়বো।

মাষ্টার। থাক্, অন্য দিন দেখা ক'রো, এখন চলো। আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে—

বিমল। তবে চল, গোপাল কোথায়—

মাষ্টার। আমার একবারেই স্মরণ ছিল না, ও গোপাল (পরে কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিলেন) কিসের একটা গোলমাল শুন্‌তে পাচ্ছিস্ বিমল—

বিমল। হ্যাঁ, ও কি ভয়ানকচিৎকার, ক্রমেই স্পষ্টতর শোনা যাচ্ছে।

মাষ্টার। বিমল, সাবধান! ঝড় আস্‌ছে, আমি যুদ্ধ ক'রবো। যখন দেখ্‌বি আমি শোবো, যে কোন উপায়ে নিজেকে রক্ষা করিস্, তোর এখন বেঁচে থাকা দরকার। তুই বেঁচে থাক্‌লে পৃথিবীতে অনেক কাজ কর্ত্তে পার্‌বি, আমার জন্যে ভাবিস্ না। আমার পরিবারদের দেখিস্, পালাস যে কোন উপায়ে হোক।

(লাঠি হস্তে প্রতিবেশীবর্গের প্রবেশ)

কি চাও তোমরা ?

সকলে। তোদের জান চাই, মার, শালাদের মার।

(সকলে মারিতে উদ্যত)

মাষ্টার। খবরদার মাথা রেখে যেতে হবে ; কি হয়েছে ?

১ম প্রতি। কিছুই যেন জাননা ? (পরে অন্য সকলের প্রতি) এই শালা বদ্‌মাস, আগে মার এই শালাকে—

মাষ্টার। আমায় মার তাতে ক্ষতি নাই ; (বিমলকে টানিয়া সম্মুখে আনিয়া) কিন্তু এই তোমাদের জমিদার, চেয়ে দেখো।

৩য় প্রতি। কোন কথা শুন্‌তে চাই না, ইজ্জতের দাম নিতে চাই, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি, আমাদের বেইজ্জত করেছে (পরে মাষ্টারকে) এই শালা বদ্‌মাস আহম্মদের পরিবার কোথায় ?

মাষ্টার। আহম্মদের পরিবার—

২য় প্রতি। গাছ থেকে পড়্‌লে যেহে, যাকে তোমার মনিব মোসাহেব দিয়ে জোর করে ধরিয়া এনেছে সে কোথায় বল ?

মাষ্টার। বুঝেছি—কিন্তু চেয়ে দেখো এই বালকের মুখের দিকে ; এর দ্বারা এ কাজ সম্ভবে—

সকলে। কোন কথা শুন্‌তে চাই না, মার শালাদের—

(সকলে মারিতে উদ্যত)

(বিমল বুক পাতিয়া উহাদের সম্মুখে বসিল)

বিমল। মার, আমার জীবন নিয়ে সুখী হও কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু হে প্রতিবেশীগণ ! এ কলঙ্ক মাথায় দিয়ে মেরোনা। আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না।

১ম প্রতি। মিথ্যা কথা, ও কথা বিশ্বাস করতে চাই না। মার (পুনরায় সকলের মারিতে উদ্যত ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

১ম নর্ত্তকী। হতে পারে না, আগে আমাদের মার তার পর এঁকে মারবে। কি আশ্চর্য্য, তোমাদের না জমিদার বুক পেতে বসে আছেন তোমাদের সম্মুখে ? উচিত তোমাদের ওঁর পায়ে ধরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করা ; তা না করে একটা বালককে মারবার জন্য উদ্যত হয়েছো—

২য় প্রতি। কোন কথা শুন্‌তে চাইনা, মার।

(নর্ত্তকীগণ বিমলকে ঘেরিয়া রহিল)

১ম প্রতি। সরে যাও, আমরা জানানার গায়ে হাত দোব না, না যাও আমাদের বাধা হতে হবে।

৩য় নর্ত্তকী। আগে আমাদের মেরে ফেল—

সকলে। তবে তাই হউক (লগুড়াঘাত ও তিন চারিজন নর্ত্তকীর পতন, পুনরায় মারিতে উদ্যত, অভয় মাষ্টার হুঙ্কার দিয়া এক জনের লাঠি কাড়িয়া লইলেন)

অভয়। যখন নারী হত্যা করেছো, তখন আর নিস্তার নাই (লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন ও ২।৩ জন প্রতি বেশী আহত হইয়া পড়িল)

(তিনকড়িকে লইয়া রক্তাক্ত কলেবরে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। থাম (সকলে নিরস্ত হইলেন) শোন, তোমাদের নায়েবের ষড়যন্ত্র তার মুখ থেকেই শোন।

(পরে তিনকড়িকে পদাঘাত করিয়া) বল শালা মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলবো—

তিনকড়ি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বলছি মেরোনা।

প্রতিবেশীগণ সকলে। মেরে ফেলবো বলশালা—

তিন। ছোট বাবুর পরামর্শ মত আমি এই কাজ করেছি, বড় বাবু এর কিছুই জানেন না, দোহাই সত্যি বল্‌ছি—

মাষ্টার। কোথায় আহম্মদের পরিবার কোথা ?

তিনকড়ি। চল বাবা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—

মাষ্টার। যাও গোপাল ওর সঙ্গে যাও, তাঁকে নিয়ে এসো।

(উভয়ের প্রস্থান)

(মাষ্টার আহত প্রতিবেশীদের ও নর্ত্তকীদের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ও অন্যান্য প্রতিবেশীবর্গ নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিল)

(তিনকড়ি, গোপাল, এবং আহম্মদের পরিবারের প্রবেশ)

আহম্মদ। (স্ত্রীকে জড়াইয়া ধরিয়া) বল ত গুলি কি হয়েছিলো।

বিমল। সত্যি বলো মা, তোমার এ ছেলেকে কখন দেখেছো—

আঃ প। মেরি জান, আমি শুনিছি শুধু নায়েবের পরামর্শে এই কাজ হয়েছে—

সক, প্রতি। হুজুর (বিমলের পদতলে শুইয়া পড়িল)

মাষ্টার। এখন হুজুর কেন, যদি ফিরে যাই এর শোধ হাড়ে হাড়ে দেবো। তোমরা না মুসলমান, যদি বাঙ্গালি হতে আক্ষেপ থাক্‌তো না, এঁরই না পিতা তোমাদের ঘর বেঁধে বাস কর্ত্তে দিয়েছিলেন, আর্থিক সাহায্য করে তোমাদের স্ত্রী পুত্র বাঁচিয়ে ছিলেন ? দুর্ভিক্ষের কথাটা মনে করে দেখো, এঁরই

পিতা দোর দোর ঘুরে তোমাদের কত প্রকার সাহায্য করেছিলেন। তাঁরই পুত্রকে তোমরা একটা মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে হত্যা করতে এসেছিলে—

সকলে। দোহাই হুজুর, এ যাত্রা রক্ষা করুন, আপনারা পিতা মাতা, দোহাই হুজুর—

বিমল। ভাই সব, তোমাদের কোন দোষ নেই; তোমরা যেমন শুনেছো, তেমনি করেছো, এতে কোন অপরাধ দেখ্‌তে পাই না। তোমরা ওঠ, আমি তোমাদের আশ্বাস দিলাম, কোন চিন্তা নেই—

মাষ্টার। এই তোমাদের মনিব, চেয়ে দেখ, বোঝ এত করুণা, এত দয়া তোমাদের উপর—

সকলে। অপরাধ হয়েছে বাবু (পরে মাষ্টারের পদতলে পড়িয়া) আপনিও ক্ষমা করুন।

মাষ্টার। (উহাদিগকে উঠাইয়া) উঠ ভাই সব, তোমাদের মনিব যখন ক্ষমা করেছেন আমি ত তাঁর চাকর। (পরে বিমলের প্রতি) আসুন বিমল বাবু, অনেক রাত হয়েছে। গোপাল, তুমি তিনকড়িকে নিয়ে এসো—

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(রমাবতী ও হরিপ্রিয়া)

রমা। বিশ্বাস করতে পারবো না, এ মিথ্যা অপবাদ, শত্রুদের মিথ্যা রটনা, আমার ছেলে এ কাজ কর্বে?

হরি। তাইতো দিদি দুধের ছেলে সে, তবে তোমার বেয়াই বলছিলেন তিনি অনেক অনুসন্ধান করে ছিলেন—

রমা। তা হ'বে, অসম্ভব ত দুনিয়ায় নেই! এখনও ঠিক বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছি না, তা যদি হয়, তাহ'লে আর উপায় নেই—

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কি শুন্‌লে বাবা—

কার্ত্তিক। কি আর বল্‌বো মা, আমি নিজে তার কাছে গেছ্‌লুম।

রমা। কি বল্‌লে সে, তা হলে জনরব সত্য—

কার্ত্তিক। আর কি বল্‌বো, বিমলের দোষ কি? ছেলে মানুষ, ওই মাষ্টারই ওকে নষ্ট করলে।

রমা। আর কেন? স্বামী গেছেন, একটী আশায় বুক বেঁধে ছিলুম তাতেও ছাই পড়লো—

(বেগে প্রস্থান ও সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকের প্রস্থান)

হরি। ধরেছে, এইবার আগুণ দাউ দাউ জ্বল্‌বে! যাই একটু বাতাস দিই গে।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। যদি স্বচক্ষেও দেখ্‌তুম তবুও বিশ্বাস কর্ত্তুম না, নিশ্চয়ই একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিন্তু দাদা মশায়, জ্যাঠামশায় ত মিথ্যা কথা বল্‌বেন না; তাঁরা যে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন, স্বকর্ণে শুণে এসেছেন, তাইতো কিছুতো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

(নীহারের প্রবেশ)

বিমলা। দিদি কি করবো, কি হবে ভাই।

নীহার। ও অমন সকলের হয়, আবার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুধরে যাবে।

বিমলা। না দিদি, তুমি একবার বল যে ও সব মিথ্যা রটনা। বল দিদি তাহ'লে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হই—

নীহার। হ্যাঁরে ও মিথ্যা কথা, তা ওর দোষ দেখি না। ছেলে মানুষ, শুনলুম তোমার দাদা মশায়ের কাছে, ওর সঙ্গে সব বদ্‌সঙ্গি জুটেছে। কে একজন মাষ্টার না কে আছে, সে বড় সর্ব্বনেশে লোক।

বিমলা। না দিদি, ওঁকে সে ভায়ের মত দেখে।

নাহার। ওই ত ভাই, ওই টুকু যদি না দেখায়, তাহ'লে বিমল মজবে কেন, তুই ভাবিস নে।

বিমলা। তাহ'লে সত্যি? না আর থাক্‌বো না এ মতি যখন ওঁর হয়েছে, তখন সোনার সংসারে আগুণ লেগেছে পরিণাম যা তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, চক্ষে কেন দেখি। এই বেলা বিদায় নিই।

(রমা, কার্ত্তিক, চারু, হরিপ্রিয়া ও তিনকড়ির প্রবেশ)

(বিমলা ঘোমটা দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন)

রমা। সত্য বল তিনকড়ি, তাঁর খেয়ে মানুষ হয়েছো, তিনি তোমায় পুত্রবৎ স্নেহ কর্ত্তেন, সত্য বল্‌বে—

তিন। মা আপনার কাছে মিথ্যা বল্‌বো না, তবে বড় বাবু যদি শোনেন?

রমা। তাঁর মায়ের অভয় পাচ্ছো তবু তাঁকে ভয়? সত্যি বল কি হয়েছে—

তিন। মা আপনার পদস্পর্শ করে বল্‌ছি (পদস্পর্শ করিয়া) শুনুন, ওঁরা ত গেলেন, গোপাল আর মাষ্টার আমায় চুপি চুপি বল্‌লে একাজ করতে হবে। আমি শুনেই কাণে আঙ্গুল দিলুম, অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম গোপাল তুমি না ওঁদের খেয়ে বুড়ো হয়েছো, আর তার ফল স্বরূপ একটা পবিত্র বংশে এই পাপ ঢুকুচ্ছো? এই না শুনে মাষ্টার আর গোপাল দুজনে মিলে আমাকে মার; মরে যেতুম মা, এই দেখুন, (চিহ্ন দেখাইলেন) তার পর আমায় বেঁধে রেখে গোপাল নিজে গেলো! শেষে যখনপ্রজারা ক্ষেপে লাটী নিয়ে এলো, বাবুকে মারে—অনেক নুন খেয়ে ছিলুম, সেই জন্য নিজের জীবনের আশা ত্যাগ করে তাঁদের মিথ্যা কথা বলে নিরস্ত করলুম, সত্যি মা, এর এক বিন্দু মিথ্যা নয়।

রমা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যাও তিনকড়ি! তোমার কিছুভয় নাই।

(তিনকড়ির প্রস্থান)

তাইতো, একি কল্লি মা, অভয়, ছেলের চেয়ে তোকে যে বেশী ভাল বাসতুম—

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। সে ছেলের চেয়েও বেশী কাজ করে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়েছে। একি মা, তোমার এ ভাব দেখ্‌ছি কেন ?

রমা। বিমল, তুমি আর ছেলে মানুষটী নও, বিষয় পেয়েছো, বন্ধু পেয়েছো, সুখে সংসার করো ; আমি এখানে থাক্‌বো না। শেষে এই বৃদ্ধ বয়সে আরও অনেক শুনতে হবে, দেখ্‌তে হবে, আমি কালই যাচ্ছি—

বিমল। সেকি, তুমি কোথায় যাবে মা ? কি হয়েছে—

চারু। এই জন্যেই কি আমাদের এনেছিলে ? মনে মনে এই সব মতলব যদি ছিল তা হ'লে আমাদের মাথা হেঁট কর্‌তে এনে ছিলে কেন—

বিমল। আপনারা কি বলছেন, কিছুতো বুঝ্‌তে পারছি না। কি হয়েছে মা ?

কার্ত্তিক। লজ্জা কচ্ছেনা ? আবার জিজ্ঞাসা করছো কি হয়েছে ? চরিত্র এতদূর হীন করেছো ?

বিমল। দাদা মশায়, আপনার পায়ে ধরে (পায়ে ধরিল) বল্‌ছি কি হয়েছে কিছুই জানিনা।

কার্ত্তিক। (সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া) ছুঁস্‌নে, তোকে স্পর্শ কর্ত্তে ঘৃণা করে।

(বেগে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। দাদা বাবু পালিয়ে আসুন, পালিয়ে আসুন, আমি ভিক্ষে করে খাওয়াবো। বিদ্রোহ, দাদাবাবু চারি দিকে ষড়যন্ত্র। এঁরা সর্ব্বনেশে লোক, এদের নিশ্বাসে বিষ আছে, মাকে কু মন্ত্রণা দিয়ে তাঁর মন হতে তোমাকে সরিয়ে দিয়েছে—

কার্ত্তিক। কি ? যত বড় মুখ তত বড় কথা— (মারিতে উদ্যত)

বিমল। (বাধা দিয়া) গায়ে হাত দেবেন না : গোপাল, বুঝেছি। মাষ্টার বল্‌তো, বিশ্বাস করিনি ! এখন বুঝেছি—

হরি। (কাঁদিয়া) দিদি এই সব অপমান কর্‌বার জন্য এনেছিলে ?

বিমল। জ্যাঠাই মা, এই কি আপনার উচিৎ, একটা সংসারকে এ ভাবে নষ্ট করছেন।

চারু এত বড় স্পর্দ্ধাতোমার, আমার স্ত্রীকে অপমান কর্ত্তে আসো ? কার্ত্তিক ধরতো।

(উভয়ে মারিতে যাইলেন)

গোপাল। (বাধা দিয়া) বাবুর গায়ে হাত পড়্‌লে রক্ষা থাক্‌বে না। বুড়ো হয়েছি বটে কিন্তু এখনও তোমাদের মত দু'দশটা শয়তানকে শেষ কর্‌তে পারি—

বিমল। মা দেখ্‌ছো ? এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছো না—

রমা। দেখ্‌ছি বৈকি ? অধঃপাতে গ্যাছো ; যাও, আর তোমার মুখ দেখ্‌বো না। আর গোপাল, কি বল্‌বো, আজ তিনি বেঁচে নেই, তোমার বাবুর রাজত্ব, তা না হ'লে তোমায় কুকুর দিয়ে খাওয়াতেম—

গোপাল। মা বুঝ্‌তে পাল্লেন না।

(প্রস্থান)

(বিমল ও বিমলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বিমল। তাই হোক মা, এ মুখ আর দেখাবো না, বড় দুঃখ রৈলো। (পরে বিমলার নিকট যাইয়া) বিমলা, সকলে ত্যাগ করলেন, তুমিও কি ত্যাগ কর্‌বে ?

বিমলা ! ছিঃ, তুমি তাই আবার এসেছো, আমি হ'লে আত্মহত্যা কর্ত্তুম— (প্রস্থান)

বিমল। (বসিয়া পড়িল) হাঃ ভগবান—

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। ঠিক, এখন ভগবান ভিন্ন উপায় নেই, কিছু ভেবোনা দাদা—

বিমল। দিদি এসেছো, তুমি কি বিশ্বাস করেছো ?

নলিনী। আমি ! বিশ্বাস করেছি ! দেবতার চেয়েও তোমার চরিত্র নির্ম্মল। দেখাও, প্রমাণ করে দাও, যারা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে তা'দের মুখ থেকে সত্য কথা বার করো ; তবে জান্‌বো তুমি আমার ভাই। তবেই জান্‌বো ঈশ্বর আছেন, নচেৎ তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে ধর্ম্মের উপরে প্রতিশোধ নেবো —

বিমল। (উঠিয়া) তাই করবো, দেখি ধর্ম্মের জয় হয় কিনা।

নলিনী। ওঠো, মরিয়া হ'য়ে, ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস রেখে, তোমার পূণ্য চরিত্রের আলোক দিয়ে, অন্ধকার নাশ করো—

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

(অভয় মাষ্টারের গৃহ)

(মাষ্টার ও প্রফুল্ল)

প্রফুল্ল। ক'দিন থেকে দেখ্‌ছি, তোমার মুখে হাসি নেই। যেন সদা সর্ব্বদাই কি ভাব্‌ছো, বল্‌বে না ?

অভয়। ভাব্‌ছি অনেক (আপন মনে) ছোঁড়ার ভালর গতিক নয় ; তাইতো, ঘরে বাহিরে শত্রু—

প্রফুল্ল। কি বকতে আরম্ভ কল্লে, ওগো বলনা, কখনও তো ও রকম ভাব্‌তে দেখিনি। ছেলেদের অসুখ হয়েছে, যায়, কিন্তু তোমায় কখনও ভাব্‌তে দেখিনি। কতদিন ছেলেরা ক্ষিদেয় কেঁদেচে কিন্তু তোমার মুখে একটু বিষাদের কালিমা দেখিনি, একটু ভাব্‌তে দেখিনি —

মাষ্টার। এতদিন তো ভাবনার কিছুই ছিল না—ছেলেদের ভাবনা তাঁর উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম ; এ যে অপরের ভাবনা, নিজে তার ভার নিয়েছি তাই এত ভাবছি—

প্রফুল্ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চেঁচিয়ে ওঠো, আহারে শয়নে ওই চিন্তা।

সদা সর্ব্বদাই কেবল চিন্তা, আমার ভয় হয় একটা অসুখ বিশুখ কর্‌বে না তো—

মাষ্টার। (আপন মনে) ক'দিনের জন্যে আসা, এর ভেতর বিবাদ, আত্মীয় বিচ্ছেদ, ঝগড়া কেন ? গোপাল আস্‌ছে না কেন ? ঘর শত্রুর জন্যে রাবণ রাজা মারা গিছ্‌লেন ; যাক, আর ভাব্‌তে পারিনি, গিন্নি শোন আমি গাই।

গীত।

(ও) তোর কব কত গুণের কথা—
মা হ'য়ে তুই বুঝলি না'ক, ছেলের দুঃখ মরম ব্যথা ॥
(ওমা) বুঝেছি এবার মনে মনে,
তোর দোষ নেই মা কোনখানে,
মোরা ভুগি আপন কর্ম্মগুণে,
কর্ম্ম ফলের বিষমগুঁতা।

প্রফুল্ল। এবার ভাত বাড়ি, তুমি এসো—

(প্রস্থান)

মাষ্টার। চল যাচ্ছি (বিমলের প্রবেশ) একি ! অসময়ে, এই রৌদ্রে, ছিঃ—

বিমল। (মাষ্টারকে জড়াইয়া ধরিয়া) মাষ্টার আমার সব গেল ; আমায় মা ত্যাগ করেছেন, স্ত্রী ত্যাগ করেছেন, কাকা বাবুরা ত্যাগ করেছেন, কোথায় যাব মাষ্টার (কাঁদিতে লাগিল)

মাষ্টার। সেকি ! মা ত্যাগ কর্‌লেন ? কি পাগলের মত বক্‌ছো—

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। সত্যি মাষ্টার বাবু, মাকে দুষ্ট পরামর্শ দিয়ে তাঁর মনটাকে এক রকম করে দিয়েছে, আজ এত দিন চাকরি কচ্ছি, যে মায়ের মুখে কথাটী শুনিনি, সে মা আমার বিনা অপরাধে প্রাণে ব্যথা দিলেন—

মাষ্টার। দাঁড়াও ভেবে দেখি, তা'হলে অধর্ম্মের জয় হলো ? কি করবো বিমল ; ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। এটা ঠিক

জেনো বিমল, যত দিন আমি থাক্‌বো ততদিন সহজে শত্রুরা কিছু কর্ত্তে পারবে না। মার মনটা ও রকম করে দিলে! তাইতো, ওই টাই ভয়ের কথা। গোপাল, মার কথায় দুঃখ করোনা, ওঁর শরীর একে শোক তাপে জর্জ্জরিত, তার উপর শয়তানের কুচক্র, আমার বোধ হয় দু'দিনেই কেটে যাবে, তখন নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পারবেন। চল বিমল। আর দেখ, এতটা নিরাশ হয়ো না, তোমার মায়ের উপর বিশ্বাস হারিও না, আবার সব ফিরে পাবে, এস।

(সকলের প্রস্থান)

(প্রফুল্লের পুনঃ প্রবেশ)

প্রফুল্ল। তাই তো, চলে গেলেন! বাড়া ভাত পড়ে রইলো হয়ত— আজ সমস্ত দিন কিছুই খাবেন না।—

(প্রস্থান)

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শশীবাবুর বাটীর অন্দর।

(শশীবাবু ও লক্ষ্মী)

শশী। গিন্নি, ঘরোয়া বিবাদ বেধেছে, আমাদের আর ভাব্‌তে হবেনা, এবারে মনের আশা মিট্‌বে—

লক্ষ্মী। বেধেছে খুব বেধেছে, মায়ে পোয়ে মুখ দেখাদিখি নেই, আবার বৌটাও বিগ্‌ড়েছে, তুমিও না ডিক্রী পেয়েছো—

শশী। হাঁ অনেক কষ্টে, শালা মাস্টার কি কম বেগ দিয়েছিলো? ভাগ্যি হরি বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের নিয়ে গিয়েছিলো? তা না হ'লে মোকদ্দমা খারিজ হোয়ে ছিল আর কি? শীগ্‌গীর ঘটী বাটী বেচ্‌বো।

লক্ষ্মী। সেত সব ভগবানের কৃপায় হলো; এইবার বৌটাকে ভিটে থেকে বার করে দাও, তাহলেই নিশ্চিন্ত—

শশী। আমি একটা ভাব্‌ছি। দেখ লক্ষ্মী, তুমি ও বাড়ীতে যাও, দরদ জানাও; যেন মাগি তার টাকা গুলো নিয়ে শীগ্‌গীর কোথাও চলে যায়। কি জানি, হয়ত আমি ক্রোক দিতে গেলেই মাগী টাকা দেবে, বুঝ্‌লে গিন্নি—

লক্ষ্মী। আচ্ছা, সে আমি করে নিচ্ছি। মাগি এক-রকম হোয়ে গেছে, ওকে যা বল্‌বো তাই করতে হবে—

শশী। মাগীর হাতে নগদও বিস্তর আছে। কিন্তু সে চারু-উকীল আর কার্ত্তিক নেবে এই বন্দবস্ত করেছি। অতগুলো টাকা বাইরে যাবে? দেখি একবার হরির সঙ্গে পরামর্শ কোরে— (প্রস্থান)

লক্ষ্মী। কেমন? এইবার বড় বৌ পাঁচজনের একজন হও? অহ-

ঙ্কারে মট মট কোত্তে, ছেলের গুমরে মাটীতে পা দিতে না ; ভগবান তো আছেন, অত দর্প সহ্য করবেন কেন ?

(প্রস্থান)

(শ্যামচাঁদের প্রবেশ)

শ্যাম। শালারা ফাঁকি দিয়ে টাকা নিলে ? আমাকে ঠকিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয় বাবা, দেখতে পাচ্ছ না যে সহর থেকে গুণ্ডা আনতে পাঠিয়েছি, আগে দাদাকে না ঠিক করলে কিছুই সুবিধা হবে না। (চপলার প্রবেশ) কেমন আছ ?

চপলা। একটু ভাল আছি। বুকে বড় বেদনা, তেমন চল্‌তে পাচ্ছিনা।

শ্যাম। তবে উঠে এলে কেন ?

চপলা। দু'দিন দেখিনি, দিদি বল্‌লেন এঘরে আছ তাই দেখ্‌তে এলেম—

শ্যাম। অত মায়া দেখাতে হবে না, যাও! দু'দিন দেখ নাই, প্রাণ যায় আর কি ? (প্রস্থান)

(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চপলার প্রস্থান)

(নলিনার প্রবেশ)

নলিনা। অসহ্য, অসহ্য—তবুও তাকে ইষ্ট গুরুর মত ভাব্‌তে হবে, না ভাব্‌লে অনন্ত নরক। হে দয়াময়, আমি অনন্তকাল নরক ভুগ্‌বো তবু এই পাপ সংসারে থাক্‌তে চাই না। মাও ত্যাগ কর্‌লেন ? ভগবন, বিষয় দিও যারা তা চায়। একটু স্নেহের ভিখারি, চার অর্থের জন্য তাকে কণামাত্র স্নেহ হোতে বঞ্চিত করলেন। এখনও তারা দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে ? যারা অধর্ম্মকে মাথায় নিয়ে, যাবতীয় দুষ্কার্য্য করে, একটা সংসারে আগুণ লাগিয়ে দিলে, এখনও তারা হাস্‌ছে ? কোথায় মা তুই ? এত কাতর প্রার্থনায় ডাক্‌ছি, কোথায় তুই ? কে শুন্‌বে ? সে যে নিদ্রিতা, তাই আজ অবলার অশ্রুজল সম্বল হোয়েছে, তাই আজ সতীর দীর্ঘ নিশ্বাসে পৃথিবী জ্বলে যাচ্ছে না, তাই যে নারী পূজিতা, সে আজ

বিনা অপরাধে পদদলিতা কুক্কুরীর মত খানিকটা ঘেউ ঘেউ চিৎকার কোরে ঘরের কোণে আশ্রয় নিচ্ছে।

(তারাচাঁদের প্রবেশ)

তারা। একলাটী যে এঘরে রয়েছো—

নলিনী। বোসে একটু ভাব্‌ছি—

তারা। কি ভাব্‌ছো—

নলিনী। ভাবছি ঢের, ভাবছি মানুষের কথা ; চখের সাম্‌নে দেখ্‌ছে কাল তার পিতা রাজত্ব করে গেছেন, দু'দিন আগে তার পিতামহ রাজত্ব করেছেন, এখন সে রাজত্ব কচ্চে, তবু বুঝ্‌ছে না এ কারুর মৌরুশী নয়, সব ঠিকে বিলি—

তারা। আমাকে হচ্ছে বুঝি—

নলিনী। না, শুধু তোমাকে কেন ? জগতের লোকের কথা বল্‌ছি। পশুরা হিংসা করে, তাদের বিচার শক্তি নেই বোলে ; কিন্তু মানুষের ত বিচার শক্তি আছে ? এরা হিংসা করে কেন।

তারা। এখন একটু সময় হবে কি ভাই : একটু দরকার আছে।

নলিনী। এত আদর কেন—

তারা। আদর তো চিরদিনই করি, তুমিত বোঝ না—

নলিনী। বুঝি বৈকি, যাক্, তোমার দরকারটা কি শুনি—

তারা। এমন কিছু নয়, তবে ঐ যে বলেছিলে তোমার বিষয়টী আমায় দান পত্র করে দেবে, অনেক দিন খাজনা পোড়ে আছে, নালিশ না কর্‌লেতো আদায় হবেনা ? মিছামিছি লোকসান হচ্ছে—

নলিনী। তাই অত আদর ! তা আমি বুঝিছি ; কিন্তু এখনও হাতে আছো তাই মুখের উপর বল্‌লে কথা কও না, থাক্ ও আমারি থাক, কোন্ দিন বিদেয় কোরে দেবে তখন কি ভিক্ষে কর্‌বো—

তারা। সেটা তোমার বিশ্বাস হয়—

নলিনী। আগে হতো না। তবে যেদিন থেকে আপনার ভাইকে

পথে বসাবার মতলব করেছো, সেই দিন থেকে সে বিশ্বাস হয়েছে।

তারা। আমায় তুমি এতটা নীচ মনে করো? অর্থের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ কর্‌বো? বিশেষত তুমি রূপবতী, গুণবতী—

নলিনী। তা না হলে ত্যাগ কত্তে, কেমন? যদি নিজের স্ত্রীকে তোমরা গুণবতী রূপবতী দেখ্‌তে, তা'হলে বারবিলাসিনীর সংখ্যা কোমে যেত।

তারা। যাই, যখন দেবেনা তখন আর কি কর্‌বো, বলে ছিলে দেবো তাই চাই ছিলুম—

নলিনী। বলেছিলুম যখন তখন তোমার ভিতরে এ দৃশ্য দেখ্‌তে পাইনি। তখন জান্‌তুম তুমি সাধারণের চেয়ে উঁচু।

তারা। এখন কি বুঝেছো?

নলিনী। এখন—থাক, সে কথা বড়ই অপ্রিয় শুনাবে—

তারা। কি আর বাকি রেখেছো? পশু, মূর্খ, সবই তো বলেছো, ও কথাটাও না হয় শুনি।

নলিনী। শুন্‌বে তবে, এক কথায় বলি, অর্থের জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে তোমরা লোকের গলায় ছুরি দিতে পার (তারাচাঁদ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন) রেগে না হয় খুন কর্বে, এই পর্য্যন্ততো, কিন্তু আমি দিবানিশি যে জ্বালায় জ্বলছি, সে মৃত্যু যন্ত্রনারো অধিক, তবুও সত্য কথা বল্‌তে ছাড়বোনা (পরে আবেগ কম্পিত স্বরে) তাই করো, খুন করো, আমায় বাঁচাও, আত্মহত্যা মহাপাপ হতে আমায় উদ্ধার করো; তবু জান্‌বো স্বামীর মত একটা কাজ কর্‌লে—

তারা। আমার ঐ ব্যবসা কিনা? খুন করি আর তার পর ফাঁসি যাই; আমায় কি কষাই মনে কল্লে—

নলিনী। থাক ও সব কথা, এখন আমি যাই। মনে রেখো, আমি আমার বিষয় তোমায় দেবোনা (আপন মনে) চাচ্ছে

যখন, দিই ; কি হবে ঝঞ্ঝাট রেখে, আচ্ছা সই কোরে দিই।

তারা। (উল্লাসে) তাই তো বলি ও সব ঠাট্টা কচ্ছিলে— (কাগজ কলম প্রদান)

নলিনী। (সহি করিয়া) তা যদি বোঝবার ক্ষমতা থাক্‌তো ? না না ও সব ঠাট্টা কচ্ছিলুম, এই নাও, (কাগজ প্রদান)

তারা। কালই একবার সহরে যেতে হবে, রেজেষ্ট্রীটা কোরে দেবে।

নলিনী। আচ্ছা যাবো—

(প্রস্থান)

তারা। ঘাসে মুখ দিয়ে তো চরি না যে বুঝ্‌তে পারবো না ? রেজেষ্ট্রীটা হোয়ে যাক তার পর বোঝা যাবে—

(শশীর প্রবেশ)

বাবা, সইটে বাগিয়ে নিয়েছি, এইবার রেজেষ্ট্রী হলেই সব হয়। তা যেতে রাজিও হয়েছে, কালই যাবে।

শশী। বেশ বাবা। এদিগে মাগিতো চল্লো।

তারা। কে বাবা ?

শশী। তোর জ্যেঠাই মা। নগদ যা কিছু নিয়ে চলে যাবে, আর আমরা সেই সময়ে ক্রোক দেবো, বুঝ্‌লি ? টাকা দিতে পার্‌বে না, আমরাই ডেকে নেবো। এখন মাষ্টারকে সরাতে হবে, একটা যুক্তি ঠিক কর্‌ দেখিন।

তারা। মশা মার্‌তে হবে তার আবার চিন্তা ? আচ্ছা, আমি শীগ্‌গীর ঠিক কচ্ছি— (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রমাবতীর কক্ষ।

(অবিনাশ)

অবি। না বাবা, এর ভেতর আমি নেই। দেখে শুনে তো অবাক হ'য়ে গেছি, বাবা মায়ের আক্কেল কি—সুখে থাক্‌ আমার

চাক্‌রি, এ রাজভোগে, এ রাজসুখে আমার অরুচি হ'য়ে গেছে; কালই সাহেবকে বোলে কোয়ে চাক্‌রিটী নিতে হবে। বাবা আমার উপর রাগ কোরেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে নরকের পথে যাচ্ছি না বোলে। আমার জন্য কচ্ছেন! কি কোচ্ছেন—আমার জীবনটীকে অশান্তি ভোগ করাবার জন্য চমৎকার উপায়! আহা! ছোড়াটার যদি এই বিষয় আশয় না থাক্‌তো, তা হ'লে সুখী হ'তো; ওর জন্যে চখে জল আসে; বাবা ওকে দেখে ভুলে গেল না? উল্‌টে সর্ব্বনাশ কোর্‌লে? না বাবা! আমি বিষয় চাই না, আমি ঐ পোনের টাকা মাইনে চাই; কেউ আত্মীয় খোঁজ নেবেন না—কারুর নজরে পড়্‌বো না। বাবা চটেন, উপায় নেই; মা রাগেন, রাগবেন। ওঁরা ব্যস্ত আছেন, এই সময় সরে পড়ি। বিমল! কি কোর্‌বো ভাই! আমার উপর রাগ করিস্‌নে, আমি পাহাড় ঠেলে উঠ্‌তে পার্‌বোনা—

(প্রস্থান)

(কার্ত্তিক বাবু ও নীহারের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। যেই ঘুমুবে, অমনি আস্তে আস্তে হাত বাক্সটী সরিয়ে নেবে—চারুর মাগ যেন টের না পায়—

নীহার। ও মাগি বড় ধড়িবাজ, ওকি ঘুমুবে—আমায় ও শতবার বেচ্‌তে পারে, তায় আবার উকীলের মাগ—

কার্ত্তিক। এক কাজ কোর্ত্তে পার? একটা গুড়ো দেবো, যদি কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে পার?

নীহার। সে আমি পার্‌বোনা, ও ধরে ফেল্‌বে।

কার্ত্তিক। মাগি, শুনেছি খুব পান খায়, একটু মিশিয়ে দিয়ে খাওয়াতে পাল্লেই হলো, দেখো—যেমন কোরেই হোক কর্ত্তেই হবে!

নীহার। পান খায় বটে, গন্ধ টন্ধ পাবে না তো ?

কার্ত্তিক। কিছু নয়; পানের সঙ্গে মিশিয়ে ডিপেতে রেখে দেবে একটা চিহ্ন কোরে, চাইলেই বার কোরে দেবে। এমন ভাবে দেবে, যেন মোটেই সন্দেহ না করে—তবে এই কথা রইলো। আমি প্রত্যেক ষ্টেশনে নাম্‌বো, যখনই ইসেরা কোর্‌বো, তখনি তোমায় নিয়ে নেমে যাবো। গিন্নিকেও পার যদি একটু খাইও। তা'হলে আর ভাব্‌তে হবেনা।

নীহার। কেউত সন্দেহ কর্ব্বে না ?

কার্ত্তিক। সন্দেহ কে কোর্ব্বে ? তোমরা থাক্‌বে মেয়ে গাড়িতে আমরা থাক্‌বো পুরুষ গাড়িতে। আমি উকিলকেও খাইয়ে রাখ্‌বো। যে ষ্টেশনে তুমি ইসারা কর্‌বে, তোমায় নিয়ে নেমে আস্‌বো, সকলে মনে কর্‌বে, এই ষ্টেশনেই এদের গন্তব্য পথ। তার পরের ট্রেনেই একাবারে কাশী কি বৃন্দাবনে। এখন চল কেউ দেখ্‌লে সন্দেহ কোর্‌বে, তবে ঐ কথাই রইলো।

নীহার। হ্যাঁ। সেই গুড়ো কোথায় ?

কার্ত্তিক। চলো দিচ্ছি। (উভয়ের প্রস্থান)

(হরিপ্রিয়ার প্রবেশ)

হরি। কেবল মাগ ভাতারে পরামর্শ, ওরাও আছে দাঁও মারবার-চেষ্টায়। এত দিনের পর শেষ হলো। মাগীকে কি কম ভাঁড়াতে হয়েছে ? অনেক টাকা—খুব সুখে থাক্‌বো। আবার বিমলাকে বলিছি রেলে যেতে হবে, গহনা গুলো খুলে রেখো। অনেক গয়না।

(চারুবাবুর প্রবেশ)

চারু। মাগির সব নম্বুরে নোট ছিল, অনেক কৌশল কোরে খুচরো করে দিলুম—ও তো আমাদেরি সুবিধে হবে।

হরি। তা'তো হবে, এ দিকের কি কোর্‌লে ?

চারু। তুমি ঐ ছুঁড়িকে আর মাগিকে কোন রকমে খাইয়ে রাখ্‌বে, তারপর যে রকম পরামর্শ আছে। হ্যাঁ দেখ, একটু শীগগীর কোরে বেরবার চেষ্টা কোরো, বিমলের অসুখ করেছে, হাজার হোক ছেলে ত—অসুখ শুন্‌লে হয়তো মাগি যাবে না।

হরি। এইবার সব ফস্‌কে যায়, তাই তো, কি করি? গিন্নি প্রথম থেকে বেশ উৎসাহে প্রস্তুত হচ্ছিল কিন্তু কাল থেকে দেখ্‌ছি যেন একটু মন মরা।

চারু। সে কার্ত্তিকের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, ছেলের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেই এমন উত্তর দেবো মাগী একবারে মরিয়া হ'য়ে যাবে।

হরি। তা হলে আমি যাই, শীগ্‌গীর যাতে বেরোয় তার চেষ্টা করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নেপুর প্রবেশ)

নেপু। চোরের উপর বাট্‌পাড়ি করতে হবে, ওরা দু'জনে দু'জনকে গুঁড় খাইয়ে ঘুমিয়ে রাখ্‌বার মতলব করেছে, যখন সকলেই ঘুমুবে সেইসময়ে বাক্‌সটী নিয়ে সরে পড়্‌বো। আবার সব খুচরো নোট, ধরা পড়বার ভয় নেই; বেশ মজা, নেপু তোমায় আর গোলামী কর্ত্তে হবে না—

(প্রস্থান)

(রমাবতীর প্রবেশ)

রমা। আজ ত্রিশ বৎসরের পর এই বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে, এই ঘর এই দোর প্রত্যেকটী যেন আমার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে, এদের সঙ্গে ত্রিশ বৎসর একত্র বাস করেছি—প্রথম যখন আনন্দের বাজনার সঙ্গে এই গৃহে নব

বধূর বেশে এসেছিলুম তখন কি জান্‌তুম, এমনি দুঃখ মনস্তাপ নিয়ে এই ঘর দোর ছেড়ে বেরুতে হবে। তারপর মা গেলেন, বাবা গেলেন, শেষ স্বামীও গেলেন ; একটা ছেলে, তার মুখ চেয়ে বুক বেঁধে ছিলুম কিন্তু দুঃখ যখন দেবে নারায়ণ, তখন কি একসঙ্গেই সব দিতে হয় ? মানুষ পার্‌বে কেন তা সহ্য কর্‌তে ? আজ ক'দিন দেখিনি, ছাতের উপর সকাল থেকে বোসে বোসে কাটিয়েছি একবার দেখবার জন্যে। জলস্পর্শ করেনি, বাছা আমি না খাওয়ালে খেতনা! কে জানে হয় তো কিছুই খায় নাই, বড় অভিমানি সে, হায়! কি করলুম আমি মা, না হয় ছেলের উপর রাগ করেছি, আর তোরা যার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছিস উচিৎ নয় একবার খোজ করা, আমাকে বলা ? প্রাণটার ভেতর কেমন কচ্ছে—উদ্দেশই পাইনি। তোরা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছিস না, মা কার জন্যে এত কাতরা ? স্বামী, স্বর্গে থেকে দেখো, তুমি বলে গিছ্‌লে অভিমানি পুত্রের উপর রাগ কোরনা, আমি পাষাণী তোমার শেষ কথা রাখ্‌তে পাল্লুম না—

(বিমলার প্রবেশ)

রমা। বৌমা, বিমল তোমার সঙ্গে দেখা করেছে ?

বিমলা। না মা—

রমা। এই অ্যাতদিন দেখা করেনি ?

বিমলা। না—

রমা। কবে দেখা হয়েছিল—

বিমলা। যে দিন আপনি রাগ করেন সেই দিন দেখা হয়েছিল—

রমা। কি বলেছিল—

বিমলা। বলেছিলো, সকলে আমায় বিনা অপরাধে ত্যাগ করলে তুমিও কি ত্যাগ করবে—

রমা। কি উত্তর দিয়েছিলে—

বিমলা। উত্তর দিয়েছিলুম—"তুমি তাই আবার এসেছো, আমি হোলে আত্মহত্যা কর্‌তুম"—

রমা। ছিঃ, সে না তোমার স্বামী, প্রত্যক্ষ দেবতা—আমি মা—তাকে মার্‌তে পারি, অভিমান কর্ত্তে পারি কিন্তু তোমরা কি সূত্রে তার উপর এমন অত্যাচার কর্‌ছো ? তাই বুঝি বাছা আমার অভিমান কোরে আছে, এত বড় হোয়েছে কিন্তু এখনও সে শিশুর মত মায়ের উপর আবদার করে। আমি রাক্ষসী তাই বালকের উপর রাগ করে ছিলুম। সে প্রত্যেকের নিকট পরিত্যক্ত হয়েছে। জান বৌমা, তোমার বহুতপস্যার জোরে এমন স্বামী লাভ করেছিলে—না না, আমি যাবনা, তার হাত দু'টী ধরে মাপ চাইবো। ক'দিন দেখিনি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যারা তার চাকরের চাকর তারা পর্য্যন্ত একবার খোঁজ নেয়না—

(ক্ষ্যান্তের প্রবেশ)

ক্ষ্যান্ত, আমার নাম করে একবার বিমলকে ডেকে নিয়ে আয়ত —

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। মা, আমি এইমাত্র আস্‌ছি। আমরা কি নিশ্চিন্ত হোয়ে আছি ? আমরা কি তার পর ?

রমা। কি বল্‌লে।

কার্ত্তিক। মাষ্টারের বাড়ীতে দু'জনে খাচ্ছে, আমায় দেখেই তো অভদ্রোচিৎ গালাগালি, কি করবো মা, তবু বল্লুম বিমল তোমার মা রাগ কোরে রয়েছেন এস, পায়ে হাতে ধর, তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন। শুনেই মাষ্টার বল্লে, যা মাগী যেথা যাচ্ছে যেতে বল্‌গে যা। তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলে বল্লে ও মার মুখ দেখ্‌বো না। আমি অনেক বোঝা-

লুম, দিদির কথাও বল্লুম কিন্তু কে শোনে মা ? মদ খাচ্ছে আর কুৎসিৎ হাস্য পরিহাস কচ্ছে—

রমা। মদ ও খেতে শিখেছে কেমন বাবা, আর কি দেখ্‌বো ? মনে করে ছিলুম যাবনা, কিন্তু আর বিলম্ব নয় এই মূহুর্ত্তেই বেরুতে হবে। কি জানি হয়তো মদের নেশায় এসে সে অপমানও কত্তে পারে। বাবা সব প্রস্তুত করে নাও, আমি এই দণ্ডেই বেরুবো। যাও বৌমা দু'টী খেয়ে এসো—

কার্ত্তিক। আর একবার নাহয় যাই, কাজ নেই, মা লোকে আমাদের দুষ্‌বে—বল্‌বে বুড় মিনসেরা রয়েছে, মাকে বোঝাতে পাল্লে না—

রমা। দোষে দুষুক, আমি থাক্‌বো না, তোমরা যদি না যাও একলা বেরুবো—

কার্ত্তিক। সে কি মা আমরা যাবোনা কেন ? তবে ছোঁড়াটা বর-বাদে যাবে—

রমা। তা যাক্, উচ্ছন্ন যাক্ ; তৈরি হয়ে নিন, আমি এখনই বেরোবো।

সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(বিমলের বৈঠক খানা)

(রুগ্ন শয্যায় বিমল ও পার্শ্বে মাষ্টার)

মাষ্টার। দু'দিন একভাবে পড়ে আছে, জ্বর কিছুতে কম্‌ছে না। এত ডাক্তার দেখ্‌ছে জ্বরটা কমাতে পাচ্ছে না (পরে উর্দ্ধে চাহিয়া) মা, দু'নিয়া ত্যাগ করেছে, তুই কৃপা কর, তুই ত জানিস্ বিনা অপরাধে সকলের স্নেহ হোতে বঞ্চিত হোয়েছে।—(উত্তেজিত হইয়া) তা'যদি হয়

যদি অকালে এই বালককে হত্যা করিস্ তা হলে আমিও ছাড়বো না, এ হত্যার প্রতিশোধ নেবো (পরে গায়ে হাত বুলাইয়া) একটু কমেচে বোধ হচ্ছে না, বিমল ও ভাই !

বিমল। (ক্ষীণস্বরে) বড় তেষ্টা পাচ্ছে—

মাষ্টার। (দুধ খাওয়াইয়া) এখন কেমন বোধ কচ্ছো—

বিমল। (ক্ষীণস্বরে) একটু ভাল, মা কোথায় ?

মাষ্টার। ঘুমও ভাই, মা আস্ছেন, এই মাত্র চলে গেলেন— (ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন) কথা কয়েছে, আজ দুদিনের পর কথা কয়েছে। (প্রফুল্লিত হইয়া) মা মুখ রেখেছিস্। তা কি তুই পারিস ? একটা লোকের জন্য এত গুলো লোকে কাতর প্রার্থনায় ডাক্‌ছে তাকি তুই ঠেলতে পারিস।

(গোপালের প্রবেশ)

(গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া) গোপাল, বিমল কথা কয়েছে—জ্বরটাও কমেছে, তুমি আর একবার যাও ডাক্তারকে বলে এসো।

গোপাল। নারায়ণ (কাঁদিয়া ফেলিল, পরে) মাষ্টার বাবু, দু'দিন উপোস করে আছেন, মুখে একটু জল দিন।

মাষ্টার। দোবো বৈকি, যেদিন বিমল উঠে জল খাওয়াবে, সেই দিন খাবো, নচেৎ এই উপসেই চলে যাবে। তুমি যাও—

(গোপালের প্রস্থান)

চোকটা বুজে আস্‌ছে, গোপাল আসুক ওকে বসিয়ে একটু ঘুমুবো, গোলমাল হচ্ছে কেন ?

(শশী, তারা, শ্যাম, হরি, বেলিফ ও পেয়াদার প্রবেশ)

গোলমাল কর্‌বেন না ; একটু ঘুমিয়েছেন—

হরি। না, গোলমাল কর্‌বে না—এখানে নিলেম হবে, (বেলিফের প্রতি) নিন্ মশায় আপনার কাজ করুন।

অভয়। যদি গোলমাল কর, তা'হলে বুঝতে পারবে মাষ্টার শত হস্তির বল ধরবে।

বিমল। (উঠিয়া পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে) মাষ্টার এঁরা কারা ? ওঁদের বসতে বলো, বসুন আপনারা।

অভয়। এঁরা বস্‌তে আসেন নি, তোমার কাকাবাবু নিলেম কর্ত্তে এসেছেন।

বিমল। (ক্ষীণকণ্ঠে) কাকা বাবু, নিলেম কেন ? আমি বাঁচবোনা, দু'দিন অপেক্ষা করুন।

তারা। (পেয়াদার প্রতি) নাওহে, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি ?

বিমল। কে দাদা, দাদা ! আমার বড্ড অসুখ করেছে, একবার এসো, কাকা বাবু আসুন।

হরি। যাবেন না ছোট বাবু ও সব ছোঁয়াচে বেয়ারাম।

অভয়। হরি এখনও বল্‌ছি, রাগ বাড়িও না।

শ্যাম। কি ! আমাদের কর্ম্মচারীকে তুই অপমান কচ্ছিস ?

অভয়। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, এটা বিমল বাবুর গৃহ।

তারা। বিমল বাবুর ঘর বৈকি ? একটু অপেক্ষা কর, তারপর বুঝতে পারবি।

অভয়। সে যখন হবে তখন আস্‌বেন, উপস্থিত যান দেখ্‌ছেন তো আপনার ভায়ের এই অবস্থা।

তারা। আমরা যাবো তুই থাক্‌বি—মার শালাকে—(মারিতে উদ্যত)

অভয়। আর অপরাধ নেবেন না, আসুন—

বিমল। (ক্ষীণকণ্ঠে) মাষ্টার, মাষ্টার, কি কচ্ছো ?

(মাষ্টার নিরস্ত হইলেন)

বিমল। কাকা বাবু, তা'হলে নিলেম করুন।

(চক্ষু বুঝিয়া রহিলেন)

শশী। এই বারান্দায় সব বার করো।

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। (শশী বাবুর পায়ে ধরিয়া) ছোট বাবু জমিদারী ত সব

নিয়েছেন, বাড়ী খানা ছেড়ে দিন ; আমরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে চীর জীবন আপনার গোলামি করবো—

হরি। যা বিরক্ত করিস্‌নি, ছোট বাবু আসুন এই দিকে—

মাষ্টার। কাদের বল্‌ছো গোপাল, ওঁদের কি প্রাণ আছে! এই রুগ্ন শয্যায় শুয়ে ওঁদের ভাইপো, ওঁদের ভাই, দু'দিন অচেতন হোয়ে আছে, তা দেখে ওঁরা যখন নিলেম কর্ত্তে এসেছেন, তখন আর কাদের বল্‌ছো—

গোপাল। এই দুয়ারে দাঁড়ালাম, দেখি কার সাধ্য গৃহে প্রবেশ করে।

শ্যাম। বুড়ো, সরে যা, কেন মিছেমিছি প্রাণটা খোয়াবি! সোরে যা—

গোপাল। দাদা বাবু, বাবুর জন্যে যদি প্রাণটা যায়, সেতো সৌভাগ্যের কথা, যদি একটু কাজ কর্ত্তে পারি ; অনেক দিন নুন খেয়ে আস্‌ছি, প্রাণ তো সকলেরই যাবে, কিন্তু বাবুর জন্য প্রাণটা দিলে মনে একটু আনন্দ হবে, যে কর্ত্তব্য করে মলুম—

বিমল। গোপাল সরে এস, আমি বলছি—

(গোপাল সরিয়া যাইল)

শশী। নাও, এইবার বে'র করো (পেয়াদারা জিনিষ পত্র বাহির করিতে লাগিল)

(প্রজাগণ সঙ্গে ভৈরবী বেশে নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। এই দ্যাখ ; তোমাদের মনিব রুগ্নশয্যায়, মিথ্যা দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব নিলেম হয়ে যাচ্ছে, ক্রেতা তার খুড়ো! দেখ, যদি প্রাণ থাকে, চেয়ে দেখ—

সকলে। না, না তা দেখ্‌তে পারবোনা, ছোট বাবু আপনার সুদে আসলে কত টাকা হয়েছে—

হরি। তা শুনে তোরা কি করবি —

সকলে। আমরা দেবো—

হরি। পনেরো হাজার পঁচিশ সাড়ে তের আনা—

সকলে। এই নিন্ (টাকা দিল)

বিমল। (ক্ষীণকণ্ঠে) মাষ্টার ওদের টাকা দিতে বারণ কর—

১ম, প্রজা। বাবু, তা'হলে বড় দুঃখ হবে, আমরা জরু গরু বেচে এনেছি, বড় দুঃখ হবে—

বিমল। বাবা তা সত্যি, কিন্তু আজ না হয় উদ্ধার কর্‌লে, যখন নিত্য হ্যাণ্ডনোট তৈরি হবে, তখন কোথা থেকে পাবে? কাকা বাবু জমিদারী নিন্, ঘর দোর নিন্, কিছু দুঃখ নেই, কিন্তু কাকা বাবু আজ যা সুখ পেলুম, আপনি শত শত জমিদারী ক্রয়ে তা পাবেন না। দিদি—

নলিনী। এই যে ভাই, (কোলে লইয়া বসিল)

হরি। (বেলিফের প্রতি) কি করছেন্ মশায়? জানেন, এখুনি রিপোর্ট কর্‌বো, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা কোচ্ছেন।

২য় পেয়াদা। না হয় চাকরি যাবে, কিন্তু একাজ আমরা কর্ত্তে পারবো না। ছোট লোক হই বটে, তবু ঈশ্বরের দেওয়া একটা জিনিষ আছে যেটা ভদ্র লোকেদের থাকে না—

(বেলিফের প্রতি) বাবু চলে আসুন, ভিক্ষে করে খাবো, তবু আজ থেকে নকরির মুখে পদাঘাত করে দিলুম—

(বেলিফ ও পেয়াদাগনের প্রস্থান)

(সকলে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন)

হরি। চলুন আজিই সহরে যাচ্ছি, ওদের চাক্‌রি খেয়ে দিচ্ছি, আবার নূতন লোকজন নিয়ে আস্‌ছি।

(শশী, তারা, শ্যাম ও হরির প্রস্থান)

নলিনী। তাইতো বাবা, আবার অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লো যে—

মাষ্টার। যে রকম ব্যাপার হয়ে গেল, তাতে সহজ মানুষই অজ্ঞান হোয়ে যায়, ওতো দু'দিন শয্যাগত। গোপাল, যাও ডাক্তার নিয়ে এস।

(গোপালের প্রস্থান)

নলিনী। কি হবে বাবা (কাঁদিতে লাগিলেন)

মাষ্টার। মা এতেও কি ইচ্ছা হয় না যে, ঐ সব পাষণ্ডের গলায় ছুরি

বোসিয়ে দিই ? আজ একটু ভাল ছিলেন, আবার দেখ্‌ছি গা তেতে উঠ্‌লো, তাইতো—

(একটী লোকের প্রবেশ)

লোক। অভয় বাবু, গত শেষ রাত্রি হোতে আপনার ছেলেদের আর স্ত্রীর বিসূচিকা হয়েছিলো, বড় ছেলেটী মারা গেছে।

মাষ্টার। মা, মাথায় একটু জলপটী দাও। তা'হলে বোধহয় জ্বরটা কমে যাবে (পরে লোকটীর প্রতি ফিরিয়া) হ্যাঁ গেছে ? যাক, তুমি যাও, বাকী গুলির চিকিৎসা যদি হয়, চেষ্টা দেখো। (লোকটীর প্রস্থান)

নলিনী। বাবা, দেখ বড্ড জ্বরটা হোয়েছে—

মাষ্টার। (গায়ে হাত দিয়া) হুঁ তাই তো—

(গোপাল ও ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার, ভাইকে বাঁচাও, সর্ব্বস্ব দেবো, আমি তোমার চাকর হোয়ে থাক্‌বো—(কাঁদিতে লাগিলেন)

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) না ভয় নেই, ও একটা হঠাৎ উত্তেজনায় অমন হোয়েছে, এখনি জ্ঞান হবে—

(পরে মাষ্টারকে)

তোমার ছেলেটী মারা গেছে শুনলুম ?

মাষ্টার। আমিও শুনলুম, ডাক্তার আর একবার বল ভয় নেই—

(সেই লোকটীর পুনঃ প্রবেশ)

লোক। অভয় বাবু সব ক'টী গেছে, আপনার স্ত্রী ও যায় যায় হোয়েছে, একবার যাবেন না—

মাষ্টার। ডাক্তার আর একবার বল ভয় নেই—

ডাক্তার। (কাঁদিয়া) না এবার বল্‌ছি কোন—ভয় নেই—এই সব মহাত্মা যখন একে ঘিরে রেখেছেন, তখন আর কোন ভয় নেই। ছেলেরা মারা গেল, স্ত্রী যায় যায়, ভ্রুক্ষেপও নাই, আশ্চর্য্য !

মাষ্টার। ডাক্তার, আশ্চর্য্য কেন ? যিনি ছেলে দিয়েছিলেন তিনিই

নিলেন, এর আর আশ্চর্য্য কি ? তবে এ যে আমার স্ত্রীপুত্রের চেয়েও বাড়া, এর ভার যে আমি নিয়েছি—

ডাক্তার । ধন্য ! ধন্য, অভয় বাবু ! আপনার পবিত্র স্পর্শে আমিও ধন্য হলুম । (প্রস্থান)

বিমল । কৈ দিদি—

নলিনী । এই যে আমি ভাই…

বিমল । দিদি, মাষ্টার, আমায় বাঁচিও না বরং এমন একটা ওষুধ খাওয়াও যাতে আর জ্ঞান না থাকে ; ঘুমিয়ে বেস থাকি কিন্তু জেগে উঠ্‌লে সব মনে পড়ে যায় । মা, মা বিনা অপ-রাধে ত্যাগ কর্‌লি ।

নলিনী । দাদা, কেউ তোমায় ত্যাগ করেন নি, মা এই ছিলেন বাইরে গেছেন ।

বিমল । দিদি, বুঝতে পারিনি, মা আসেন নি, তোমরা মিথ্যা বোলে আমায় ভুলিয়ে দিচ্ছ । জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, মা যদি স্পর্শ কর্ত্তেন আমি টের পেতুম । দিদি, মাকে অনেক দিন দেখিনি, বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে—

নলি । তিনি এলেন বলে, আমরা তাঁকে তার করেছি—

বিমল । আস্‌বেন কি ? না, না দিদি ভগবান যেন তাঁর আসার আগে আমায় এ পৃথিবী হতে সরিয়ে দেন (কাঁদিতে লাগিলেন) তিনি যে মুখ দেখবেন না দিদি—

নলিনী । মার উপর কি অভিমান কত্তে আছে দাদা ; মা যদি অন্যায় রাগ করেন তবু পুত্র অভিমান কোর্ত্তে পারে না—

বিমল । দুঃখ এই, একটা গুরুতর মিথ্যা কলঙ্ক আমার মা, স্ত্রী আত্মীয় সকলে বিশ্বাস কর্‌লেন ।

নলিনী । ও সব কথা মনে কোরোনা ভাই ; একটু শোও—

মাষ্টার । তবু তুই চুপ করে রৈলি ? পাষাণি ! যদি এত কষ্ট দেবার জন্য সংসার তৈরি করেছিলি তবে নিজে এসে ভোগনা, দুর্ব্বল মানুষকে কেন ?

চতুর্থ দৃশ্য।

শশীবাবুর নিভৃত কক্ষ।

হরিধন।

হরি। এবার শালারা আছাড় খেয়ে পড়্‌বে, এতদিন চুরি জুচ্চুরি করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলো, তা ডাকাতি করিয়ে নিয়ে এলুম, আচ্ছা মৎলব করেছিলুম। আমি যে ডাকাতের সর্দ্দার, তা ব্যাটারা কিছুতেই জান্তে পারেনি, টাকাও অনেক করেছিলো ; এই ধরো তারকের টাকা আর গহণায়, মোট সাড়ে চোদ্দহাজার, হেমের নগদ ও গহনায় প্রায় দশহাজার, নুটুরও সর্ব্ব সমেৎ হাজার আষ্টেক হবে, বকরা দিয়ে প্রায় ত্রিশহাজার ঘরে তুলিছি। এ দিকের তো এক রকম হলো, কিন্তু পেয়াদা ব্যাটারা সর্ব্বনাশ করেছে। তাইতো জজ সাহেবের উদ্দেশ্য কিছু ত বুঝ্‌তে পাল্লুম না ; যেন একটু সন্দেহ করেছে, তা করুক। আর কাজকি ? এইবার সরে পড়্‌লেই আপদ চুকে যায় ; না এখন সরে পড়া হবে না—এই বার ছোট বাবুর কিছু মোটা রকম হাত করতে হবে—উনিও অনেক পয়সা করেছেন।

(শশীর প্রবেশ)

শশী। তাইতো হরি জজ সাহেব আবার উল্টো রায় দিলেন। আমার খট্‌কা লাগচে—

হরি। ও সব ভাববেন না আমি সব ঠিক করিছি—

শশী। কি ঠিক কোরেছো হরি—

হরি। বিমল বাবুকে আর মাষ্টারকে দুনিয়া হোতে সরিয়ে দেবো।

শশী। না, না অতটা পারবোনা।

হরি। সেকি ? এতদূর এসে ফিরে যাবেন, তাওকি হয়—

শশী। না হরি, কাজ নেই, আবার নূতন ফ্যাঁসাদে পোড়ে যাবো কাজ নেই—

হরি। তা'হলে কি আদালত ছাড়্‌বে ? ও যদি বলে ও সব জাল তা'হলে কি রক্ষে থাক্‌বে ? ওমনিই জজ সাহেব সন্দেহ কোরেছে—

শশী। তাইতো—তবে দেখো যেন আবার কেউ সন্দেহ না করে।

হরি। না, আপনি পাগল হয়েছেন ? আর একটা মজা হয়ে গেছে, তারক, হেম আর নুটুর বাড়ী ডাকাতি হোয়েছে ; এখনি আস্‌বে, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন ? কোন কথা কইবেন না। যা বলবার আমি বল্‌বো। ঐ যে দ্যাখা দিয়েছেন—গম্ভীর হোয়ে বসুন, (একটী খাতা লইয়া দেখিতে লাগিল)

(তারক, হেম, নুটুর প্রবেশ)

তারক। ছোট বাবু, সর্ব্বনাশ হোয়ে গেছে, আমাদের যা কিছু ছিলো কাল ডাকাতে সব নিয়ে গেছে—

হরি। তা উনি কি কর্‌বেন ?

নুটু। সেকি হরি ! উনি যদি না রাখেন তো এ সময় কে রাখ্‌বে ?

হরি। এখন যান, কাছারির সময় আসবেন কিছু দেওয়া যাবে।

তারক। হরি, এ সময় তামাসা করা কি উচিৎ ? ছোট বাবু, এখন পর্য্যন্ত কচি ছেলেরা দুধ পায়নি—

শশী। আমি কিছু দিতে পার্‌বোনা।

হেম। মারা যাবো ; অন্য হিসাবে না দ্যান মাইনের স্বরূপ কিছু কিছু দেন।

শশী। মাইনের স্বরূপ মানে ? তোমরা কি কাজ করেছিলে ?

হেম। কাজ করিনি, আপনি প্রতিশ্রুত ছিলেন চাকরি দেবেন, এখন দয়া কোরে না হয় ভিক্ষার স্বরূপ কিছু দেন।

হরি। যাও বিরক্ত কোরোনা ; চলুন ছোট বাবু ওঠা যাক্ (উভয়ে উঠিলেন)।

তারক। (শশীর হাত দুটী ধরিয়া) দয়া করুন, ছোট বাবু দয়া করুন।

শশী। (হাত টানিয়া লইয়া) যাও—(শশী ও হরির প্রস্থান)

তারক। ঠিক হোয়েছে, আমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনই প্রতিফল হোয়েছে, বিমল বাবু পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো শুনিনি, অথচ তার সর্ব্বনাশ কোরেছি। এতে কিছু দুঃখ কর্‌বোনা। নারায়ণ, ঠিক বিচার! আজ মনিবের মতন আমরাও রাস্তার ভিখিরী!! স্ত্রীপুত্র চখের উপর না খেতে পেয়ে মর্‌বে এ ও দেখ্‌তে হবে! খাসা বিচার!! চমৎকার!!!

(সকলের প্রস্থান)

(তারাচাঁদের প্রবেশ)

তারা। খুনকোর্‌বো তবে ছাড়্‌বো ; এত বড় বুকের পাটা ? আবার মাষ্টারকে বাবা বলা হয়েছে! যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকে মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে, এলেত হয়, অনেক মিথ্যা বলে ডেকেছি, আস্‌বেত বোলেছে, এলেই বুঝে নেবো।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলি। বুঝে নাও, আমি তো এসেছি!

তারা। এখন বলছি আমার কথা শোন, না হোলে খুন কোর্‌বো—

নলি। কি বল্‌বো, বিমল এখনও সেরে ওঠেনি—তা না হলে দেখাতাম যে, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না—তুমি ভয় কত্তে পার, তোমার টাকা আছে ভোগ কত্তে হবে, কিন্তু আমি কার মুখ চেয়ে মৃত্যুকে ভয় কর্‌বো ? কি ছিল কি হয়েছে! সোনার লঙ্কাপুরি বাঁদরের হাতে পোড়ে নষ্ট হোলো—

তারা। তবে রে—যত বড় মুখ (ছুরি বাহির করিলেন)

নলি। (ত্রিশুল উঠাইয়া) খবরদার। মর্‌তুম তো তোমারি হাতে মরতুম ; কিন্তু এখন নয়, তাকে তার রাজ্যের সিংহাসনে বোসিয়ে তবে মর্‌বো—

(প্রস্থান)

(শ্যাম চাঁদের প্রবেশ)

শ্যাম। বাবা মূর্ত্তি দেখে মূর্চ্ছা গেছলুম আর কি, হাতে ত্রিশুল, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা—গেরুয়া কাপড়, এলো চুল, বৌদিদি আমার ভৈরবী বেশ ধরেছেন। দাদা যে ভীতু, আমি হলে এক্‌বারে শেষ করতুম ; তবে এ মূর্ত্তি দেখেলে পাত্তুমনা বোধ হয়—

তারা। হ্যাঁরে তুই নাকি আমাকে যেখানে সেখানে গাল দিয়ে বেড়াচ্ছিস্ ? তোকে বারণ করে দিয়ে ছিলুম নয়—

শ্যাম। দাদা, তোমার চোক রাঙ্গানাতে আমি ভয় পাবো না, তোমায়ও বারণ করে ছিলুম, মনে নেই বুঝি—

তারা। বটে ! না মার খেলে তুই বুঝ্‌বি না, দাঁড়া—

(মারিলেন)

শ্যাম। এখনও কিছু বল্‌ছি না, কিন্তু এবার মার্‌লে আমিও ছাড়্‌বো না—

তারা। চোপরাও (মারিতে যাইলেন)

শ্যাম। এস আর খাতির নয়—

(উভয়ে মারামারি করিতে লাগিলেন কিছুক্ষণের পর তারাচাঁদ পড়িয়া গেল)

(শশী ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

শশী। (শ্যামচাঁদকে ধরিয়া) থাম পাজি, বড় ভায়ের গায়ে হাত ? (তারা উঠিয়া শ্যামচাঁদকে প্রহার করিতে লাগিল, লক্ষ্মী ছাড়াইয়া দিল)

লক্ষ্মী। বুড়ো হয়েছিস্, সাতছেলের বাপের বয়স হয়েছে, এখন ঝগ্‌ড়া কচ্ছিস—

তারা। ছাড়না, একবার ও কে দেখে নিচ্ছি। ভাই হ'লে কি হবে শালা পরম শত্রু।

লক্ষ্মী। ছি বাবা, তুমি না বড় ? তোমার মুখে ও রকম নীচ গালা-গালি—

শ্যাম। ছেড়ে দাও বাবা, ছাড় (জোর করিতে লাগিল)

লক্ষ্মী। কি করিস্ শ্যাম ? যা বাইরে যা। ওগো তুমি ওটাকে টেনে নিয়ে যাওনা—

শশী। বলি এরই মধ্যে হাতাহাতি ! তবু আমি বেঁচে আছি।

লক্ষ্মী। আদর দিয়েই, মাথা খেয়েছ—

শশী। আমি আদর দিয়েছি ? তুমিই ত ওদের লুকিয়ে পয়সা দিয়ে অধঃপাতে দিয়েছো—

তারা। বাবা, স্পষ্ট বলি শোন, হয় ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও, নয় আমি বেরোই, দুটোর একটা এখনই কর্ত্তে হবে।

শশী। সে পরামর্শ আমায় দিতে হবে না, যার যা ইচ্ছে হবে করবে, আমি কাকেও বাড়ী থেকে চলে যেতে বল্‌বোনা—

শ্যাম। তাহলে আজ থেকে আমি বাগানেই থাক্‌বো, যদি খরচ দাও বল, নাহয় অন্য চেষ্টা দেখ্‌বো—

(প্রস্থান)

তারা। তাই থাক, ও বাগানে যাক, পাঁচটা করে টাকা ফেলে দিও— (প্রস্থান)

শশী। লক্ষ্মী, এখন সাবধান হয়ে চল্‌তে হবে। এবার ভাইপো নয়, বৌ ঠাক্‌রুণ নয়, পুত্র ; ধনবান পিতার পুত্র—

পঞ্চম দৃশ্য।

সদর রাস্তা।

মাষ্টার।

মাষ্টার। আটটা পয়সা, নিদেন চার্‌টা পয়সা চাইই চাই। দুঘণ্টা ঘুর্‌ছি, কেউ একটা পয়সা দিলে না। জজ সাহেবের হুকুম জমিদারী থেকে একটা পয়সা কোন পক্ষ পাবেন না,

যতদিন না একটা কিছু নিষ্পত্য হয়। কোথাও ধার মিল্‌ছে না, কি হবে, যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছি, শেষে খেতে দিতে না পেরে আবার তার হাতে তুলে দেবো (উচ্চৈস্বরে) কে কোথায় আছেন চারটী পয়সার বিনিময়ে অসংখ্য পূণ্য সঞ্চয় করুন, কে কোথায় আছেন, চারিটী পয়সার জন্য আজীবন দাস কিনুন। কই কেউতো এলেন না ! চারদিন অনাহারী বেশী চল্‌বার শক্তি নেই হে মা শক্তি ! শক্তি দে, আজকের মত শক্তি দে, আর চাইব না, এই যে ছোট বাবু আস্‌চেন।

(শশীর প্রবেশ)

ছোট বাবু, চার্‌টী পয়সা ভিক্ষা দিন, বিমল সকাল থেকে কিছু খেতে পায়নি—

(শশী চলিয়া যাইতে ছিল)

(পায়ে ধরিয়া) দোহাই ছোট বাবু, আমাকে দিন ; চার্‌টে পয়সা ভিক্ষা স্বরূপ দিন—

শশী। (পা ছাড়াইয়া লইয়া) কেমন—বড় বাড়িয়ে ছিলি না, এখন সে তেজ কোথায় ? ভগবান আছেন ;

(প্রস্থান)

মাষ্টার। পাষণ্ড, চারটে পয়সা দিলি না ; কি বল্‌বো ; এখনও তোমায় মান্য করি, তা না হলে দেখাতুম। কিন্তু পয়সা চাই, চুরি, ডাকাতি, হত্যা করেও পয়সা নিয়ে, বিমলকে খাইয়ে, ফাঁসি যাবো। হায় ! আমি আজ বড় দুর্ব্বল, চলতেই যে অক্ষম হচ্ছি ; দে মা, আজকের মত বল দে, কি দিলি না, তবে একবার শেষ উদ্যমে চেষ্টা করে দেখি। (ছুটীয়া যাইলেন ও মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন) না হবে না ; পাচ্ছি না (এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক ; সঙ্গে অনেক মোট, ছোট ছোট দুটী ছেলে ও তাহার স্ত্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল)

ভ, লোক। তাই তো গিন্নি, একটা মুটেও পেলুম না ; এত গুলো মোট ঘাট নিয়ে যে আর পাচ্ছি না।

মাষ্টার। (লাফাইয়া উঠিল) মশায়! আমায় দিন, আমি নিয়ে যাব।

ভ, লোক। তোমায় যে ভদ্রলোক বলে বোধ হচ্ছে, ঠাট্টা কচ্ছ নাকি ?

মাষ্টার। না মশায় ; আমায় মোট তুলে দিন।

ভ, লোক। দাঁড়াও, দর দস্তুর হোক।

মাষ্টার। দর দস্তুর চাইনা, চারটে পয়সা দিতে হবে, কোথায় বাড়ী আপনার ?

ভ, লোক। চারটে পয়সা! আচ্ছা তাই দেবো ; ঐ বকুল তলায় শ্যাম রক্ষিতের বাড়ী, (মাষ্টার মোট লইয়া চলিয়া যাইতেছিল) চললে যে হে দাঁড়াও আমরা একটু বিশ্রাম করি।

মাষ্টার। আমার বিশেষ কাজ ; আমি অপেক্ষা করতে পারবো না।

ভ, লোক। বাঃ তাকি হয়, অনেক দামি জিনিষ রয়েছে—

মাষ্টার। (সক্রোধে) দেখ্‌তে পাচ্ছনা ; আমি ভদ্রলোকের ছেলে, চোর নই, কোন ভয় নাই, নিশ্চিন্ত থাকো।

(প্রস্থান)

ভ, লোক। তাই তো, চলে গেল যে ? অনেক দামি জিনিষ, তা'য় অপরিচিত ;

ভ, স্ত্রী। চেহারা দেখ্‌লে না, ভদ্রলোকের ছেলে বিপদে পড়ে মোট বইছে।

ভ, লোক। ও রকম ভদ্রলোক অনেক লোক সাজে ; তুমি স্ত্রীলোক তুমি কি জানবে ?

ভ, লোক। (খাবার বকরা করিয়া পুত্রদ্বয় ও স্ত্রীকে দিল ও নিজে খাইতে লাগিল, খাইতে ২) তাই তো, বড় ভাবনা হোচ্ছে গিন্নি ?

ভ, স্ত্রী। (খাইতে ২) খাওনা, কেবল কথা—

১ম, বালক। বাবা জল—

২য়, বালক। বাবা, একটা মতিচুর দাওনা—

ভ, লোক। এইনে, (মতিচুর দিল)

১ম, বালক। বাবা বড় তেষ্টা পাচ্ছে—

ভ, লোক। চলো উঠ গিন্নি ওই পুকুর ঘাটে গিয়ে জল খাইয়ে নিয়ে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

(মাষ্টারের রক্তাক্ত কলেবরে হাতড়াইতে ২ প্রবেশ)

মাষ্টার। দে মা, চক্ষের দীপ্তি একটু উজ্জল কোরে দে; এ যে সব অন্ধকার। তিনবার পড়েছি, কপাল কেটে, মাথা ফেটে, রক্ত পড়ছে তা পড়ুক; বিমলকে খাইয়ে, রক্তের শ্রোত বহুক, ক্ষতি নাই। চক্ষু অন্ধ হোয়ে যাক; কিছু যাবে আস্‌বে না। চল্‌বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই, হয় তো ভাই আমার না খেতে পেয়ে মারা গেল; যাচ্ছি ভাই; কই আর যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না; মাথা ভয়ানক ঘুর্‌ছে, গা হাত কাঁপছে, বুঝি শেষ রক্ষা হলো না, বিমল বিমল (চলিতে যাইলেন ইটে বাধিয়া পড়িয়া গেলেন) মা—

(সংজ্ঞা হারাইলেন)

(দুই জন লোকের প্রবেশ)

১ম, লো। চল ভাই, এ গাড়ি ফেল হলে, উপায় নাই; রাত্রি ১০টার পর গাড়ী। তাই তো, পড়ে কে—

২য়, লো। হ্যাঁহে চলো গাড়ী ফেল হয়ে যাব।

১ম, লো। না হে, একটু দেখ্‌তে হলো, (পরীক্ষা করিতে লাগিল, পরে) রাম একটু জল নিয়ে আয়—

২য়, লো। কি-সে করে আনি বল—

১ম, লো। (চাদর দিয়া) তোর চাদর, আর আমার চাদর ভিজিয়ে নিয়ে আয়, শীগ্‌গীর যা—

(২য় লোকের প্রস্থান)

১ম, লো। কেউ হয় তো মেরে ফেলে দিয়ে গেছে, তাই তো চারি দিকে কেটে গেছে।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। এই যে বাবা, (পরে চিৎকার করিয়া) বাবা, তুমিও চলে গেলে।

১ম, লো। না মা বেঁচে আছেন, তবে বড্ড আঘাত পেয়েছেন।

নলিনী। বেঁচে আছেন, বেঁচে আছেন, (মস্তকটী কোলে লইয়া বসিলেন) এখনও যে অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, কি হবে বাবা ?

১ম, লো। জল আন্‌তে পাঠিয়েছি মা ; জলের ঝাপটা দিলে এখনই সেরে উঠ্‌বেন।

(২য় লোকের প্রবেশ)

(১ম ও ২য় লোক মিলিয়া চাদর হইতে জল লইয়া মাষ্টারের মাথায় মুখে দিতে লাগিলেন)।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কার্ত্তিকের গৃহ।

(নীহার ও কার্ত্তিক)

কার্ত্তিক। তোমার দোষেই ত এই অবস্থা ; কত মতলব করে, আট ঘাট বেঁধে, ঠিক্ কর্‌লুম ; তুমি সব মাটী করে দিলে।

নীহার। আমি। কি করলুম ? তবে ওরাও ত নিতে পারে নি।

কার্ত্তিক। মাঠে মারা গেলো, যে অবস্থায় ছিলে সেই অবস্থায় রৈলে, মাঝে থেকে, আবার দু'টো ঘাড়ে পড়্‌লো।

নীহার। ওদের ত বিদেয় করে দিতে পার ?

কার্ত্তিক। না বিদেয় কর্‌লে, চল্‌বে কি করে ? আমার ত তালুক নেই, যে, সই করলেই টাকা আস্‌বে।

নীহার। এত দিন তো বল্‌ছি, বলে দাও যে, আর আমরা পার্‌বো না।

কার্ত্তিক। একটু চক্ষু লজ্জা হয়, তাই তো বল্‌তে পারি না।

নীহার। আমায় বলনা, আমি আজই বিদেয় কচ্ছি ?

কার্ত্তিক। হ্যাঁ তাই বলো, আর পেরে উঠিনা, দেনা হয়ে পড়্‌ছে !

(প্রস্থান)

নীহার। একে সমস্ত বয়স, তায় রূপ যেন ফেটে পড়্‌ছে ; মিন্‌সের নজরে পড়্‌লে, আমার অদৃষ্টে রাধুনি বৃত্তি। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষায় কাজ নেই, আবার বড় মানুষি দেখান আছে, একটা কথা বল্‌লে, চোখে অমনি জল আসে ! ও সব আজ্ঞাকারী।

(প্রস্থান)

(বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। চখে কি সাধে জল আসে দিদি ; যদি আমার মত অবস্থায়

পড়্তে; বুঝতে পার্তে। আর যে পারি না; না বুঝে একটা অপরাধ করেছি; সে অপরাধের প্রতিফল যথেষ্ট হয়েছে। এস প্রভু; এত দিন জ্বালার অবসান কর্ত্তুম; পারিনি, ক্ষমা না চেয়ে মরা হবে না। বিশ্বাস কর্‌লুম! আদর্শ চরিত্র বিশ্বাস করলুম! কুহকিনীর মায়ায় অন্ধ হোয়ে ছিলুম, এখন বিশ্বাস কর্‌লুম! যখন সকলে মিথ্যা কলঙ্ক ঘাড়ে দিয়ে, ঘৃণা করে ত্যাগ কর্‌লেন, তখন রুদ্ধ বেদনার বুকভরা অভিমান, চোক ভরা জল নিয়ে আমার হাতটী ধরে আশ্বস্ত হতে এসেছিলেন। ও! সে সময় আমার মাথায় ছাদ্‌ভেঙ্গে পড়্লো না! আমি পাষাণীর মত চলে এলুম? এখন কি তার ঠিক প্রতিফল হচ্ছে? কখন না? যে মুখের কথায় তার বুকে শেল বিঁধিছি, সে মুখ যখন খসে পড়্‌বে, তখন বুঝ্‌বো ঠিক প্রতিফল। বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে; যখনই মনে পড়ে, মাথায় কে যেন সহস্র লোহার মুদ্গর দিয়ে আঘাত করে। মাও বোধ হয় বাঁচবেন না; বড্ড লেগেছে, তাঁকে একদণ্ড না দেখ্‌তে পেলে যে মা অন্ধকার দেখতেন, সে মা আজ চার মাস তের দিন দেখ্‌তে পাননি; তার উপর রাঁধুনি বৃত্তি করে খেতে হচ্ছে।

(রমার প্রবেশ)

রমা। বৌমা, তিনটে বাজে, এখনও বসে আছিস্! যা এক মুঠো খেয়ে আয়।

বিমলা। তুমিও চল মা;—

রমা। আজ যে একাদশী বাছা;—

বিমলা। একাদশী! কাল রাত্রে তো কিছু খাওনি; কি করে বাঁচবে মা?

রমা। সে জন্যে ভাবিসনি, বাঁচবো অনেক দিন! বিধবার মৃত্যু ভগবান লিখ্‌তে ভুলে গিয়েছেন। তা না হলে, স্বামী

খেয়েছি, রাজ্যেশ্বর ছেলেকে ভিকিরী করেছি; সোণার সংসারে, স্বহস্তে আগুণ লাগিয়ে দিয়ে এসেছি।

বিমলা। মা, অত ভাব্‌বেন না; শরীর দিন দিন যা হয়ে আস্‌ছে—

রমা। ভাব্‌বোনা! দেখ দেখিন চক্ষের সাম্‌নে কি দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে? তুই রাজার স্ত্রী, তোকে বাসন মাজতে হচ্ছে; সমস্ত দিনের পর একমুটো, আধপেটা অন্ন যায়; ছেঁড়া কাপড় পরে রয়েছিস্; আমি তা চোখে দেখ্‌ছি; আমি তোর মা; তাই স্বচ্ছন্দে দেখছি।

বিমলা। তাতে কি আসে যায় মা; ভগবান যেমন অবস্থায় রাখ্‌বেন তেমনি থাক্‌তে হবে; তুমি রাজার মা, তোমায় রাঁধুনি বৃত্তি করে খেতে হচ্ছে।

রমা। ভগবান যদি দুঃখ দিতেন, অম্লান বদনে সহ্য করতুম। এ যে স্বইচ্ছায় দুঃখভোগ করছি।

(নাহারের প্রবেশ)

নাহার। বেশ! দুজনে বসে গল্প হচ্ছে? ওদিকে সঁকড়ি বাসন গুলো পড়ে রইলো যে?

বিমলা। হ্যাঁ, যাচ্ছি ভাই; মার একাদশী, তাই একটু বসে ছিলুম।

নীহার। বসে থাক্‌লে ত চল্‌বে না? দিবা রাত্রি যদি খিট ২ কর্‌তে হয়, তা হলে আমায় কাজকর্ম্মে কি? ভাত ত আর অমনি হয় না; কাল থেকে পথ দেখ। আবার বল্‌বার যো নেই, অমনি কান্না,—

রমা। যাচ্ছি মা; অমন কোরে কি বল্‌তে হয়?

নাহার। অসহ্য হয় যদি, পথ আছে, চলে যাও; মাথার দিব্বি তো কেউ দিচ্ছে না? তোমার বড় লোক দেওর রয়েছে—

রমা। সেখানে যাবার পথ থাক্‌লে কি মা তোমাদের এত কথা শুন্‌তে হয়?

নীহার। ও, এতদিন খাইয়ে পরিয়ে আস্‌ছি তার ফল বুঝি এই হলো? কলিকাল কিনা? তা শোন বাছা, কাল থেকে এ

বাড়ীতে যেন না দেখি, বলে গেলুম; তারপর গলা ধাক্কা খেয়ে বেরুতে হবে। (প্রস্থান)

(পরে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শশীবাবুর বহির্বাটী।

শশীবাবু।

শশী। (প্রফুল্লিত স্বরে) ও, তাই বুঝি এত ঘনিষ্টতা, এত আত্মীয়তা কর্‌ছো? ছেলের চেয়ে তোকে বিশ্বাস কর্ত্তুম না? আচ্ছা এইবার তোকেও ঠিক করছি। নেমেছি তো তখন আর পাপ পূণ্যের ভয় কেন। ভাইপোর গলায় ছুরী দিতে পেরেছি আর তুই একটা কর্ম্মচারী তোর গলায় ছুরি দিতে পারবোনা? তবে এখন কিছু বল্‌বো না, বিমলটা আছে ওকে যতদিন না শেষ করতে পারি ততদিন অমনি বোকা সেজে থাক্‌বো। যে দিন সেটা শেষ হবে সেইদিন তোকেও শেষ করে নির্ব্বিবাদে পুত্র কলত্র নিয়ে সুখ ভোগ করবো।

(হরিধনের প্রবেশ)

হরি। আপনি কাল সহরে গেছলেন কেন ছোট বাবু—

শশী। একটা নিমন্ত্রণ ছিল। হরি, শুনেছো লুনা পরগণা আমাদের হয়েছে—

হরি। (চমকিত হইয়া) কি বল্‌লেন—

শশী। লুনা পরগণা আমি নিলেম করে নিয়েছি—

হরি। কি রকম? কি করে নিলেম হলো?

শশী। সে জজ বদ্‌লে গেছে কিনা? নূতন একজন এসেছেন; দু'দিন ভেট্‌ তার পর ডিক্রীজারি, বাকী বুঝ্‌তে পার্‌ছোতো—

হরি। (কৃত্রিম প্রফুল্ল স্বরে) বেশ হয়েছে, এইবার আপনি সুখে রাজত্ব করুন, আমি দেশে যাই—

শশী। এখন দেশে যাবে কি রকম! এইতো একটু বিশ্রামের সময় এলো, এখন দিন কতক কাল খাও দাও তারপর বিবেচনা করা যাবে।

হরি। আপনি বিশ্রাম করুন, নির্ব্বিবাদে ভোগ করুন, আমি দেখেই সুখী। অনেক দিন বাড়ী ছাড়া, এইবার মনে করছি একটু বিশ্রাম নেবো—

শশী। সে সব হবে, এখন সে কাজটার কি কল্লে? অভয়, বিমল রয়েছে, আর বল্‌ছো নির্ব্বিবাদে ভোগ কর—

হরি। আজ কাল এই দুটো দিন সময় দিন, পরশু আপনি নিষ্কণ্টক।

শশী। তাইতো, এখনও দু'দিন? অনেক দিন সবুর করে এসেছি। কি জান, ভাত মুখের কাছে দিয়ে হাত বেঁধে রাখা হয়েছে; আর পারছি না—

হরি। এতদিন সয়ে এলেন, আর দুটো দিন, তারপর অনন্ত আনন্দ ভোগ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ কর্ত্তে পাবেন।

শশী। আচ্ছা মনে থাকে যেন—

(প্রস্থান)

হরি। মনে থাক্‌বে না? বুঝেছি, যখন আমায় ডিঙিয়ে যাওয়া হয়েছে তখনই বুঝে নিয়েছি, সন্দেহ করেছে, রোস আগে বিক্রয় কব্‌লা তৈরী হক, বিমল মরুক, তারপর তোমার সঙ্গে বোঝা পড়া। এবার হরির সঙ্গে বিবাদ, বুঝ্‌লে? দেখ্‌বো কে রক্ষা কর্ত্তে পারে? এক ভয় মাষ্টারকে—সে বড় ধূর্ত্ত, বড় চালাক, তাকেও কি রাখ্‌বো? কৈ তিনকড়ি এখনও এলোনা? বড্ড দেরী কচ্ছে। ও ব্যাটা বলেনিত? না, তা বল্‌তে পার্‌বে না, (পায়চারি করিতে লাগিলেন ও প্রত্যেক পদ শব্দে চমকিয়া দরজার দিকে চাহিতে লাগিলেন পরে) হুঁ মনে করেছেন বিমল আর মাষ্টারকে আমার দ্বারা শেষ করবেন, আমাকেও কতকটা অনুমান—দেখা

যাক্ এই হরিধন কত বুদ্ধি ধরে। এখনও আস্‌ছে না কেন? বিশ্বাস ঘাতক কুক্কুর, তা'হলে তুমিও বাদ যাবে না, তোকে আগে খুন করবো—

(তিনকড়ির প্রবেশ)

এত দেরী হলো কেন? যদি প্রকাশ করে থাক তা'হলে তোমার জিব্‌টা টেনে বার কর্‌বো। বদমাইসী, চালাকী আমার সঙ্গে?

তিন। দোহাই হরি বাবু, আমি কিছুই প্রকাশ করিনি, যদি প্রকাশ করে থাকি আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত—

হরি। জানত আমায়, সাবধান কাগজ তৈরী—

তিন। হ্যাঁ এই নিন্ (পকেট হইতে বাহির করিয়া দিলেন)

হরি। (পাঠ করিয়া) তোমায় ইসাদীর ঘরে সই কর্‌তে হবে।

তিন। ওইটে মাপ কর্ত্তে হবে। কৈ ও রকম কথা ত ছিল না—

হরি। আমি বল্‌ছি সই কর্ত্তেই হবে—

তিন। সে কি হরিবাবু? আমি তা পার্‌বো না।

হরি। পার্‌বে না? পার্ত্তেই হবে। আমি কাদা মাখ্‌বো আর উনি দাঁড়িয়ে তা দেখ্‌বেন, বটে—

তিন। দোহাই, ওইটে মাপ করুন, আমি অনেক সাক্ষী যোগাড় করে দিচ্ছি—

হরি। সেতো দিতেই হবে। তাছাড়া তোমায়ও তাদের সঙ্গে থাক্‌তে হবে। ভাল কথায় রাজি হও—

তিন। (পদতলে পড়িয়া) আপনি বাপ মা, আমাকে রক্ষা করুন।

হরি। তাকি হয় তিনকড়ি? তোমার মুখটী আগে বন্ধ কর্‌তে হবে। আমি কি কাঁচা কাজ কর্‌বো?

তিন। না, আমি তা পার্‌বো না—

হরি। পারবে না?

তিন। না, কিছুতে নয়, জীবন যায় যাক।

হরি। বটে, জীবন যায় যাক? যেদো—

(আজ্ঞে বলিয়া যেদোর প্রবেশ)

এখনও বোঝ তিনকড়ি—

তিন। না, যখন বলছি পারবোনা শেষ পর্য্যন্ত ও তাই বলবো—

হরি। (যেদোকে ঈঙ্গিত করিল যেদো আর দুই তিন জনকে ডাকিয়া আনিল তাহারা তিনকড়িকে বাঁধিল) এখন তিনকড়ি? এখন বল।

তিন। না আমি তা পারবো না—

হরি। (পুনরায় ঈঙ্গিত করণ ও উহারা বাঁশের মধ্যে তিনকড়িকে রাখিয়া পেষণ তিনকড়ি চিৎকার করিতে লাগিল) কেমন সই করবে—

তিন। করবো, প্রাণ যায়, ছাড়—

হরি। আগে সই কর (কাগজ ও কলম দিলেন)

তিন। একটু ছাড়্তে বল।

হরি। একটু ছাড়দেকিন যেদো—(কথামত উহারা কার্য্য করিল ও তিনকড়ি সই করিয়া দিল) এতক্ষণ মিছে কষ্ট পেলে, আগে দিলে কোন গোল থাক্তোনা—

তিন। এইবার আমি যেতে পারি—

হরি। সচ্ছন্দে

(তিন কড়ির বেগে প্রস্থান)

যেদো, কালকে যেমন করে হউক ও কাজটা শেষ কর্তে হবে, নচেৎ বাপু, শেষে আমার কোন দোষ নিওনা, আমি আদালতে সব প্রকাশ কর্বো।

যেদো। দেখুন না, কালকে যদি না হয়, তা হলে দেখে নেবেন।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(চারু উকীলের গৃহ)

চারুবাবু ও অবিনাশ।

চারু। মেয়েদের গাড়ীতে ওদের তুলে দিয়ে কার্ত্তিকেতে আমাতে উঠ্‌লুম, কিছুদূর গিয়েই পিপাসা পেলে, কার্ত্তিককে বল্‌লুম একটা লেমোনেট্ আনত, যদি অন্য কোন জল টল আনে আর তাঁতে কিছু মিশিয়ে দেয়, লেমোনেটে ত তা হবেনা? কি ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লো, কার্ত্তিক নেবে গেল, গিয়ে কি একটা লেমোনেট নিয়ে এলো। তবু আমি দু একবার নেড়ে দেখ্‌লুম সন্দেহের কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না, খুলেই ত শেষ কর্‌লেম, কিছুক্ষণ বাদে যেন শরীরটা কি রকম কর্ত্তে লাগ্‌লো, তারপর জীব টেনে টেনে ধর্‌তে লাগ্‌লো, কিছুতেই ঘুমটা ছাড়াতে পাল্লুম না, তার পর কি হয়েছে বলতে পারি না। যখন জাগলুম তখন দেখি না একটা বনের মাঝে গাড়ী দাঁড়িয়েছে গার্ড আমায় ড়াকাডাকি কোচ্ছে, নেমেত গেলুম মেয়েদের গাড়ীর কাছে, দেখ্‌লুম তোমার মা পড়ে আছেন, দেখেই তো কান্না (চখের জল মুছিয়া) তারপর গিন্নির মুখে শুন্‌লুম নেপু ওকে গাড়ী থেকে ফেলে দিয়ে গয়নার বাক্স নিয়ে পালিয়েছে, শুনে দেহটার ভেতর কেমন কোরে উঠ্‌লো তার পরই এই প্যারালিসিস্।

অবিনাশ। বাবা, কি ভীষণ পাপ করেছো মনে করে দেখ। এখন অনু-তাপ করে প্রায়শ্চিত্ত কর, নচেৎ আরও অদৃষ্টে অনেক ভোগ আছে। হায় মা, পরের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে গেলে, অপঘাতে মৃত্যু হলো, সৎকার হলো না। কার্ত্তিক বাবু কি করলেন?

চারু। সেত শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লো। তারপরের

ষ্টেশনে আমরা ত নামলুম, যে কটা খুচরা টাকা ছিলো কোন রকমে টিকিট করে ফিরে এলুম। কার্ত্তিক তার বাড়ীতে এঁদের নিয়ে গেলেন, আর আমি এই শরীর নিয়ে ফিরে এলুম—

অবিনাশ। বাবা, ভগবান দেখিয়ে দিচ্ছেন, এখনও মনের ময়লা ধুয়ে ফেলো, তা না হলে ছেলেটীকেও হারাতে হবে—

চারু। বলিস্ কি বাবা, এতকষ্ট করে সব ঠিক ঠাক্ করলুম আর শেষ রাখা হলো না ? ওঃ অনেক টাকা, অনেক টাকা, স্ত্রী যাক পুত্র যাক, ওঃ অনেক টাকা হারালুম—

অবিনাশ। বাবা ওই টাকা টাকা করেই যেতে হবে। কারুর ভোগ হবে না। খেটে খুটে রোজকার কল্লে আরামে ভোগ কর্ত্তে পার্ত্তে—

চারু। তুই বুঝিস্ কি অবিনাশ ? টাকার শোক পুত্র শোকের চেয়ে বেশী, এখন সর্ব্বাঙ্গ ত নাড়বার ক্ষমতা নেই, তবু ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে নেপুকে খুন কোরে টাকা গুলো নিয়ে আসি। অবিনাশ তুই একবার চেষ্টা কোরে টাকা গুলো নিয়ে আয়, তা হলেই আমি ভাল হয়ে যাব।

অবিনাশ। এখনও চৈতন্য হলোনা বাবা ? ড়ুনিয়ায় আসা মিছে, ড়ুদিন সংসেজে খেলা কর্ত্তে হবে, তার পর কে বা বাপ, আর কেবা পুত্র—এই ত অসার পৃথিবী, এই কয় দিনের জন্য এসে শুধু বিবাদ বিসম্বাদ কেন ? পরের অর্থের দিকে এত লালসা কেন ? এই যে বাবা, অত পরিশ্রম করে একটা বনিয়াদি ঘরের সর্ব্বনাশ করলে, ভোগ হলো কি ? মাঝে থেকে মাকে হারালে, আর একটা ড়ুরারোগ্য ব্যাধি গ্রস্থ হলে। ভাব দেখি বাবা, এই অবস্থায় যদি আমি তোমায় খেতে না দিই, তুমি কি করবে ? চল্‌তে পার না, হাত ওঠে না, পা নাড়বার ক্ষমতা নাই, খাইয়ে দিতে হয়, বসিয়ে দিতে হয়, পায়ে যদি একটা মশা বসে তাকে তাড়াবার ক্ষমতা

নেই, এমন করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন,—যদি না বোঝ, আরও শাস্তি আছে। তোমার রোজগারে ছেলে, যে এখন তোমার প্রধান অবলম্বন, সেটীকে সরিয়ে নেবেন, তোমার চক্ষু দুটী অন্ধ ক'রে দেবেন, লোকে ঘৃণা করে চলে যাবে, কেউ দয়া কর্‌বে না। এখন ভবিষ্যতের ছবি গুলি দেখে কাঁদ, অনুতাপ করো, পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও। তিনি আশ্রিত রক্ষক, বিপন্ন আশ্রিতকে তিনি ত্যাগ করেন না—

চারু। তুই কি বুঝ্‌বি বল, অনেক টাকা বুকখানা ভেঙ্গে দিয়েছে।

অবিনাশ। (জানু পাতিয়া বসিল) হে সম্রাট আমি আমার পিতার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি। প্রভু! বাবার জ্ঞান দৃষ্টি দিন যাতে বুঝ্‌তে পারেন অর্থ কিছুই নয়, ওটা ক্ষণিক মায়া ক্ষণিক মোহ। বাবা ডাক, চুপ করে বসে আছ—

চারু। অনেক টাকা! অনেক টাকা!! মলি, টাকা গুলো যদি হাতে দিয়ে মরতিস্ এত দুঃখ থাক্‌তো না। ধনে প্রাণে গেলুম, ওঠ অবিনাশ, নেপুর সন্ধান কর, যেমন করে হক্ তাকে খুঁজে বার কর। অনেক টাকা—

অবিনাশ। উপায় নেই। তাই ভাবি, এত বড়পাপ যারা কর্‌লেন তাঁদের এই টুকু সাজা? তা'হলে যে নিয়ম উঠে যাবে, অত্যাচার বাড়্‌বে; তাকি হয়? সে যে সূক্ষ্ম বিচার, তাও কি হয়—

চারু। গেলিনা? অবিনাশ, আমি বল্‌ছি, গেলিনা? এখন রোজকার কত্তে শিখেছিস্, তোর পিতার রোজকার কর্‌বার ক্ষমতা নেই, তোরই এখন আশ্রিত, তাই বুঝি আমার কথা শুনবিনি? আচ্ছা, যাই একবার ছুটে যাই (ছুটিতে যাইয়া পড়িলেন) ওঃ।

অবিনাশ। বাবা, শেষে পাগল হয়ে যাবে, আচ্ছা আমি সন্ধান কচ্ছি—

চারু। ঈশ্বর তোর মঙ্গল করবেন। খোঁজ বাবা, অনেক টাকা! অনেক টাকা!! (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(মাষ্টারের ভগ্ন গৃহ)

মাষ্টার, বিমল ও নলিনী।

বিমল। দিদি, এখনও মাথাটার ভেতরে কেমন করে ওঠে, আর সেই সময় যা তা বলি। দিদি, শেষে কি পাগল হবো—

নলিনী। কেন ওকথা মুখে আনছো ভাই? তোমার শত্রুরা পাগল হ'ক্। নাও, তুমি ঘুমোও, অনেক রাত হয়েছে—

মাষ্টার। মা, কাল কবিরাজের ওখানে গিয়েছিলুম, লম্বা ওষুধের ফর্দ্দ দিলেন যা কেনা আমাদের সাধ্যের বাহিরে; এমন দেশ, একটা চাকরির জন্যে দোর দোর ঘুরে বেড়াচ্ছি, জোগাড় কর্ত্তে পাচ্ছি না। বেশী মাইনে নয়, আট টাকা হলেই চলে যায়। একটা পেয়ে ছিলুম বটে কিন্তু সে অনেক দূরে, বিমলের এই অবস্থা, দূরে কাজ কি ভাল? সেই ভয়ে পেছিয়ে এলুম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য একটা লোকও খোঁজ করেনা, একবার সংবাদ লয় না—

নলিনী। দুনিয়াশুদ্ধ মানুষ আমাদের ত্যাগ করেছে। বুঝ্‌ছোনা বাবা? মা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় সব ত্যাগ করেছেন। এমন কি সেই জগজ্জননী পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন। আজ যদি সে দিন থাকতো—বিমল, যাও ভাই ঘরের ভেতর গিয়ে শোও—

(বিমলের প্রস্থান)

মাষ্টার। মা, ভয় হয় যখন ও এলো মেলো বকে, শেষে কি পাগল হবে?

নলিনী। অপরাধ কি বাবা? দুধের ছেলে, বিনা অপরাধে ষড়যন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে সকলের স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছে; কত আঘাত

পাচ্ছে। বল দেখি বাবা, যে মাকে পৃথিবীর চেয়ে ভাল বাস্‌তো, যে, মা না দেখ্‌লে একদণ্ড স্থির থাক্‌তো না, সে মাও ত্যাগ কর্‌লেন! বাবা, বুক ফেটে যাচ্ছে, রাজ্যেশ্বর রাজাকে আমরা কদর্য্য অন্ন খেতে দিচ্ছি, মৃত্তিকা শয্যায় শুতে দিচ্ছি! একবার সে তেজ ফিরে পাইনা যে তেজে শম্ভু নিশুম্ভ বধ হয়ে ছিলো, যে তেজ শঙ্করের প্রাণে ভীতি জাগিয়ে ছিলো সে তেজ একবার ফিরে পাই না—

মাষ্টার। মা, প্রকৃতিস্থ হও। তুমি যদি একবার ওই রকম ভ্রুকুটি করে, চেঁচিয়ে সেই কালী ভীমা মূর্ত্তিকে ডাক, ফিরে পাবে। আমার ভয় হচ্ছে। মা, একি মূর্ত্তি? দিক দাহ হবে, সৃষ্টি লয় হয়ে যাবে মা! মা (পদতলে পড়িলেন)

নলি। এঁ্যা—একি বাবা ওঠো—

মাষ্টার। (উঠিয়া) তুমি শোও মা, এই রকেই আমি শুই। বড্ড গরম পড়েছে—

(যেদো প্রভৃতির প্রবেশ)

যেদো। এখন ছোট বাবুর কথা রাখি না হরি বাবুর কথা রাখি কি করা যায় বল—

১ম গুণ্ডা। ছোট বাবুর কথা রাখাই ঠিক—

৩য় গুণ্ডা। মন্দ নয়, শুধু বাগানে নিয়ে যাওয়া, আর হরি বাবুর কথায় খুন। না কাজ নেই ভাই—

১ম গুঃ। সেই কথাই ঠিক, কেন অত হাঙ্গামায় যাই—

যেদো। তবে পয়সাটা—কিছু বেশী। হরি বাবু কিছু বেশী উঠেছে।

১ম গুঃ। তা হক, শেষে কি পয়সার জন্য জান দেবো।

যেদো। তাই তো, তোমাদের যখন মত ছোট বাবুর দিকে, তখন—আমি আর কি বল্‌বো। তবে বিবেচনা কর্‌লে হয় না—

৩য়। এর আর বিবেচনা কি? আমি দায়ী, যে টাকা হরি বাবু বলে ছিলো—সেই টাকাই ছোট বাবুর কাছে পাবে।

যেদো। আচ্ছা তাই কর। হরে, একবার দেখে আয় না ঘুমুলো কি না।

(২য় গুণ্ডার প্রস্থান)

১ম। কিন্তু দাদা ছোট বাবু, আর হরি বাবু ত এক প্রাণ, বিচ্ছেদ্ দেখ্‌চি নয়? কত কাজ ত করেছি, দুজনে এক সঙ্গে বসে উপদেশ দিত। আজ কাল দেখ্‌চি অন্যরূপ, তুমিত সর্ব্বদাই থাকো, ভেতরের কথা কি বল দেখি—

যেদো। ও বাবা, বড় লোকেদের কথায় থাক্‌তে নেই। যা কর্‌তে এসেছি তাই করি ও সব নিয়ে নাড়া চাড়া ভাল নয়—

(২য় গুণ্ডার পুনঃ প্রবেশ)

কিরে ঘুমিয়েছে—

২য় গুণ্ডা। অগাধে ঘুমিয়েছে, মাষ্টার রকে শুয়ে আছে—

যেদো। প্রথমেই মাষ্টারের মুখ বেঁধে ফেল্‌তে হবে যেন একটা কথা কইতে না পারে। (যেদো পিছন হইতে আসিয়া মাষ্টারের মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, মাষ্টার বাধা দিল; কিন্তু পারিল না, পরে উহারা ঘরের ভিতর গিয়া বিমলের মুখ বাঁধিয়া লইয়া গেল, মাষ্টার বাঁধন খুলিতে লাগিল)

যেদো। একবারে শশীবাবুর বাগানে (স্বগত) বোধ হয় শুনে ফেল্‌লে, শালাকে মেরে যাই। না, বোধ হয় কোন কথা শুনতে পায়নি—

(মাষ্টার ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(মাষ্টার গড়াইয়া দোরের নিকট যাইয়া সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, পরে নলিনীর প্রবেশ)

নলি। একি! কে এ রকম কর্‌লে বাবা? (পরে বন্ধন খুলিয়া দিল)

মাষ্টার। মা, বিমলকে নিয়ে গ্যাছে, এস, সন্ধান পেয়েছি, ছোট বাবুর বাগানে—

(প্রস্থান)

(সঙ্গে সঙ্গে নলিনীর প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—

(হেম ঘোষ এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে মৃত স্ত্রীপুত্রগণ)

হেম। (ক্ষীণকণ্ঠে) তারক বাবু গেছে, নুটু গেছে, এবার আমার পালা। আর কেন মা, নাও, আর সহ্য করতে পাচ্ছিনা, চক্ষের উপর অনাহারে স্ত্রী পুত্র মারা গেল, তাও দেখলুম, কেন যাবে না, যে মনিব, পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতি পালন করে ছিলেন, যাঁর দয়ায় ঘর দোর করে মানুষের মত হয়ে ছিলুম, সেই মনিব মরবার সময় হাতে হাতে তাঁর পুত্রকে সঁপে দিয়ে গেলেন। এমনি বিশ্বাস ঘাতক আমরা, তাঁর শেষ কথা রাখা ত দূরের কথা তাঁর ছেলের উপর অত্যাচার করে তারও আমাদের মত অবস্থা করেছি! ভগবান, এ বিচার বুদ্ধি, যখন সে এসে হাতে ধরে ছিলো, তখন যদি দিতে, তা'হলে এ ক্ষোভ, এ দুঃখ, থাক্‌তো না, (শেয়াল কুকুরদের প্রতি) যা, সরে যা। নড়েনা যে? শেষে শেয়াল কুক্কুরে ছিঁড়ে খাবে, তাই তো আমার ও তো শেষ সময় হয়ে এলো, আবার কাছে আস্‌ছে যে (হাত তুলিতে গেলেন পারিলেন না) কি করি? জ্যান্ত খাবে? ওই আরও নিকটে আসছে, কাম্‌ড়ালে (একটী শৃগাল হস্ত কামড়াইলে পর, অন্যান্য শৃগাল কুক্কুর আসিয়া কাম্‌ড়াইতে লাগিল) গেলুম—রক্ষা—কর! (মৃত্যু হইলে হেমের দেহ লইয়া শিয়াল কুক্কুর টানাটানি করিয়া খাইতে লাগিল)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(শশীবাবুর বাগান)

(ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইতে ছিল)

বন্ধন দশায় বিমল।

(তারাচাঁদ ও শ্যামচাঁদ)

শ্যাম। কেমন হে বিমলবাবু, আমি মদ্যপায়ী, বেশ্যাশক্ত, নয়? দাদা বিলম্ব কেন?

তারা। বাবা আসুন, কথা নেই যে হে, "দাদা চরিত্র শোধরাও" বলনা—

বিমল। তা নাও, সব নাও, স্নেহ দাও, ভালবাসা দাও। তোমার ভাই, তুমি তাকে ভাই বলে ডাক, সে সব ভুলে যাবে। না, মাকে আর মেরোনা। কাকাবাবু তোমার পায়ে পড়ি, একলা ফেলে যেওনা। যাচ্ছ? বলে দেবো, বাবাকে বলে দেবো, বিমলা, এস না রাত্রি অনেক হয়ে গেল যে—

তারা। একি রে শ্যাম, কি বল্‌ছে—

শ্যাম। বদমাইসী দেখ্‌বে (পদাঘাত)—

বিমল। গেলুম, বাবাগো, গেলুম, ফিরিয়ে নে, আমি চাই না, তোর জগৎ নিয়ে তুই রাজত্ব কর, আমি থাক্‌তে চাই না। দাদা মশায়, সত্যি বল্‌ছি আমি কিছু জানিনা।

শ্যাম। আবার ও রকম বক্‌ছিস পাজী চুপ কর—

বিমল। মাষ্টার, সেই গানটা গাও না, দিদি নাচ, মাষ্টার গান গাইবে।

তারা। পাগল হয়েছে নাকি?

শ্যাম। ক্ষেপেছো—ওর পেটে পেটে বুদ্ধি, দেখ্‌ছোনা মনে করেছে

পাগ্‌লামি কর্‌লে ছেড়ে দেবে। রোস্ (সজোরে পদাঘাত বিমল ঘুরিয়া পড়িল)

তারা। মরেছে দ্যাখ্ দ্যাখ্—

শ্যাম। না দাদা, ও ভুয়া লাথিতে কি হবে (পুনরায় পদাঘাত)

বিমল। ওঃ! (সংজ্ঞা হারাইল)

(শশীর প্রবেশ)

শ্যাম। বাবা, আর তোমার কষ্ট কর্ত্তে হবেনা, শেষ করেছি—

শশী। কৈ দেখি (দেখিয়া) তাই তো মরে গেছে, লাস্‌টা বাগানে নিয়ে পুতে ফেল্।

বিমল। (ক্ষীণকণ্ঠে) কাকা বাবু, এরা আমায় বড্ড মেরেছে, না কাকাবাবু আর আমার বিষয় নেই, জমিদারী নেই, আমি পালিয়ে যাচ্ছি, স্নেহ চাই, জমিদারী চাই না।

শশী। মরেনিত? তারা, যেদোকে ডাক, শেষ করে দিক্—

(তারার প্রস্থান)

বিমল। কোথায় আমি, এই যে কাকাবাবু, দাদাবাবু, আমি উঠ্‌তে পাচ্ছি না যে, কাকাবাবু বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে একটু জল দিতে বলুন—

শ্যাম। এতক্ষণ পাগ্‌লামির ভান করা হচ্ছিল; যখন বুঝ্‌লে তাতেও হবে না, তখন মায়া দেখাতে এলেন।

বিমল। কি বল্‌ছো ছোটদা, আমার বড় তেষ্টা পাচ্ছে, জল, কাকাবাবু প্রাণ বেরিয়া যাচ্ছে—

(তারার সহিত যেদোর প্রবেশ)

শশী। এই যেদো, নে সেরে ফেল দেরি করিস্‌নে।

যেদো। একটা অস্ত্র টস্ত্র দেবেন, না গলা টিপে শেষ কর্‌বো—

শশী। দেখ্‌না শ্যামা, কিছু পাস্ কি না—

(শ্যামার প্রস্থান)

বিমল। কাকা বাবু বুঝেছি, আমায় হত্যা কর্‌বেন, এতদিন জান্‌তুম আপনি আমায় স্নেহ কত্তেন না, এখন বুঝ্‌ছি, যথার্থ

স্নেহ করেন, এই টুকু দয়া করুন, যাতে শীগগীর প্রাণটা বেরিয়ে যায়, কাকাবাবু সরে আসুন পায়ের ধুলা দিন, ভগবান! প্রার্থনা করি যেন বিষয় ধন দিয়ে কাকেও এই দুঃখ কষ্ট ভরা পৃথিবীতে পাঠিও না, বড় জ্বালা পেয়েছি, পয়সার জন্য সকলের স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছি—

(কাঁদিতে লাগিলেন)

তারা। এই যে পাগ্‌লাম ছেড়ে মায়া কান্না ধরেছে, তারিফ আছে বাবা, তারিফ আছে—

বিমল। মা যদি খোঁজেন, কাকাবাবু, বল্‌বেন মৃত্যু সময়ে সে বলে গেছে, সে নির্দ্দোষ, চরিত্র হীন নয়, আর সে প্রার্থনা করে মরেছে, যে জন্মে জন্মে যেন তোমার মত মা সে পায়। মাষ্টার আর দিদি যখন কাঁদ্‌বে, না না আর তা বল্‌তে পারিনা।

(ক্রন্দন করিতে লাগিলেন)

(শ্যামচাঁদের প্রবেশ)

শ্যাম। এই নে যেদো এক খানা দা পেয়েছি (দা প্রদান)

যেদো। (দা লইয়া প্রহার করিবার উপক্রম করিল)

বিমল। একটু খানি অপেক্ষা কর; মাষ্টার, দেখা হলোনা, দিদি দেখা হলো না—

(যেদো মারিতে যাইল এমন সময়ে ভীষণ মূর্ত্তিতে মাষ্টার ও নলিনীর প্রবেশ)

(মাষ্টার নলিনীর হাত হইতে ত্রিশূল লইয়া যেদোর বক্ষে মারিলেন, পরে অন্য সকলকে মারিতে গেলেন বিমল বাধাদিল)

মাষ্টার। কোন কথা শুন্‌বোনা, সংহার করবো, আজ সংহার করবো, মা আমায় স্পর্শ করে থাক্, আজ শক্তি স্পর্শ করেছে মায়ের হাতের ত্রিশূল পেয়েছি, মায়ে ছেলে, অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবো, সংহার, সংহার—

নলিনী। বাবা, বাবা—

মাষ্টার। কারুর কথা শুন্‌বোনা, অনেকদিন শুনেছি আজ আর নয়— আজ শেষ—শুধু মানুষের উপর নয়, ত্রিজগতের উপর— স্পর্শ করে থাক, শক্তি সহায় হয়েছে, আজ দেখাবো এই বৃদ্ধের দেহে কত বল এসেছে—

বিমল। মাষ্টার, মাষ্টার, (সঙ্গা হারাইল)

নলিনী। (শশী এবং উহার পুত্র দ্বয়ের প্রতি) পালান, পালান আর বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছিনা—

(সকলের পলায়ন)

মাষ্টার। (নলিনীকে ঠেলিয়া দিয়া) খবরদার, যে এগোবে তাকেই সংহার করবো, আজ সময় পেয়েছি, মা এসে আজ বুকের মাঝে দাঁড়িয়েচেন, স্পর্শ করে থাক, দেখি আজ প্রতিশোধ নিতে পারি কি না—

(বেগে প্রস্থান)

নলিনী। তাই তো, সর্ব্বনাশ হ'লো ; আগুণ নেবাবার আগে একবার জ্বলে উঠেছে। বিমল, বিমল (পরে আকাশের দিকে চাহিয়া) ওঃ আকাশ আজ ভেঙ্গে পড়েছে, বুঝি আজ মহা প্রলয় ঘট্‌বে (পরে বিমলের বুকে হাত দিয়া) নিশ্বাস পড়্‌ছে, যেমন করে হ'ক কবিরাজের ওখানে নিয়ে যেতেই হবে (দুই তিনবার চেষ্টা করিয়া শেষে বুকে লইয়া প্রস্থান)

(হরিধনের প্রবেশ)

হরি। কোথায় গেল ? কই কেউত নেই ? এই যে যেদো পড়ে রয়েছে, তবে বুঝি পালিয়ে গ্যেছে। মুখের গ্রাস নিয়ে কোথায় যাবি, দুনিয়ার প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে ঘুরে বার করবো (ছুটীয়া যাইতে ছিল এমন সময় ছাদ ফুড়িয়া তাহার মস্তকে বজ্রপাত হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তারকপুরের প্রান্ত।

রমাবতী ও তাহার মৃতা পুত্রবধু।

রমা। রাজরাণী, তাই সহ্য করতে পারলি না। তা বেশ হয়েছে, ঘুমো, আর চলতে হবেনা। খিদে পেয়েছে বুঝি? দাঁড়া খাওয়াচ্ছি (ধুলা লইয়া বিমলাকে খাওয়াইতে লাগিলেন) খুব খা, অনেক দিন পেট পূরে খেতে পাস্‌নি, গয়ণা পরবি? হাতে সোনার কস এখনও লেগে রয়েছে। দিচ্ছি, দাঁড়া (নিকটস্থ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া পরাইতে লাগিলেন) আহা! দিব্বি মানিয়েছে! আয়, এইবার বিমলের কাছে চল, আবার অবাধ্য হচ্ছিস্? দেখ বিমল, বৌ বড় অবাধ্য হয়েছে। না, না ঘুমচ্ছে ঘুমুক; অনেক দিন ঘুমুতে পায়নি। দেখ খুড়ী, তুমি বাছা অমন কোরে আর বলনি, এই যে আফিসের ভাত দিচ্ছি (ভাত রাঁধিবার মতন অঙ্গ ভঙ্গী করিতে লাগিলেন) ও বৌমা, সঁকড়ি বাসন পড়ে রইলো যে (বাসন মাজিবার মত করিতে লাগিলেন) যাই, ডুব দিয়ে আসি, বিমল খেতে আস্‌বে। কে মেরেছে বাবা? দাদা মশায়? আচ্ছা, আমি দাদমশায়কে বক্‌ছি। ক্ষ্যান্ত, তোদের আক্কেল কি? এখনও সন্ধ্যার যোগাড় করে দিলিনা? রসো, কর্ত্তাকে বলি। ছোট বৌ, রাগ করিস্‌ নে, আমার ছেলে কি তোর নয়? ঠাকুর পো, একবার কবিরাজের বাড়ী যাওনা, কর্ত্তার বড় অসুখ। ওঠ্, বৌ ওঠ (তুলিতে লাগিলেন)

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম, নাঃ। আহা! দেখ মাগীটা শোকে পাগল হয়েছে। কে বাছা তুমি?

রমা। (ঘোমটা দিয়া) ও বৌ, ওঠ, তোর ভাসুর এসেছে, মাগো মোটেই লজ্জা নেই—

২য় নাঃ। (প্রথমের প্রতি) চলে এস, ও আর কি দেখ্‌বে—

১ম, নাঃ। একটু দাঁড়াও, যদি পরিচয় পাই তাদের খবর দিতে পারবো। দেখ্‌ছো না ওরা ভদ্রবংশের বৌ ঝি—

রমা। ভদ্র ঘরের বৈকি, আমার মা বাড়ুয্যেদের বৌ গো, সেই যে—

১ম, নাঃ। কোন বাড়ুয্যে বাছা—

রমা। মাগো, নাম কত্তে আছে? তার মেটে বাড়ী, দুটো গরু ছিল, বড় গুঁতোতে আস্‌তো—

২য়, নাঃ। চলনা? দেখ্‌ছো না এরা বদ্ধ পাগল—

রমা। পাগল বৈকি? বিমল, দেখ্‌ছো ছোট বৌ আমায় বোক্‌ছে ওমা কর্ত্তা আস্‌ছেন (ঘোমটা দিয়া দাড়াইলেন)

১ম, নাঃ। তাইতো, কি করি? কোন সন্ধান তো পেলুম না—

রমা। ও বাবারে এরা মার্ত্তে আস্‌ছে, বিমল মার্ত্তে আস্‌ছে— (ছুটীয়া প্রস্থান)

১ম, নাঃ। (২য়ের প্রতি) তুমি একটু দাঁড়াও, আমি থানায় খপরটা দিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(শশীবাবুর গৃহ পুড়িতেছিল)

তিনকড়ি।

তিন হয়েছে, ঠিক প্রতিশোধ নিয়েছি। যেমন আমার ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ছিলে, তেমনি হয়েছে। কই এখনও তো আর্ত্তনাদ শুনতে পাচ্ছিনা (কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন পরে) এখনও কেউ টের পায়নি, সুখে ঘুমুচ্ছে; একটু অপেক্ষা কর তিনকড়ি, ঠিক তেমনি, যেমন তোমার ঘরে চিৎকার উঠেছিলো, ঠিক সেইরূপ চিৎকার শুনতে পাবে। ওঃ তোদের জন্যে বিশ্বাস ঘাতক হয়ে ছিলুম—

(অনেক লোকের প্রবেশ)

১ম, লোঃ। ওহে, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি? জল আনবার চেষ্টা কর—

তিন। খবরদার, অমনি দাঁড়িয়ে দেখ, যে এগুবে তাকে আগুণে ফেলে দেবো। সদর দরজায় চাবি দিয়েছি, কেউ পালাতে পার্‌বে না, খিড়কীতে ডবল চাবি (নেপথ্যে চিৎকার ধ্বনি) ঐ যে, চিৎকার উঠেছে, হো হো, ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—

২য়, লোঃ। (১মের প্রতি) ওহে, এটা পাগল নাকি ? দেখনা, বিকট চিৎকার কর্‌ছে—

তিন। পুড়ে মর, যেমন আমার স্ত্রীপুত্রকে পুড়িয়ে মেরেছ, তেমনই পুড়ে মর। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

১ম। (লোকেদের প্রতি) ওহে, দাঁড়িয়ে দেখছো কি ? সদর দরজা ভেঙ্গে ফেল (নেপথ্য হইতে পুনঃ চিৎকার ও সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তনাদ)

সকলে। চল, দরজা ভাঙ্গি (গমনোদ্যত)

তিনকড়ি। (উহাদের রুখিল) মিছে প্রাণটা দেবে ? সরে পড়। এ তামাসা নয়, এখন আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য।

(বেগে শশী বাবুর প্রবেশ)

শশী। সব গেল ! আমার সব গেল, টাকা কড়ি গেল, স্ত্রীপুত্র জ্বলে গেল, ভাই সব, রক্ষা কর (দরজার নিকট গিয়া) একি ? চাবি দিলে কে ?

তিন। চিন্তে পাচ্ছ ছোট বাবু ? মিলিয়ে দেখ, ঠিক এমনি কোরে আমার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলে, এম্‌নি সদর দরজায় চাবি দিয়ে ছিলে, আমিও ঠিক অমনি চিৎকার কোরে ছিলুম। মিলিয়ে নাও (নেপথ্য হইতে চিৎকার ধ্বনি)

শশী। (সজোরে লাথি মারিল পরে অন্য সকলকে) ভাই সব, রক্ষা কর, আর ত দেরী কর্‌লে চল্‌বে না ? ওই শুন ক্ষীণ চিৎকার ধ্বনি, তাও বন্ধ হয়ে আস্‌ছে (সকলে গমনোদ্যত)।

তিন। (পতিত জ্বলন্ত বরগা লইয়া) মাথা ফাটিয়ে দেবো, সব

মিলেছে। ছোট বাবু, শেষটা না মিলিয়ে দিয়ে ছাড়ছি না।

শশী। তিনকড়ি, আমায় ক্ষমা কর, আমি স্ত্রী পুত্র ভিক্ষা চাচ্ছি (জানু পাতিয়া বসিল)

তিন। তা হয় না। মনে করে দেখ, ঠিক এমনি করে আমি তোমার সম্মুখে বোসে ভিক্ষা চেয়ে ছিলুম। মিলেছে, এইবার শেষ মিল, তাও বেশী দেরী নাই।

(বিমলও গোপালের প্রবেশ। সদর দরজা পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া উভয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করিল। পশ্চাৎ নলিনী আসিয়া অগ্নির ভিতর চলিয়া গেল শশী যাইতে ছিল কিন্তু তিনকড়ি তাহার হাত ধরিল)

তিন। দাঁড়াও, শেষটা মিলুক, তারপর যেও। শুধু আমি পাপ করি নাই আমি ত পর, তাই চুরি করেছি, মিথ্যাকথা কয়েছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে যে রক্তের সম্বন্ধ ছিল এস, হাসতে হাসতে আগুণের ভেতর গিয়ে সেই সম্বন্ধটা পাতাই, আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি (টানিতে লাগিল)

শশী। (জোর করিতে লাগিল) ভাই সব, রক্ষা কর আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, রক্ষা করো—

তিন। তাকি হয় ? এত যখন মরবার ভয়, তখন ওকাজে এগিয়ে ছিলে কেন (টানিয়া লইয়া উভয়ে অগ্নির ভিতর পড়িয়া গেলেন)

(নলিনীর বিমলকে বুকে লইয়া প্রবেশ)

নলিনী। বিমল, বড্ড জ্বল্‌ছে কি ?

বিমল। না দিদি, এতো ঠাণ্ডা প্রলেপ, অন্তরে যে জ্বালা জ্বল্‌ছে তার কাছে এতো ঠাণ্ডা প্রলেপ, (পরে চিৎকার করিয়া) কাকা বাবু, জমিদারী নিন্ কিন্তু স্নেহ দিন। করুণা, দয়া, পেতেই হবে, মা, মা, আমি চরিত্র হীন নয়—

(সংজ্ঞা হারাইলেন)

১ম লোঃ। তাই তো, বিমল বাবু কি মারা গেলেন নাকি ? (পরীক্ষা

করিতে লাগিলেন, পরে) তাইতো শেষে পাগল হয়ে মারা গেলেন !

নলিনী। মারা গেল ? মারা গেল ? তবে আর কি দেখ্‌বো ? মাগো, কেউ স্থান দিলে না, তুই তোর কোলে স্থান দে—

(বেগে প্রস্থান)

২য়, লোঃ। আহা ! তাই তো, ঘোষেদের আর বংশে বাতি দিতে কেউ রইলোনা ? এত দপ্‌দপা, এমন বনিয়াদী ঘর, বড় বাবুর মৃত্যুর পরে ছমাস টিক্‌লো না—

১ম, লোঃ। তিনিই এ ঘোষেদের লক্ষ্মী ছিলেন। তাই তো, মন্‌টা বড় খারাপ হয়ে গেলো।

বিমল। (উঠিয়া) পয়সা চাই না, টাকা চাই না, স্নেহ ভালবাসা চাই, স্নেহ ভালবাসা চাই। প্রস্থান]

(সকলে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল)

চতুর্থ দৃশ্য —

তারকপুরের ধলেশ্বরী নদীতীর

মাষ্টার—

মাষ্টার। থেমে গ্যাছে, একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছাস থেমে গ্যাছে ; তবু ভাল, শেষে যে এই অযাচিত করুণাটা দেখালি, তবু ভাল। তার জমিদারী ছিল, মা ছিল, কাকা ছিল, আত্মীয় ছিল, আমার মত সর্ব্ব নেশে—বন্ধু ছিল, সব থাকাতেও একমুটো সময়ে খেতে পায়নি, মিথ্যা—কলঙ্ক চাপিয়ে স্নেহ হতে বঞ্চিত হলো। শেষে পাগল, তারপর মৃত্যু। আর তুই পাষণ্ড নরাধম বন্ধু এখনও জীবিত থেকে সেই গুলি চিন্তা করছিস্ (বুকে সজোরে ঘুসি মারিলেন) ওদের অন্নে আমরা পুরুষানুক্রমে পালিত হয়ে এসেছি, অথচ তাঁর শেষ

কথাটা রাখ্‌তে পারলুম না ? অভয়, আর কেন মুখ দেখা-চ্ছিস্‌ ? তার ভার নিয়ে ছিলি নয়, (পুনরায় বক্ষে সজোরে ঘুসী মারিলেন) কি কর্‌বো ? চেঁচাই, এমন জোরে চিৎকার করি যাতে আকাশ ফেটে গিয়ে পাষাণীর কানে কথাগুলো পেঁছাক—কিন্তু শুন্‌বে কে ? এতদিন ডেকে আস্‌ছি, ও সব মিথ্যা, দেব দেবী মিথ্যা কথা, পৃথিবী প্রাকৃতিক নিয়মে চল্‌ছে, ওর স্রষ্টা আমারই মত মানুষ, সে দেবতাও নয়, আর চার হাত ওলা দেবীও নয়। মানুষের চেয়ে যদি দেব-তারা বড় হতো, তাহলে এত দুঃখ দিতে পারতোকি ? মিছে, মিছে, এ সত্যযুগ নয়যে, যে ধার্ম্মিক তার জয় হবে, এ কলি যুগ, কলির—রাজত্ব, এখানে তোর তেত্রিশ কোটী দেবতার সাধ্য নাই—যে প্রবেশ করে (নেপথ্য হইতে—মাষ্টার) কে ডাকে ? বিমল ? যাচ্ছি, ভুলেই গিয়ে ছিলুম (ছুটিয়া নদীর কিনারায় যাইলেন পুনঃরায় ফিরিয়া আসিয়া) ডুবে যদি মৃত্যু না হয় ? তাই তো এই যে ত্রিশূল রয়েছে ; নিয়তি এইবার তোর সাধ্য থাকে বাঁচা—(বক্ষে সজোরে মারিলেন) (ও সঙ্গে ২ পড়িলেন) বিমল—অপরাধ নিস্‌নে দেরী করে যাচ্ছি বলে। বি—ম—ল— মৃত্যু—

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। (মাষ্টারকে দেখিয়া) এই যে বাবা, আমি সমস্ত জায়গায় খুজে এলুম, তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে আগেই বিমলের কাছে গ্যাছো ! শুধু যাবো ? একটা—কিছু দেখাবনা ? কি দেখাবো, সে তেজ যখন স্বয়ং আদ্যাশক্তির নেই, তখন তাঁর অংশ—আমরা, আমরা কি দেখাবো ? থাক্‌তো আজ সে দিন, যে দিন সীতার অবমাননা করে রাবণ সবংশে—ধ্বংশ হয়ে ছিল, যে দিন সতীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দাবানল জ্বলে ঠ্‌উতো ! তার মর্ম্মভেদী—নিশ্বাস মহাপ্রলয় উপস্থিত

করতে পারতো ? থাকতো সে শক্তি, যে শক্তির বলে সাবিত্রী স্বামীকে ফিরিয়ে এনে ছিলো ? কি বল্‌বো এ যে কলি, এখন সে নারীর দিন দিন অবমাননা, সে এখন দিন দিন পদদলিতা, তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দাবানল জ্বলে উঠেনা, তার দীর্ঘ নিশ্বাসে মহাপ্রলয় হয় না, সে মর্ম্ম জ্বালায়, অবমাননায়, বেদনায়, কাঁদে ! (পরে উর্দ্ধে চাহিয়া) রাক্ষসী, সব খেয়ে ছিস্‌ একটা কথা রাখিস্‌ জেনে শুনে মহাপাপ করছি, অনন্ত নরকে থাক্‌বো বলে ; তবু যাবার আগে একটা প্রার্থনা করছি—মানুষের বক্ষ হতে স্নেহ, মায়া, করুণা এসব তুলে নিয়ে তাদের ক্রুরতা হিংসা, অধর্ম্ম, এই সব প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা আরও বেশী করে দিয়ে পাঠাস্‌, তাহলে তোর রাজ্য বেশ চল্‌বে। তাই তো, অনেকক্ষণ যে বিমল গ্যাছে, আমি তাকে ছেড়ে রয়েছি ! মা, কেউ স্থান দেয় নাই তুই দিস্‌—

(নদীতে ঝাঁপ দিলেন)

পঞ্চম দৃশ্য—

শ্মশান।

(শশী বাবুর আত্মীয় গণ উহাদের অর্দ্ধ দগ্ধ মৃত দেহগুলি পোড়াইতে ছিলেন ও মদ খাইতেছিলেন)

(বিমলের প্রবেশ।)

বিমল। জমিদারী চাই না, স্নেহ চাই, করুণা চাই। টাকা কড়ি চাই না অন্তর চাই ; বড্ড জ্বল্‌ছে আর পারিনা, পুড়ে যাচ্ছে, হৃদয়টা পুড়ে যাচ্ছে। দিদি, কোথায় ? দেখনা আর যে পাচ্ছি না, মাষ্টার, মাষ্টার, তোমরাও ত্যাগ কর্‌লে—

(মাষ্টারের ছায়া মূর্ত্তি প্রকাশ)

মা, ছা। বিমল, এই দেখ, স্বর্গে এসেও তোমার জন্য সুখ নাই, আয় বিমল, চলে আয়—

বিমল। কি করে যাব মাষ্টার ? অনেক উঁচুতে রয়েছো যে—

মা, ছা। আমরা যেমন করে এসেছি? আত্মহত্যা কর, কিছু ভয় নেই। ও পাপটুকু তোর অসংখ্য পুণ্যের জোরে কেটে যাবে, চলে আয় ভাই—

(অন্তর্ধান)

বিমল। কোথায় গেলে, ও মাষ্টার কোথায় গেলে, একলা শ্মশানে ফেলে কোথায় গেলে, দিদি দিদি—

(নলিনার ছায়া মূর্ত্তি প্রকাশ)

নঃ, ছা। এই যে ভাই, আয়, চলে আয়। এখানে কেউ দাগা দেবেনা, সকলে স্নেহ দেবে, ভাল বাস্‌বে, চলে আয়—

বিমল। না দিদি, আমি ওখানে যাবনা। এখানে থাক্‌তে চাই, মাকে দাও, তুমি এস মাষ্টারকে সঙ্গে করে, কেবল অর্থ এনোনা, জমিদারী এনোনা, তা হলে কেউ ভাল বাস্‌বেনা, সকলে ত্যাগ করবে। দিদি, ওখানে মা ত আছেন, তাঁকে বলো আমি চরিত্র হীন নয়, তাঁর ছেলে তা হতে পারেনা। এস দিদি—

নঃ ছা। বিমল, আয় ভাই, ওখানে থাক্‌তে চা'স্ নি। ও শোকতাপ ভরা দুঃখিনী পৃথিবী তোকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করবে, চলে আয়—

(অন্তর্ধান)

বিমল। দিদি, চলে গেলে? আমি থাক্‌বোনা, তোমাদের কাছে যাব, নিয়ে যাও দিদি, নিয়ে যাও, আর পারি না।

১ম মাতাল। ওখানে যাবি—

বিমল। কে আমায় নিয়ে যাবে—

১ম মাতাল। আয়, আমাদের কাছে চোখ বুজে আয়। আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি—

২য় মাতাল। আয়, এই আগুনের ভেতর শুলেই ওখানে যাবি, আয়—

বিমল। না, পুড়ে যাবো, পালিয়ে যাই (পলায়নোদ্যত)

১ম মাতাল। (হাত ধরিয়া) বটে, তোর জন্যে ছোট বাবুর সর্ব্বনাশ, আর তুই পালিয়ে যাবি—

(টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন)

বেগে রমাবতীর প্রবেশ

রমা। (বিমলকে ধরিয়া) ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। অনেক দিন দেখি নাই, একবার দেখ্‌তে দে—

১ম মাতাল। (অন্য মাতালের প্রতি) আয়, এক সঙ্গে দিই, বেশ হয়েছে আয় (সকলে মিলিয়া রমাবতীও বিমলকে শয়ের নিকট লইয়া যাইলেন)

বিমল। মা, এসেছো ? এখনও বল্‌ছি, বিশ্বাস কর আমি চরিত্র হীন নয়।

রমা। খুব বিশ্বাস করেছি, মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি তুমি **আদর্শ চরিত্রবান্‌।**

বিমল। সুখে মরতে পার্‌বো। এইবার স্নেহ দে, আমি জমিদারী চাই না, মা চাই, মা ! মা !! (সকলে মিলিয়া রমাবতীও বিমলকে আগুনে নিক্ষেপ করিল)

মাতাল। বেশ হয়েছে, ঘোষ বংশে বাতি দিতে কেউ রইলো না, বেশ হয়েছে—

যবনিকা পতন।